# পরিব্রাজকের সঙ্গীত।



শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়

কর্তৃক বিরচিত।



প্রকাশক

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ-চরণাশ্রিত

শ্রীক্ষেত্রনাথ ( সেন ) শর্ম্ম-কবিভূষণ

কাশী—যোগাশ্রম।

ষষ্ঠ সংস্করণ

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—কাশী-যোগাশ্রম,

বেনারস সিটি।

 [ মূল্য—১৲ এক টাকা।

প্রিণ্টার—পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
বিদ্যোদয় প্রেস,
১৭ নং রাধানাথ বস্থর লেন, ( গোয়াবাগান ) কলিকাতা

# প্রকাশকের নিবেদন।

"পরিব্রাজকের সঙ্গীত" পুনঃ প্রকাশিত হইল। শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের রচিত এই সাধন সঙ্গীতগুলি সুদীর্ঘকাল হইতে সজ্জনগণের জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ভাব বিকাশে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। সঙ্গীত-গুলির শ্রবণে ও কীর্ত্তনে নর-নারী মাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। শাক্ত-বৈষ্ণবাদি নির্ব্বিশেষে সকলেই পরিব্রাজকের সঙ্গীত গাইয়া ও শুনিয়া প্রাণে তৃপ্তিলাভ করেন। বঙ্গের সর্ব্বত্রই পরিব্রাজকের সঙ্গীত সমাদৃত হওয়াতে ইহার অনেকগুলিই গ্রামো-ফোনেও গীত হইতেছে। ৺কাশীধাম ও শ্রীবৃন্দাবনে এবং শ্রীধাম-নবদ্বীপ হইতে পুরীধাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিব্রাজকের সর্ব্বভাবময় সুমধুর সঙ্গীতগুলি গীত হইয়া সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি ও বিশ্বাস বিকাশের সহায়তা করিতেছে দেখিয়া আমরাও যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রমসহ পরিব্রাজক সঙ্গীতের 'ষষ্ঠ সংস্করণ' প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এই সংস্করণে পুস্তকের কলেবর দ্বিগুণিত হইয়াছে। শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহোদয়ের সাধনাভ্যাস কালের আরও ৩৯টী অতিরিক্ত সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিব্রাজক স্বামীজী

ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যকালে যখন মুর্শিদাবাদে স্বধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গীয় মতিলাল সেনশর্ম্মা মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার মধ্যমা কন্যা (আমাদের সতীর্থ কলাবাগের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মহেশ নারায়ণ রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) পরিব্রাজক মহোদয়ের সম্মতিক্রমে এই সঙ্গীতগুলি তাঁহার হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় পূর্ব্বে এ বিষয় অবগত ছিলেন না; এক্ষণে তিনি সঙ্গীত গুলির একটী প্রতিলিপি আমাদিগকে দেওয়াতে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত পরিব্রাজক সঙ্গীতের প্রথম পরিশিষ্ট রূপে এইগুলি প্রকাশ পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিলাম।

আমাদের অন্যতর সতীর্থ গিরিডি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধা বিনোদ চট্টরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত পরিব্রাজক মহোদয়ের শেষ বয়সে রচিত এই গ্রন্থের ১০৮ সংখ্যক সঙ্গীতটীও পরিব্রাজক সঙ্গীতের সর্ব্বশেষে প্রদত্ত হইল। এইরূপে এই সংস্করণে পরিব্রাজক মহোদয়ের রচিত আড়াই শত সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীমৎ সদ্‌গুরুদেবের নিত্য-সহচর সন্ন্যাসী-সতীর্থ মহোদয় আমাদের একান্তানুরোধে পরিব্রাজক সঙ্গীত গুলির অধিকাংশ স্থলের যে "সজ্জন-তোষিণী" নামক সরল ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন তাহা প্রত্যেক সঙ্গীতের নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে পাঠক ও পাঠিকাগণ সঙ্গীত গুলির গম্ভীরার্থ ও অন্তর্ম্মুখীণ সাধন রহস্য অনেক পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা

করিতেছি। পরিব্রাজকের সঙ্গীতগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচার লাভ করিলেও সঙ্গীত মধ্যস্থ সাধন মার্গের উচ্চাঙ্গের কথাগুলি সাধারণ পাঠকগণ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিতেন না; এতদিনে সেই অভাব দূরীভূত হইল।

এই সংস্করণের নিমিত্ত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি—মহোদয়ের শিষ্য, "মন্দির" "গানের খাতা" "বিজলী সঙ্গীত" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত কিরণ চাঁদ দরবেশ মহাশয় বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত পরিব্রাজকের সঙ্গীতগুলি পদ্যাকারে বিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে গ্রন্থ কলেবর সুশোভিত, বিবৃদ্ধ, ও সঙ্গীতগুলি পাঠে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। আবশ্যক স্থলে দরবেশ মহোদয় পদাবলী বিন্যাসের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই সদাশয়তায় আমরা চিরানুগৃহীত হইয়াছি ও তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজীর শিষ্য বর্দ্ধমান কুরুম্বা গ্রাম নিবাসী সুগায়ক বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্ব সাধারণের জন্য পরিব্রাজক সঙ্গীতের প্রথম পরিশিষ্টস্থ ৩৯টী সঙ্গীতের সহজসাধ্য সুর তাল নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ায় তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল; এবং কলিকাতার অন্যতম প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি যত্নসহ এই ৩৯টী সঙ্গীতের যে সমস্ত উচ্চাঙ্গের সুর ও তাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহা পাদ-টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিব্রাজক সঙ্গীতের প্রথম পরিশিষ্টস্থ যে সঙ্গীতগুলি আমরা

পাইয়াছিলাম, তাহাতে স্বর ও তালের উল্লেখ ছিল না। স্বর ও তালের অভাবে সঙ্গীতগুলি অসম্পূর্ণই ছিল। এই উভয় মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অভাব পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রীমান্ যোগেশ প্রসাদ সেনশর্ম্মা এম, এ, এল, টি পূজ্যপাদ পরিব্রাজক মহোদয় কৃত সঙ্গীতগুলির সমাবেশ অনুসরণ পূর্ব্বক বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমসহ নূতন ভাবে পরিব্রাজক সঙ্গীতের ও প্রথম পরিশিষ্টস্থ সঙ্গীতগুলির অক্ষরানুক্রমিক সূচীপত্র ও ভাবানুসারে বিষয় সূচী সমূহ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং অনেক সময়ে প্রুফ দেখা বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছি।

দ্বিতীয় পরিশিষ্টে "সঙ্গীত-মুঞ্জরী" (পরিব্রাজক স্বামীজীর গুরুদীক্ষার পূর্ব্বে কিশোর বয়সে রচিত সঙ্গীতগুলি) পূর্ব্ববৎ সূচীপত্রসহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সংস্করণে শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রদত্ত হইল। এইরূপে পূর্ব্বের তুলনায় গ্রন্থের আকার মাত্র কেবল দ্বিগুণ হয় নাই, কিন্তু এই সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠে পরিব্রাজক মহোদয়ের সাধন জীবনের পূর্ব্বাভাস, সাধনাভ্যাস কালের জীবন, সাধন পরিপাক কালের বিবরণ জানিতে ও বুঝিতে অনেকেই সমর্থ হইবেন এবং সঙ্গীতগুলি কবিতার ন্যায় পাঠ করিয়া সকলেই উহার সুরস আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। "এই সঙ্গীতগুলি পরিব্রাজক মহোদয়ের জীবন ব্যাপী সাধনের ফল স্বরূপ। জ্ঞান, বৈরাগ্য,

যোগ ও ভক্তি সাধনার গভীর তত্ত্ব সকল ইহাতে অতি সরল ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশেষতঃ সাধন মার্গে প্রবেশের পূর্ব্বে রচিত "সঙ্গীত-মুঞ্জরীর" পত্রে পত্রে তাঁহার কিশোর বয়সের মনোভাব ও হৃদয়ের ব্যাকুলতা অভিব্যক্ত রহিয়াছে। সঙ্গীতে যেমন অন্তরের কথা প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই নহে। সুতরাং আমরা আশা করি, যাহারা পরিব্রাজক মহোদয়ের সমগ্র সাধন জীবন তাঁহার নিজ ভাষায় নিজের ভাবে পাঠ করিতে উৎসুক, তাঁহারা পরিব্রাজক সঙ্গীতের এই নূতন সংস্করণ দেখিয়া বিশেষ সুখী ও সন্তুষ্ট হইবেন। মুঙ্গেরে রচিত সাধনাবস্থার সঙ্গীতগুলি এবং কাশীবাস কালে সাধনের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে এবং জীবনের শেষ সময়ে ভক্তিভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি যে সমুদয় সুমধুর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও পৃথক ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

উপর্য্যুক্ত বিশেষ কারণে এই ষষ্ঠ সংস্করণের সঙ্গীত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে ; ইহাতে পরিব্রাজক মহোদয়ের রচিত সমগ্র সঙ্গীতই সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজের মূল্য এবং মুদ্রণ ব্যয় এখন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ কাপড়ে বাঁধাইতেও দ্বিগুণ ব্যয় পড়িতেছে। তথাপি সর্ব্ব সাধারণের গ্রহণোপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই সঙ্গীত গ্রন্থখানির মূল্য যথা সম্ভব বৃদ্ধি করা হইল মাত্র। আশা করি সকলেই পরিব্রাজক সঙ্গীতের এই নূতন সংস্করণখানি সংগ্রহ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

অবশেষে আমাদের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যে শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা যোগেশ্বরী মাতার প্রসাদে এই সঙ্গীত প্রকাশের সহায়ক ও পাঠক পাঠিকাগণের হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির বল বৃদ্ধি হউক এবং সকলেই মনুষ্য জীবনে ভগবৎ-কৃপা-কণার রসাস্বাদ পাইয়া শান্তি লাভে সুখী হউন।

কাশী-যোগাশ্রম।
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৩১

শ্রীশ্রীগুরু-চরণাশ্রিত
শ্রীক্ষেত্রনাথ ( সেন ) শর্ম্মা।

# সূচীপত্র



———

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

# শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

—ooo—

"যিনি ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি দুষ্টজনের ষড়্‌যন্ত্রে লাঞ্ছিত হইয়াও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বদেশের সেবায় ও স্বধর্ম্মের উদ্দীপনায় কৃতসংকল্প ছিলেন, যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে শিথিলপ্রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার সুমধুর বক্তৃতায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের আস্বাদনে দেশবাসিগণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন,"* তাঁহার আবির্ভাব-দিন ভারত-সন্তানগণের সুনীতিশিক্ষা ও স্বধর্ম্মভাব বৃদ্ধির জন্য যে শুভ সুযোগের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহা স্বদেশ-হিতৈষী সকলেই স্বীকার করিবেন। রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় মহাপুরুষগণের চরিত্রাভিনয়, সুলভ গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রচার, ধর্ম্মনীতি শিক্ষা ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি প্রধানতঃ যাঁহার জীবনব্যাপি-ধর্ম্মান্দোলনের সুফল, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রধান নেতা অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ১২৫৬ সালের

* ঢাকাপ্রকাশ।

হিন্দোলদ্বাদশীর (ঝুলন দ্বাদশীর) দিনে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তপাড়ায় বৈদ্য-ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর পূর্ব্বনাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন শর্ম্মা। তাঁহার পিতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ কলিকাতায় তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গার মহিমায়, গায়ত্রীর উপাসনায়, ও হরিনামের মাহাত্ম্যে অটল বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মাতৃকুলে শক্তি-উপাসনার—বৎসরে কয়েকবার কালী পূজার—অনুষ্ঠান হইত। তাঁহার মাতা ভবসুন্দরী দেবী ভক্তিপ্রিয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতামাতার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি উভয়েরই অধিকারী হইয়াছিলেন। অতি শৈশবকালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এক দিন স্বীয় পিতৃকর্ত্তৃক ঔষধার্থ আনীত সর্পবিষ পান করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। শিশু ঈশ্বরেচ্ছায় ও পিতার চেষ্টায় জীবন লাভ করিলে আত্মীয় স্বজনগণের ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন জীবনে কোনও বিশেষ সাধুকার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে পিতা পুত্রকে ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রতিবাসী গোবিন্দচন্দ্রমুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি পূজা, আহ্নিক, গোসেবা ও ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানে সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাটীর বিল্বমূলে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে প্রত্যহই একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভক্তিপূত নারায়ণপূজা দর্শন ও স্তবপাঠ শ্রবণ করিতেন। শিক্ষকের সাধুজীবন অলক্ষ্যে শিশুর ভাবি-জীবনের ভিত্তি গঠন করিতে লাগিল। গুপ্তপাড়ায় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দেবের সেবাকার্য্য তখন দণ্ডি-সন্ন্যাসিগণই পরিচালনা করিতেন, এবং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পূজা করিবার অধিকার অবিবাহিত ব্রাহ্মণেরই ছিল। সুতরাং দেবদর্শনকালে ধর্ম্মসাধনের সহায়স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য পড়িত। বিশেষতঃ তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে সাধু-সেবা ও সদাব্রতের সুব্যবস্থা থাকায় অনেক সময়েই গুপ্তপাড়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসিগণের সমাগম হইত। পণ্ডিত ঈশ্বর-চন্দ্রের বাটীর অতি নিকটেই দেশকালিকাতলার বিশাল বটবৃক্ষের তলে সাধু মহাত্মারা অবস্থান করিতেন, এই জন্য পল্লীর স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা সকলেরই সাধুদর্শনের বিশেষ সুযোগ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মজন্মের পুণ্যবলে বাল্যকাল হইতেই সাধুদর্শন ও সাধুগণের সদা-লাপ শ্রবণে ভাবিজীবন গঠনের সামগ্রী সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

পাঠশালায় কয়েক বৎসর বাঙ্গালা শিক্ষার পর শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে মুগ্ধবোধব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরিত হইলেন; অনন্তর কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকিয়া কালনা মিশনস্কুলে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মিশনরীগণের হিন্দুবালকদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল উৎসাহ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পিতা পুত্রকে বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। এই সময়ে ম্যালেরিয়া-জ্বরের অতি প্রকোপে শ্রীকৃষ্ণের শরীর নিতান্ত রুগ্ন এবং তাঁহার পাঠাভ্যাসের বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় তাঁহার মন অতীব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বীয় ভাগিনেয় পণ্ডিত শ্রীচরণ রায়

কবিরাজ ( মহারাণী স্বর্ণময়ীর চিকিৎসক ) মহাশয়ের নিকট বহরমপুরে পাঠাইয়া দেন। তথায় ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। বহরমপুরে পাঠকালেই তাঁহার ভাবিজীবনের অস্ফুট আভাস দেখা দিতেছিল এবং আত্মজীবনের মনুষ্যোচিত উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। উপনয়নের পর হইতে তাঁহার সদাচার ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ বিশেষরূপে লোকের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি প্রত্যহ বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার কিশোর বয়সের রচিত সঙ্গীতগুলিই পরে "সঙ্গীতমুঞ্জরী" নামে প্রকাশিত হয়। উহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহার তাৎকালিক সরল বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকে ১৮ বৎসর বয়সেই বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার দুইটী কনিষ্ঠ সহোদরের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পিতা কলিকাতার চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া গুপ্তপাড়ায় বাস করিতেছিলেন, সুতরাং বৃহৎ পরিবারে হঠাৎ অর্থাভাব উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর তখনও বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম হয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিতেন, সুতরাং ভাবিলেন, যদি এই সময়ে পিতামাতার সেবায় জীবন সফল করিতে না পারিলাম, তবে আর বিদ্যার্জ্জনে ফল কি ? তিনি শীঘ্রই স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত পিতার অজ্ঞাতসারে ও শিক্ষকগণের স্নেহানুরাগ উপেক্ষা করিয়া জামালপুর রেলওয়ে অফিসে

চাকরী স্বীকার করিলেন। এই সময় হইতেই তিনি নিজ জীবনের লক্ষ্যসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন. অফিসে নিয়মিত কার্য্যের পর অন্য সময় বৃথা ব্যয় না করিয়া তিনি উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণাদির অধ্যয়নে এবং ইংরাজী দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিজ অধ্যবসায়-গুণেই আপনাকে সুশিক্ষিত ও উন্নতচরিত্র করিয়াছিলেন, ইহাতে ভগবানের কৃপা ও পিতা মাতার শুভাশীর্ব্বাদই তাঁহার এক মাত্র সহায় ছিল।

জামালপুরে কার্য্য করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুঙ্গেরেই বাস করিতেন। মুঙ্গেরেই কষ্টহারিণীঘাটে অনেক সময়েই সাধু-মহাত্মাদের সমাগম হইত। একদা শ্রীকৃষ্ণ সৌভাগ্যক্রমে এইস্থানে পরমহংস-মণ্ডলীসহ সমাগত পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য সিদ্ধাবধূত শ্রীমদ্‌দয়াল দাসস্বামিমহোদয়ের শুভদর্শন লাভ করেন। বাবা দয়ালদাসস্বামী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শ্রদ্ধা ও সদ্‌গুণে কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে ভাগী-রথীতীরে কষ্টহারিণীঘাটে দীক্ষা দান করিলেন, এবং স্নেহবশতঃ বালক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "বৎস, যদি অরূপের রূপ দেখিতে চাও, তবে দৃষ্টিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে অভ্যাস কর"। সদ্‌গুরু-দত্ত সাধন-পথ ও তাঁহার নিজ সাধু চেষ্টা একত্র হইয়া মণিকাঞ্চন-যোগ হইল। ক্রমে সাধনাভ্যাসের বিশুদ্ধ প্রভাবে তাঁহার দিব্য বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল। এইরূপে বিনা উপদেশে শাস্ত্রীয় গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে তাঁহার সামর্থ্য জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি ও ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতার হৃদয়াকর্ষিণী শক্তিও স্বতঃ জাগিয়া উঠিল। তিমিরাচ্ছন্ন ভারতের চৈতন্যসঞ্চার করিবার

নিমিত্ত সরস্বতী স্বয়ং তাঁহার কণ্ঠে সমাসীনা হইলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার এই ধর্ম্মভাব ও মহতুদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট সাধক বোধে সংসারী হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করা উচিত মনে করিলেন না। এই সময় হইতেই সকলে তাঁহাকে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন অবকাশকালে তীর্থাদিভ্রমণ ও ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দর্শন দ্বারা দেশের অবস্থা অনেকটা অবগত হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই স্বধর্ম্মের অবনতি ও বিধর্ম্মের বিস্তৃতি দেখিয়া তিনি নিতান্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হইতেন। এই জন্য তিনি স্থানীয় ধর্ম্মানুরাগী লোকদিগকে উৎসাহ দিয়া মুঙ্গেরেই "আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার" প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রথমতঃ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা হইত এবং পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা করিতেন। সভার অধীনে ব্রাহ্মণ বালকদিগের শিক্ষার্থ একটী সংস্কৃত পাঠশালাও স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকগণকে সদাচার ও সুনীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই সভা-গৃহেই "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" নাম্নী একটী সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। ভারতীয় ধর্ম্ম তত্ত্ব স্বদেশবাসিগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিশেষভাবে হিন্দীভাষাও শিক্ষা করিলেন, এবং কোনরূপে অবকাশ পাইলেই স্থানে স্থানে গমন করিয়া তিনি নিজ স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায়, সুনীতি, স্বধর্ম্ম, সদাচার, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার মনোমোহন মধুর বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই স্বধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক উন্মার্গগামী ব্যক্তি তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মান্তরগ্রহণে বিরত এবং দেশীয় আচার ব্যবহার ও পূজাদির অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইলেন। মুঙ্গেরের পাদরী ইভান্‌স্ সাহেব বলিয়াছিলেন "আপনার বক্তৃতা শক্তি পাইলে আমি একদিনেই সমগ্র জগৎ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি"। আদি ব্রাহ্ম সমাজের তাৎকালিক সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতিকে লিখিয়াছিলেন—"আপনারা শীঘ্রই হিন্দুর আদর্শে ধর্ম্মপ্রচার না করিলে মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বত্রই আর্য্য-সভাসমূহ ব্রাহ্ম সমাজকে অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবে"।

মুঙ্গেরে আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠার পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় "ধর্ম্ম-প্রচারক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় তাবৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই ধর্ম্ম-প্রচারকে প্রকাশিত হইত। তাঁহার জীবিতাবস্থায় ধর্ম্মপ্রচারকই বঙ্গে হিন্দুসমাজের প্রধান মুখপত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অনেক পুস্তকই প্রবন্ধাকারে ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও শিক্ষিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত আর্য্য-ধর্ম্ম-বিষয়ক সুবিচারপূর্ণ প্রবন্ধরাশি ধর্ম্ম-প্রচারকে মাসে মাসে প্রকাশিত হইত। মুঙ্গেরের সভাপ্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রকাশ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ভারতবাসিগণকে

স্বধর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক পরধর্ম্ম-গ্রহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ নিতান্তই ব্যথিত হইত এবং মনের সাধে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া সময় সময় নিতান্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া নির্জ্জনে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

অবশেষে ১২৮৫ সালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হরিদ্বারের মহাকুম্ভ-মেলায় গমন করেন। তথায় শ্রীগুরুদেবের পুনর্দ্দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহারই আদেশে স্বদেশবাসীর ধর্ম্মভাব বিকাশের জন্য প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। হরিদ্বারেই "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভা"র সূত্রপাত হইল। এই অবকাশ সময়েই তিনি আর্য্যসমাজ* ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক্ষেত্র লাহোর, আলিগড়, মজঃফরপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে সনাতন ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা শ্রবণে শিখগণ স্বধর্ম্ম-ভাবে যেন পুনর্জ্জাগরিত হইয়াছিল। কলিকাতা আলবার্ট হলে "ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ" এবং গয়াধামের ৺বিষ্ণুপাদমন্দিরে হিন্দী ভাষায় "ভারতের প্রেতত্বমোচন" বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণে শ্রোতৃমাত্রই হিন্দুধর্ম্মের মহিমায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষার যে এরূপ তেজস্বিনী শক্তি আছে, ইহার পূর্ব্বে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। গয়ার প্রচার-কার্য্যের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চাকরী ত্যাগ করিলেন, এবং এক বৎসরকাল ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, বাঁকীপুর,

---

* শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজ।

কাশী প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারপূর্ব্বক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও সাধু-মহাত্মার আবাস এবং শাস্ত্র-জ্ঞানের আধার কাশীধামে ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের কেন্দ্র-স্থান স্থির করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পূর্ব্বোক্ত সভার অধীনে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের বালক-গণের জীবন আর্য্যভাবে গঠনের উদ্দেশ্যে "সুনীতি" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা এবং ভারতের সর্ব্বত্র সনাতন ধর্ম্মের মহিমা প্রচারার্থ ইংরাজিতে "দি মাদারল্যাণ্ড্" নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে বঙ্গীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, ৺মদনগোপাল গোস্বামী, ৺কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ এবং কাশীবাসী পণ্ডিত ৺অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য ও মহামহোপাধ্যায় ৺রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতিও ধর্ম্ম-প্রচারক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

কাশীর সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, সি, আই, ই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক ডাক্তার রামচন্দ্র সেন, পি, এইচ, ডি, প্রমুখ প্রসিদ্ধ পুরুষগণ তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। বহরমপুরের রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই; পাকুড়ের রাজা তারেশ চন্দ্র পাণ্ডে, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দীনবন্ধু সান্যাল, কুণ্ডলার জমিদার ৺কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পুণ্যাত্মগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রচার-কার্য্যে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন।

১২৯১সালে মাতার কাশীলাভের পর কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রব্রজ্যা

অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কয়েক মাস শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার আরোগ্যের আশাও ছিল না। কিন্তু ভগবৎকৃপায় তিনি ক্রমে ক্রমে রোগমুক্ত হইলেন। রোগমুক্তির পরও যে সময়ে তিনি বিশেষভাবে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য অত্যধিক ভ্রমণে অসমর্থ ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারগর্ভ সুললিত ব্যাখ্যা প্রণয়ন এবং নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা সহ ভক্তচরিত রচনা পূর্ব্বক "ভক্তি ও ভক্ত" নামে একখানি অতীব উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ধর্ম্ম-প্রচারকে তাঁহার ব্যাখ্যাত "রামগীতা"ও এই সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপরে তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ "শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি" নামে, উপাসনা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি "পঞ্চামৃত" নামে এবং "সুনীতি" পত্রিকায় তাঁহার লিখিত উপদেশ সকল "নীতি-রত্নমালা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সুস্থ হইয়া মহোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ সুমধুর ওজস্বিনী বক্তৃতায় দেশবাসিগণের হৃদয়ে নবশক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময় হইতে তাঁহার উদ্যোগে, উৎসাহে, প্রেরণায় ও সূচনায় দেশে দেশে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা এবং সংস্কৃত-বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। হরিনামের সুমধুর ধ্বনিতে পুনর্ব্বার পুরপত্তনাদি নাচিয়া উঠিল।

যে সময়ে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থানে হিন্দুধর্ম্ম টলটলায়মান— যে সময়ে হিন্দুসন্তানগণ ব্রাহ্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের বাহ্য চাকচক্যে বিমোহিত হইয়া হিন্দুর প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতামাতার স্নেহমমতা ত্যাগ করতঃ বিধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন—যে সময়ে হিন্দু পরিবার মধ্যে বিধর্ম্মের চপেটাঘাতে এক মহাক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেই সময়ে যেন মহা-মায়ার লীলাপটের অন্তরাল হইতে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অপার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্যই আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি হিন্দুর ঘরে ঘরে আর্য্য-ধর্ম্মের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণ পুনরায় জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিষণ্ণ বদনে পুনরায় হাসির রেখা দেখা দিল। আর্য্য-ধর্ম্মের পুনর্জ্জাগ-রণের দিনে দেশবাসিগণ আবার গাহিতে লাগিলেন—

"বাজলো হরিনামের ভেরী গগনভেদী স্বরে!
আর্য্যধর্ম্মের জয়পতাকা উড়িল অম্বরে॥
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের গণ্ডগোল।
সবে ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে বল হরি-বোল॥"

এইরূপে মণিপুর হইতে পঞ্জাবপ্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যবর্ত্তবাসিগণের বহুদিন-সঞ্চিত অহিন্দুভাবের রোগরাশি স্বামীজীর সুমধুর ব্যাখ্যা-মহৌষধে উপশমিত হইতে লাগিল। এই সময়েই তিনি গুরুদত্ত সন্ন্যাসাশ্রমোচিত শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের বেদ-শিক্ষার্থ তিনি কাশীধামে বেদ-বিদ্যালয়ের

প্রতিষ্ঠা এবং মা অন্নপূর্ণার দৈবাদেশে যোগাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক তথায় শ্রীশ্রী৺যোগেশ্বরী মাতার প্রতিষ্ঠা ও সেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার স্বরচিত গীতার্থসন্দীপনী ও বক্তৃতা প্রভৃতি গ্রন্থের আয় হইতেই যোগাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি সেবাদিকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী উত্তর ভারতের অনেকানেক নগরে, এবং অসংখ্য পল্লীগ্রামেও ধর্ম্ম-প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, কুচবিহার, শিলং, দার্জ্জিলিং, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বেরেলী, বরিশাল, ফরিদপুর, বহরমপুর, মুঙ্গের, মুর্শিদাবাদ, মজঃফরপুর, মিরাট, কাশী, প্রয়াগ, গয়া, ছাপরা গাজিপুর, লাহোর, দিল্লী, শিমলা, জলন্ধর. রাউলপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতিই প্রধান। সহবাস-আইন পাশের আন্দোলন উপলক্ষে কলিকাতার টাউনহলের বিরাট্ সভায় এবং গড়ের মাঠের দুই লক্ষ শ্রোতার মধ্যে পরিব্রাজকের বক্তৃতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে তুমুল ধর্ম্মান্দোলন, দার্জ্জিলং ও শিমলা-শৈলে, কাছাড় ও শ্রীহট্টে, বেরিলী ও বরিশালে, কাশীর গঙ্গাতটে ও টাউনহলে, গয়াধামে ৺গদাধরের মন্দির-প্রাঙ্গণে ও দিল্লী-ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলে "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" এখনও যেন অনেকের শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতিধ্বনিত হইতেছে"। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটী মাত্র "পরিব্রাজকের বক্তৃতায়" প্রকাশিত হইয়াছে। উহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি সুন্দর অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বহরমপুরে

পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া স্যার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তমহোদয় বলিয়াছিলেন, "ইউরোপেই এরূপ বক্তার সম্মান হইতে পারে, আমাদের দেশের লোক যথার্থ মর্য্যাদা দিতে জানে না।" কলিকাতা টাউন-হলের বিরাট্ সভায় সভাপতি স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতান্তে বলিয়াছিলেন,"বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ তেজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি জানিতাম না। বক্তৃতায় যে অবিরল্ ভাব-স্রোত চলিয়াছিল তাহার সমালোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। এই সভায় শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষ সভাপতি হইলেই সঙ্গত হইত"। তিনি আবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চীফ্ জষ্টিস্ স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতা শুনিয়া পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "আপনার বক্তৃতা ভাষা নহে, ইহা ভাবের প্রবল স্রোত, সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়"। পরিব্রাজক মহোদয় যখন ঢাকায় তুমুল ধর্ম্মান্দোলন করিতেছেন, তখন বঙ্গবাসীতে লিখিত হইয়াছিল—"কিছু দিন পূর্ব্বে টর্ণেডো বা প্রবল ঝড়ে ঢাকায় একটী যুগ-প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সুশুভ সমাগমে আর একবার আর একরূপ প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। পূর্ব্বের ঝড়ে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল, এ ঝড়ে অমৃতবৃষ্টি হইয়া গেল। বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র প্রভৃতির বক্তৃতার প্রশংসা-প্রসঙ্গে বঙ্গবাসী বলিয়াছিলেন "শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বক্তৃতা স্রোতে একদিন বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সে বক্তৃতায় ভাব ছিল, ভাষা ছিল, উদ্দীপনা ছিল, অগ্নিকণা ছিল, আর ছিল করুণ রসের নির্ঝরিণী"। ( বঙ্গবাসী, ৫ই আষাঢ়, ১৩১০ )। তিনি

সময় সময় একদিন ২।৩টী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেও কাতর হইতেন না, এবং বক্তৃতাকালে ভয়ঙ্কর রোগ-ক্লেশও বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। তাঁহার অবিশ্রাম-বর্ষিণী দ্রুত-তরঙ্গিণী ভাবময়ী ভাষা অননুকরণীয়।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রথম বয়স হইতেই সুমধুর সঙ্গীত ও সুললিত কবিতা রচনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লাভের পর হইতে তিনি যে সমস্ত সঙ্গীত জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে "পরিব্রাজকের সঙ্গীত" নামে সংগৃহীত হইয়াছে। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে তাঁহার সমগ্র সাধন-জীবন তাঁহার নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

জীবনের মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ সময় স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবায় অতিবাহিত করিয়া জীবন-সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে সহস্র সহস্র সাধুমণ্ডলী মধ্যে ও নানা দিগ্‌দেশাগত গৃহস্থ স্ত্রীপুরুষদিগের ঐকান্তিক আগ্রহে ভগবৎ-প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে "গঙ্গাসাগর-মহিমা" কীর্ত্তন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যের পরিসমাপ্তি করেন। তৎপরবর্ষে অর্থাৎ জীবনের শেষ বৎসরে তাঁহার পৃষ্ঠব্রণ হইয়াছিল। অস্ত্র চিকিৎসায় উহার উপশম হইবার পর শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ফরিদপুর জিলান্তর্গত থালিয়াগ্রাম নিবাসী অনুগত ভক্তগণের একান্ত আগ্রহে তথায় গমন করিয়া কিঞ্চিদধিক সপ্তাহকাল অবস্থান পূর্ব্বক "মনুষ্যত্ব", "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম", "শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা" ও "কাঙ্গালের ধন" বিষয়ক চারিদিনে চারিটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট সময়ে তত্রত্য

শুশ্রূষুদিগকে সনাতন ধর্ম্মের সাধন বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদানে অনুগৃহীত করেন।

কয়েক মাস পরে কলিকাতায় আসিয়া সজ্জনগণের বিশেষ অনুরোধে "খেলাত ঘোষের ইনষ্টিটিউশনে" তিনি "ধর্ম্ম ও উপাসনা" সম্বন্ধে শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বহুমূত্র-পীড়ার প্রাবল্যে ১৩০৯ সালের ৩রা আশ্বিন ৫৩ বৎসর বয়সে অবিমুক্তপুরী ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করিলে উহা মণিকর্ণিকা ঘাটে উত্তর-বাহিনী গঙ্গার পবিত্র গর্ভে সমাহিত হয়!

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয় কলিকাতার ভারতবর্ষ নামক পত্রিকায়— কাশীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন "অনেক কাল হইতে এই পুণ্যধামে অনেকেই আসিয়াছেন। বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেব, শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য, কবীর, তুলসীদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ইত্যাদি অনেক দেবাত্মা, বা দেবকল্প মহাপুরুষ কাশীধাম দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।"

"স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত স্বদেশীয়দিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল বিদ্যালয়ের বালকবর্গের চরিত্র গঠনের জন্য তাঁহারই চেষ্টা ও প্রেরণায় বঙ্গের প্রায় প্রতি প্রধান নগরে এবং পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত "সুনীতি-সঞ্চারিণী" সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বদেশহিত-ব্রতে অনুরাগ তাঁহারই

জীবনব্যাপিব্রতের সুফল বলিতে হইবে। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির সহিতই যে স্বদেশানুরাগ ও চরিত্রবল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণের জীবনে তাহা এখন প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।"

"বর্ত্তমান সময়ে দেশের জন্য যেরূপ স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তানেরা, অর্থ সামর্থ্যের অভাব হইলেও, স্বীয় জীবন দিয়া কিরূপে স্বদেশের সেবা করিতে পারেন, তাহা পরিব্রাজক মহোদয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজ জীবনেই দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বদেশ-সেবার জন্য ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে যে কৌমারব্রতই একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহা তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। ভারতমাতার উৎসাহী দরিদ্র সন্তানেরা এই মহদ্‌ব্রত অবলম্বন করিলে, অনায়াসেই যে বিবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মাতৃপূজায় অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কত কত উন্নতমনস্ক যুবক অকারণে সংসারাবদ্ধ হইয়া যে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তাহা ভাবিলে মন বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠে। আশা করি পরিব্রাজক স্বামীজীর সাধু দৃষ্টান্ত হিন্দু-যুবকগণের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।"

(ঢাকাপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত)

জগতে যখন যে কোন মহানুভব পুরুষই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বার্থান্ধ ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা কোন না কোন প্রকারে তাঁহার কুৎসা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্ম প্রচারক ও সংস্কারকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার লোক পদে পদেই বিদ্যমান।

ধর্ম্মরাজ্যে স্বামীজীর অতিশয় প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও বাগ্মিতার প্রভাবে তাঁহাকে যশস্বী ও প্রতিভাযুক্ত, এবং বৈদ্য-ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইলেও তাঁহার সন্ন্যাসিজীবনে তাঁহাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণাপেক্ষা উচ্চমর্য্যাদা পাইতে দেখিয়া অনেক ক্ষুদ্র-হৃদয় অজ্ঞ লোক ঈর্ষার জ্বালায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং যে কোন রূপে স্বামীজীর অপযশঃ ঘোষণায় ও অনিষ্টসাধনে, এমন কি তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু তিনি শত্রুদিগের দ্বারা নানা প্রকারে নির্য্যাতিত হইয়াও যে আবার স্বদেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মহিমা চিরদিন বিঘোষিত হইবে। ধর্ম্মপ্রচারকের জীবন কত কষ্টকর এক্ষণে স্বদেশ-সেবক মহাত্মগণ নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব করিয়া পরিব্রাজকের জীবনব্যাপিমহাব্রতের মাহাত্ম্য আরও বিকশিত করিতেছেন। তাঁহার মহাজীবনের যে আভাষ সম্প্রতি স্বধর্ম্ম, স্বদেশ, শাস্ত্র, সাহিত্য ও সমাজ-সেবক মহাত্মগণের চরিত্র-গাথায় কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, প্রণীত 'তর্পণ' নামক পুস্তকের সেই কবিতাটী (সনেট্) পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।
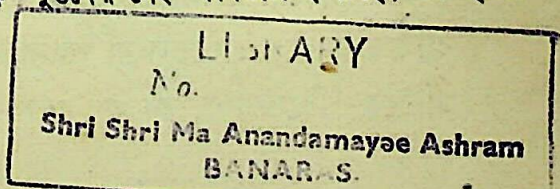
# পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ।

## ( শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী )

"সুদূর অতীত হ'তে এখনো শ্রবণে
ধ্বনিছে সে অগ্নিবাণী, প্রোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস—
মেঘের গর্জ্জনে মিশি, ঝটিকার শ্বাস—
ভাষার রাগিণী—যুক্তি আবেগ মিশ্রণে
তড়িৎ-প্রবাহ যাহা ছুটাইত মনে।
ধর্ম্মের সুষুপ্তি-ভঙ্গে, অদম্য প্রয়াস,
হিন্দুধর্ম্ম-অভ্যুত্থানে প্রশান্ত আশ্বাস,
এখনো মিশিয়া আছে বঙ্গের পবনে।
তোমার সে মোহকরী বাণী উন্মাদনা,
পাশ্চাত্য-আদর্শ-পূজা, করেছিল রোধ;
স্বধর্ম্মে, স্বজাতি-প্রেমে, তব উদ্দীপনা,
জাগ্রত করেছে আর্য্য-মহত্ত্বের বোধ।
বাগ্মিতায়, বঙ্গে তব ছিল না তুলনা,
নারিবে করিতে বাণী, তব ঋণ শোধ।"

---

# পরিব্রাজকের সঙ্গীত।
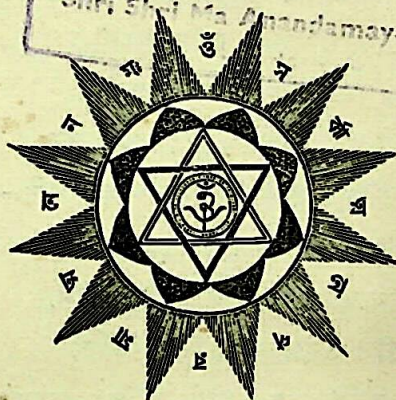
উনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের প্রথম ও প্রধান উদ্দীপক অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা পরমহংস পরিব্রাজক

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের

মুঙ্গের প্রবাসকালে রচিত।

( ক )

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

জননী, জগৎমোহিনী, জীব নিস্তারিণী ;
ওমা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা,
অনাদ্যা তুমি মা অনন্ত রূপিণী॥

তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বারি বহ্নি কি আকাশ[১],
যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ—জননীগো—
সত্তারূপে[২] তুমি জ্ঞানদায়িনী ॥
রবি নিশাকর নক্ষত্র নিকর,
আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর,
দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর—অরূপিণি—
অনন্ত অম্বর চিত্র কারিণী ॥
দেখিতে তোমায় সাগরাম্বু রাশি,
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবা নিশি,
বনে রাশি রাশি, কুসুম হাসি হাসি—চেয়ে রয়গো—
দেখিবার্ তরে তোমায় তারিণী ॥
প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়,
আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়,
তরু লতা পাতা সবারে নাচায়—দেখি তায় গো—
আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

জননী জগৎমোহিনী—এই সঙ্গীতে পরব্রহ্মের মাতৃভাব বর্ণিত এবং বিশ্বরূপে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

১। বিশ্ব, বারি, বায়ু, বহ্নি, কি আকাশ—পঞ্চ মহাভূত।

২। সত্তারূপে—ব্রহ্ম চৈতন্যই সর্ব্বত্র জ্ঞান বিকাশের কারণ।

চিন্তাময়ী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে,
তবু না চিনিলাম চিন্ময়ী মা তোরে,
গুপ্তরূপে[১] পরিব্রাজকের অন্তরে—দেখা দে মা—
মদন-মর্দ্দন মনোহারিণী[২] ॥ ১ ॥

—oo—

রাগিণী লুম ঝিঁঝিঁট—তাল একতালা।

মধুমর্দ্দন, দীন শরণ, দুর্ম্মদ দনুজারি।
করুণা সাগর, ভৃগুবর—চরণ চিহ্ন ধারি ॥
দেহি মে পদ পতিত পাবন,
নীল নভোনিভ নিখিল কারণ,
বজ্রাঙ্কুশ ধ্বজশোভন কৌস্তুভ বলিহারি ॥
দিব্যধাম নিবাসী সেব্য,
অভ্যুদয় সাধন লভ্য,
সর্ব্বহৃদি ভাবয়িতব্য, দুর্ব্বল দুখ হারি ॥
পরিব্রাজক পতিত অতি,
তুমি তো পতিত জনের গতি,
চারু চরণে শরণাগতি, ভক্তির ভিখারী ॥ ২ ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। গুপ্তরূপে—মন বুদ্ধ্যাদির প্রকাশক বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে।

২। মদন-মর্দ্দন মনোহারিণী—যাহার কৃপাদৃষ্টিতে মোহকর কাম নষ্ট হয় এবং মন অন্তর্মুখীণ হওয়ায় জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়।

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

নমস্তে, ত্রিলোক-তারণ, বিশ্ব মনোরঞ্জন্।
ওহে ভারতে তোমার্ মহিমা প্রচার্
করহে আবার্ এই নিবেদন্॥

আর্য্যকুলে জন্ম করিছি গ্রহণ,
আর্য্য রীতি নীতি নাহিক স্মরণ,
অনার্য্য আচারে কলুষিত মন্ (দয়াময় হে)
আর্য্য রবে দেশ কর সচেতন্॥

ভক্তি সরলতা জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি,
প্রচারি জগতে হর হে দুর্গতি,
নর নারী বৃদ্ধ বালক যুবতী ( হৃদয়ে হে )
স্বধর্ম্ম সুমতি করহে প্রেরণ্॥

তব জয় গানে মাতিবে ভারত,
তবোদ্দেশে হবে দেশ হিতে রত,[১]
পরিব্রাজক ঐ চরণে প্রণত, (দয়াময় হে)
সফল হয় যেন জনম জীবন্॥ ৩॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। তবোদ্দেশে...রত—ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্যই ( কেবল ঐহিক সুখ লাভের জন্য নহে ) ভারতবাসিগণ দেশের উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হউন।

রাগিণী পাহাড়ী– তাল আড়াঠেকা।

এসময়ে আর্য্যগণ, রহিলে কোথায় হে।
সোণার ভারত ভূমি রসাতলে যায় হে॥
এসো এসো ব্যাস্ বশিষ্ঠ, বাল্মীকি তাপস শ্রেষ্ঠ,
এসো শুক ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভারত-সহায় হে॥
এসো এসো ভৃগু মুনি, এসো পাণ্ডব চূড়ামণি,
এসো জনক্ তত্ত্বজ্ঞানী, ত্রাহি বিষম্ দায় হে॥
করিছি শাস্ত্রে শ্রবণ, ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ',
সেই সার নিত্য ধন, ভারত হারায় হে॥
পরিব্রাজকের উক্তি, নাই ভারতে সে ভাব্ ভক্তি,
কপট জ্ঞান যোগে যুক্তি, রত কুচিন্তায় হে॥ ৪॥

—oo—

মধুকানের স্থর।

কে ও ভব-সিন্ধু কুলে;
অভয় চরণ্ তরী দিয়ে, পাপী পার্ করিবেন্ ব'লে॥
ডাকিতেছেন্ মধুর্ স্বরে,
কে যাবি আয়্ ভবপারে,
পাপী তাপী কাঙ্গালেরে,
পার্ করিব বিনা মূলে॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ—ধর্ম্মাচরণই ভারতবর্ষ রক্ষার, উন্নতির বা কল্যাণের কারণ

অটল্ তরী সাজাইয়ে,
বসেছেন্ কাণ্ডারী হ'য়ে,
গোষ্পদের ন্যায় পার করিয়ে,
দেন্ পাপীরে অবহেলে ॥
পরিব্রাজক ভাবনা কিরে,
ভাব ভব কর্ণধারে,
কেউ যদি চেতন্ থাক রে,
দেখে লও ঐ দীন্ দয়ালে ॥ ৫ ॥

—oo—

বাউলের স্থর—তাল গড় খেমটা।
( স্থর—"আমি কেমন ক'রে ক'র্‌বো বল শক্তি সাধনা।" )

কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি ( ও মন্ )।
তুমি পারিবে চিন্‌তে কি চিন্তামণি[১]
( সে যে চিন্তার অতীত জগচ্চিন্তামণি ) ॥
তিনি সাকার কি নিরাকার, ও মন কেবা তত্ত্ব জানে তার,
সমস্ত জগদাধার, কেবল্ এই শুনি ( তিনি ) ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। চিন্তামণি—চিন্তামণির নিকটে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়, কিন্তু আশার নিবৃত্তি হয় না; আর ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিলে সমস্ত বাসনা বিদূরিত হইয়া নিত্যশান্তি লাভ হয়।

গহন বিজন বনে, যোগে—বসিয়া একান্তমনে,
পায় না সমাধি ধ্যানে ঋষি কি মুনি ( তাঁরে )॥
প্রেমময় করুণাসিন্ধু, হরি—অনাথের্ নাথ্ দীনবন্ধু,
যাঁর প্রেমে পাগল শম্ভু ত্রিশূলপাণি ( ও মন )॥
কুবাসনা পরিহর, ও মন—প্রেমের হার্ গলায় পর,
হইবে হৃদয়ে সেরূপ্ উদয় আপনি ( দেখ্‌বে )॥
পরিব্রাজকের চিত্ত, বাইরে বৃথা কর তত্ত্ব,
ঐ যে ভিতর ঘরে[১] আলো ক'রে বিরাজে মণি[২],
( তোমার ) ॥৬॥

—০০—

রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ।

( সুর—"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তট শালিনী সুন্দর যমুনে ও" )

চঞ্চল মানস, বিনাশ আশা পাশ,
বিরস বিলাস বাসনা রে॥
বিষয় বিভবে, মত্ত কি হইলে,
ভুলিলে ভুলিলে আপনারে ;
আসিয়া জগতে, আরোহি' মনোরথে[৩],
ভ্রমিছ কি ভাবে ভাব না রে॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ভিতর ঘরে—সহস্র কমলে নিরুদ্ধ বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে।
২। মণি—জীব হৃদয়ে ( বুদ্ধিতে ) প্রকাশিত প্রত্যগাত্মা।
৩। আরোহি মনোরথে—বিষয় চিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া।

দেখিতে দেখিতে, কাল প্রবাহে,
জীবন যৌবন যাইল রে ;
ক্রমে ধীরে ধীরে, গভীর কাল নীরে,
ডুবিবে তাকি মন জান না রে ॥
কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ[১],
কস্ত ত্বং বা ব্রহ্ম-বিচারে[২] ;
চিন্তয় কোঽহং[৩], কথং জগদিদং[৪],
কেন কৃতা বিশ্ব-রচনা রে[৫] ॥
ভূমানুসন্ধান[৬], কর মূঢ় মন,
মলিনা বাসনা রবে না রে ;

---

সজ্জন তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। কা তব ...পুত্রঃ—কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র।

২। কস্ত ত্বং বা ব্রহ্ম বিচারে—তুমিই বা কে, ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা নির্ণয় কর, অর্থাৎ তুমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তোমার সহিত স্ত্রী পুত্রাদির কোনও সম্বন্ধ নাই।

৩। চিন্তয় কোঽহং—আমি কে (অর্থাৎ আমি বিশুদ্ধ আত্মা, শরীরাদি নহি) ইহা চিন্তা কর।

৪। কথং জগদিদম্—এই জগৎ কি জন্য (অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ এবং মনোনিবৃত্তিদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভের জন্য) সৃষ্ট হইয়াছে।

৫। কেন কৃতা বিশ্ব রচনা—কাহার দ্বারা (জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর শক্তি প্রভাবে) এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

৬। ভূমানুসন্ধান—মনকে অন্তর্ম্মুখীণ করিয়া গভীর ধ্যান সহ ভূমা (অসীম আত্মার) সাক্ষাৎকারের অভ্যাস।

হও ধ্যাননিরত, তুর্য্যাবস্থাগত[১],
কুরু চিৎ-স্বরূপম্ ধারণা[২] রে ॥
শান্তিসিন্ধুজলে, হইবে শীতল,
রাজিবে প্রেম রাজসদনে[৩] রে ;
ভেদ বুদ্ধি যাবে ব্রহ্মস্বরূপ হবে,
রবে না ভাবনা যাতনা রে ॥
গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম,
প্রেম বাতাসে প্রাণ জুড়াবে রে ;
প্রেম-সুধা পানে হ'য়ে মাতোয়ারা,
রবে না তনু মন চেতনা[৪] রে ॥ ৭ ॥

---

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। তুর্য্যাবস্থাগত—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত চতুর্থ অবস্থা ( আত্ম-চৈতন্য স্বরূপে স্থিতি )।

২। কুরু চিৎস্বরূপং ধারণা—জীবের স্বরূপ চিন্মাত্র, দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির অতীত, ইহা নিশ্চয় কর। ( নাহং দেহো চিদাত্মেতি বুদ্ধি র্বিদ্যেতি ভণ্যতে= আমি দেহ নহি, চিদাত্মা—এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই বিদ্যা )।

৩। রাজসদনে—বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ( নিরুদ্ধচিত্তেই ভগবানের কৃপাদৃষ্টিরূপ অপরোক্ষ-জ্ঞান ও পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে )।

৪। রবে না তনু মন চেতনা—আত্মধ্যানে মন নিবিষ্ট হইলে চিন্তাতীত হওয়ায় শরীরাদির জ্ঞান থাকে না।

—oo—

বাউলের সুর।

হরিনাম সুধা পান্ কর মন্।
পাবেনা যম্ যাতনা ভয় রবে না,
হবেরে তোর্ (ও ভোলামন্)
শমন্ দমন্ ॥

যাইতে এক্ দিনের পথে,
পথের্ খরচ্ লওরে হাতে,
যাবে যে দুর্গম্ পথেতে,
করেছ কি (ও ভোলামন্)
তার্ আয়োজন্ ॥

কি বন্ধু কি সুত দারা,
ওরে, আপন্ আপন্ করে যারা,
সঙ্গে না যাবে তারা,
কর্‌বে দেহ-দাহন্ ॥

তাই বলি মন্ মূঢ় তোরে,
ল'য়ে পরিব্রাজকেরে,
শ্রীহরির প্রেম্ সাগরে,
দিন্ থাকিতে (ও ভোলামন্)
হওরে মগন ॥৮॥

—oo—

বাউলের সুর।

( সুর— বল্ মাধাই মধুর স্বরে )

মন্ তোরে আর্ বলবো কি ;
ভাল, এক্‌বার্ যুগল নয়ন্ মেলে দেখ্ দেখি ॥
ওমন্ মায়ার্ কাণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড বুঝে উঠা সাধ্য কি
( ও মন্ যে বুঝেছে সেই মজেছে )।
এর্ আদি অন্ত পায়না ভেবে ব্রহ্মা বিষ্ণু পিনাকী
( দেব দানব্ মানব্ ) ॥
ও মন্, ভবের মেলা ছেলে খেলা জেনেও তা জাননা কি
( গুরুতত্ত্ব[১] জেনে বুঝে নে রে )।
ওরে, দিনেক দুদিন্ জারি জুরী নয়ন্ মুদ্‌লে সব্ ফাঁকি
( সব মায়ার ছায়া ) ॥
ও জীব, কোথায় ছিল কে আনিল তার্ সমাচার্ জান কি
( সে যে চৌদ্দ ভুবন ছাড়া দেশে[২] )।
আবার লোকান্তরে কি হয় পরে উড়ে গেলে প্রাণ পাখী
( তাকি কেউ দেখেছে ) ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। গুরুতত্ত্ব—গুরূপদিষ্ট আত্মা ও অনাত্মার বিচার।

২। চৌদ্দ ভুবন ছাড়া দেশে—অব্যক্ত প্রকৃতিতে ( প্রলয় কালে পুনঃসৃষ্টির পূর্ব্বে চরাচর জগৎ ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতিতে বিলীন থাকে )।

ওরে,কেউ গুরু হয় কেউ বা চেলা কেউ দুখী বা কেউ সুখী
(এ তো লোকাচারের বিচার বটে)।
আবার, কেহ পিতা কেহ পুত্র কেউ সাধু কেউ পাতকী
(অভিমান যে বৃথা)॥

ওরে,আমার্ তোমার্ পর্ আপনার্ মিছা বিচার্ কর কি
(ওরে কেউ কারও নয় সার্ জেনো রে)।
ছাড় মিছা দ্বন্দ্ব এ সম্বন্ধ আস্‌তে যেতে একাকী
(ও জীব্ ভুলো না রে)॥

ও মন্, ধন্য সে জন্ যাঁর এ স্বজন্ ভোজের বাজি সব ফাঁকি
(পরিব্রাজক সেই তো প্রাণের সখা)।
এখন্ আয় দেখি মন্ আমরা দুজন্[১] তাঁর প্রেমে ডুবে থাকি
(দুয়ে একটী হ'য়ে[২])॥ ৯॥

—oo—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। আমরা দুজন—জীবাত্মা ও মন।

২। দুয়ে একটী হ'য়ে—আত্মায় মনের লয় করিয়া।

বাউলের স্বর।

সবে আনন্দে ভাই হরি বল।
বিপদ ভঞ্জন হরি ভকত বৎসল।
(হরি দয়াময় হে)
ভব সিন্ধু পার্ হবার্ অমূল্য সম্বল (হরি)॥

হরি কল্প তরুতলে[১] চল চল চল।
(ও ভাই ত্বরায় ক'রে রে)
কুড়ায়ে পাইবে তথা চতুর্ব্বর্গ ফল (সবে)॥

শোক রোগ দুঃখ তথা নাহি কোলাহল।
(পাপ তাপ আদি নাই)
আনন্দ হিল্লোল তথা বহিছে কেবল (সদা)॥

বিষয়ে বিহ্বল হ'য়ে দিন বয়ে গেল।
(বৃথা গেল গেলরে)
হরি গুণ গেয়ে কর জনম সফল (আজি)॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। হরি কল্পতরুতলে—কল্পতরু বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে পারে না; কিন্তু শ্রীহরির শরণাগত হইলে ধর্ম্মতঃ অর্থলাভ দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় এবং ভগবৎ কৃপায় তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎকারের শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

হরির প্রেমেতে মত্ত ভকত মণ্ডল।
( সাধু যোগী ঋষিগণ )
ছুনয়নে প্রেমধারা বহে অবিরল ( তাঁদের )॥
দেখরে মিলন কিবা বিমলে বিমল।
( কিবা শোভা হয়েছে )
সাধু হৃদ্-কমলে হরির্ চরণ্ কমল ( আহা )॥
সকলই অসার, হরি সুসার কেবল।
( হরি সারাৎসার হে )
পরিব্রাজক বলে সবে মিলে হরি হরি বল
( ও ভাই )॥ ১০॥

—oo—

রাগিণী বিভাষ-আলেয়া—তাল একতালা।

ওমা, এমনি ক'রে হয় কি গো মা ছেলে ভুলাতে।
ছেলে ভুলাতে গো ও মা, মায়ায় ভুলাতে।
বিষয়্ বিষ্ ভোজনে ম'লাম গো মা বিষম্ জ্বালাতে॥
আমার নজর্ বন্ধ[১] ছিল মা তোর্ কুহক্ মালাতে।
এখন্ বুঝিছি মা সব ফাঁকি তোর ভবের মেলাতে॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নজর বন্ধ—মনের বহির্মুখীণ প্রবৃত্তি।

আমার্ চেতন্ গুরু চৈতন্য[১] মন্ত্র বলাতে।
দেখি তোর্ পূর্ণ বিকাশ্ রং মহলের* উপর্ তলাতে†॥
ওমা পাঠাইও না আর্, আমাকে মিছা খেলাতে।
আমায় দে মা ভক্তি মতির মালা পরয়ে গলাতে॥
হ'য়ে মায়ের ছেলে থাক্‌বো আমি মায়ের কোলেতে।
শমন্ দেখে শুনে পথ্ পাবেনা ফিরে পলাতে॥
পরিব্রাজক্ বলে চাও যদি কেউ মাকে দেখিতে।
তবে নিজের ঘরের উল্টা কপাট্ ‡ হবে খুলিতে॥১১॥

—oo—

রাম প্রসাদী স্বর।

রাগিণী জঙলী—তাল খয়রা।

আর কত বুঝাব তোরে।
তুই, পড়্‌লি চিঁড়ের বাইশ ফেরে[২]॥

---

* শরীরের। † সহস্র দল কমলে।

‡ কুল কুণ্ডলিনী দ্বারা অবরুদ্ধ সুষুম্না দ্বার।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। চেতন গুরু চৈতন্য—ব্রহ্মবিদ্ সদ্‌গুরু (গুরু-দেহে প্রকাশিত চৈতন্যই শিষ্যের অধিকারানুরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন)।

২। চিঁড়ের বাইশ ফেরে—তুলাদণ্ডের দুইদিকে দুইটী চিঁড়া রাখিয়া ডান দিকের চিঁড়াটী বাঁদিকে আনিলে দুইটী হইবে; এবং ডান দিকে দুইটী চিঁড়া দিতে হইবে। দ্বিতীয় বারে সেই দুইটী বাঁদিকে আনিয়া ডান দিকে চারিটী চিঁড়া দিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিবারে ২, ৪, ৮ এইরূপে দ্বিগুণ হইবে, এবং বাইশ বারে ৮৩৮৮৬০৬ বা প্রায় এক কোটি হইবে, ওজনেও প্রায় ৭।৮ মণ হইবে। বাইশ ফের শুনিতে বেশী নয় কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে চিঁড়ের সংখ্যা

বিধি নিষেধ দুটো বলদ্
পুষিছিস্ যে যতন্ ক'রে।
কেন, তাদের পিঠে পুণ্য পাপের
ছালা চাপয়ে মরিস্ ঘুরে॥
ও তোর, লাগ্‌লো ধোঁকা ওরে বোকা
স্বর্গ নরকের বিচারে।
হ'য়ে, আপনি * রোজা ভূতের বোঝা †
ব'য়ে মর কিসের তরে॥
করি' আত্মরতি স্বানুভূতি
একবার কেন দেখলি না রে।
ও তোর পুণ্য পাপের আপদ্ বালাই
ঘুচে যেতো একেবারে॥
তুই যে স্বতঃ শুদ্ধ[১] অপাপবিদ্ধ
চিন্‌লিনা যে আপনারে।
পরিব্রাজক বলে তা জানিলে
হয় কি লোকে ভব-ঘুরে[২] ॥১২॥

---

* আত্মা ব্রহ্ম স্বরূপ।

† পঞ্চভূতময় দেহ বা বারম্বার শরীর ধারণ।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

অত্যন্ত বেশী। সেইরূপ সংসারে প্রবৃত্তি প্রথমতঃ সামান্য বোধ হয়, কিন্তু ভালরূপে বুঝিয়া দেখিলে উহাকে অতি বিশাল বলিয়া জানা যাইবে। সংসারে প্রবৃত্তি সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিলে উহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হইবে।

বাউলের সুর। *

গুরু আমার্ নহর † কেটেছে—
তথায় প্রেম্ লহরী বইতেছে[১] ॥
নহরের্ মূল্ হরিদ্বারে ( মূলাধারে ),
ত্রিধারা ‡ বইতেছে জোরে,
ত্রিলোক্ § এক ক'রে—
আবার্ চিৎসলিলে ভয়ঙ্কর্ তায়,
নাম্ রূপের ঢেউ উঠেছে ¶ ॥

---

* সন ১২৮৫ ( ইং ১৮৭৯ ) কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বার দর্শনে বিরচিত।

† সাধন প্রণালী।

‡ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীতে প্রবাহিত শ্বাসময়ী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ধারা।

§ মূলাধারের নিম্ন হইতে পদতল পর্য্যন্ত পাতাল লোক, মূলাধার হইতে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত ভূতময় মর্ত্ত্যলোক, এবং তদুপরি সহস্রারবিন্দ পর্য্যন্ত দেব লোক।

¶ ব্রহ্মের স্বরূপ সত্তায় নামরূপময় জগৎরূপ তরঙ্গ পৃথক্ ভাসিত হইতেছে। জল ও তরঙ্গ এক পদার্থ হইলেও অবিদ্যা দৃষ্টিতে উহা পৃথক্ রূপে প্রতীত হয়।

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

মন্তব্য—"১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১২ নং গানের নিম্নলিখিত সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা ভুলক্রমে ঐ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় নাই, তাহা এইখানে দেওয়া হইল।"

১। স্বতঃশুদ্ধ—আত্মা স্বরূপতঃ নির্ম্মল ও পাপাদি রহিত।

২। ভবঘুরে—পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন।

১। প্রেমলহরী বইতেছে—ভক্তিসহ অভ্যাস করিতে পারিলেই সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

ঐ দেখ কত লোক্ জুটে,

নাবে ব'লে যাচ্চে ছুটে[১], নহরের্ ঘাটে—

তারা ঢেউ * দেখে ভয় পেয়েছে কেউ

সামাল্ সামাল্ কর'তেছে ॥

গুরু বলেন্ ভয় কি তথা, পরিব্রাজক্ ভাবিস্ বৃথা,

শোন্ কাজের্ কথা—

একবার্ ডুব্ দিয়ে দেখ্ ডুব্ জলে[২]

মনের মানুষ্ রতন্ রয়েছে † ॥

চেতন্ জলে[৩] থাক্‌বি ডুবে, আনন্দে প্রাণ্ শীতল্ হবে,

ত্রিতাপ[৪] না রবে—

ও তার্ ধন্য জীবন্ সেই মহাজন্

তথায় যে জন্ ডুবেছে ॥ ১৩ ॥

—oo—

---

* মনোবিলাসময় মায়িক সংসার।

† গুরু দত্ত সাধন-কৌশলে বহির্ম্মুখীণ বৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখীণ, করিতে পারিলে আত্মস্বরূপ পরিলক্ষিত হয়।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নাবে ব'লে যাচ্চে ছুটে—সাধনাভ্যাস করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে।

২। ডুব্ জলে—গভীর ধ্যানে।

৩। চেতন জলে.........আত্মচৈতন্য সত্তায় মন নিমগ্ন থাকিবে।

৪। ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক (মানসিক), আধিদৈবিক ( দাহ, শীত, অতিবাত, অতিবৃষ্টি ও বজ্রপাতাদিজনিত ), ও আধিভৌতিক ( ব্যাঘ্র সর্পাদিজাত ) দুঃখ।

রাগিণী ললিত,—তাল আড়া ঠেকা।

জাগরে নিদ্রিত জীব ঘুমাইবে আরও কত।
চেতন হ'য়ে দেখ চেয়ে শিয়রে কাল সমাগত॥
পেয়েছ মনুষ্য কায়া, ত্যজরে বিষয় মায়া,
ল'য়ে মিথ্যা সুত জায়া, দিনে দিনে দিন গত॥
কুবাসনা পরিহরি, সদা বল হরি হরি,
বহিবে প্রেম লহরী, হৃদে অবিরত।
পূর্ণ হবে সব কামনা, রবেনা আর ভয় ভাবনা,
পরিব্রাজকের রসনা, হরিগুণ গাও সতত॥ ১৪॥

—oo—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

এম্‌নি কি যাবে দিন, (দীনবন্ধুহে!)।
দিনে দিনে দিন্ ফুরালো হয়ে চির পরাধীন॥
বাল্যে মিছা খেলার অধীন, যৌবনে বিষয়ের অধীন,
সংসার মায়ার অধীন, রইলাম যে হে চিরদিন॥
বিষয়েতে হয়ে মত্ত, হারাইলাম পরমার্থ[১],
না বুঝিলাম আত্মতত্ত্ব, বৃথা হ'ল তনু ক্ষীণ।

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। পরমার্থ—সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন বা লক্ষ্য (ভগবৎ কৃপালাভ বা মোক্ষ)

পরিব্রাজকের মিনতি, দেহি মে বিবেক-সুমতি,
অভয় পদে যেন রতি, থাকে দীনের নিশি দিন ॥ ১৫ ॥

—oo—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

এই কি ছিল মনে ( ওরে মন আমার )।
অকূলে আনিয়া তরি ডুবাও কেন মাঝ খানে ॥
দিয়াছিলে বহু আশা, সেই আশায় ভবে আসা,
শেষে কেবল যাওয়া আসা, সার হবে কি এক্ষণে ॥
সাজাইলে তনু-তরী, বলিলে প্রতিজ্ঞা করি,
জ্ঞান-গুরু হবেন কাণ্ডারী, ভয় কি ভব তুফানে।
পাপে তরী হ'লো ভারি, উঠে তাহে কালবারি,
পরিব্রাজক বলে হরি, হরি বল বদনে ॥ ১৬ ॥

—oo—

মধুকানের সুর।

আমি আর কারে ডাকিব, কার চরণে শরণ ল'ব,
দীনে দয়া কে করিবে তুমি বৈ দীন-বান্ধব ॥
দিনে দিনে দিন গত, নিকট দিনমণি-সুত[১],
এখনও মায়াভিভূত, কিরূপেতে ত্রাণ পাব ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। দিনমণিসুত—সূর্য্যতনয় যম।

যে দিন জীবন ফুরাইবে, পরিব্রাজক আর না রবে,
সেই দিনে স্থান দিতে হবে, অভয় চরণে তব ॥১৭॥

—oo—

বাউল কীর্ত্তন।

তরী লেগেছে ঘাটে।
তরাতে জীব ভব-সঙ্কটে[১] ॥
অটল তরণী তায় কাণ্ডারী হরি,
যত পাতকী পার কর্‌তে এবার এনেছেন তরী ;
কর কাঙ্গালে পার, বলে যে এক বার,
অমনি দীনবন্ধু, ভব সিন্ধু, করেন তারে পার ;
পরিব্রাজক বলে ( হরি ব'লে ) ভবের কূলে,
কে যাবি পার আয়রে ছুটে ॥ ১৮ ॥

—oo—

"তরু বল্‌রে বল্" গানের সুর।

তোরে জিজ্ঞাসি তাই তটিনী বল্ গো।
কার ভাবে অচল-বালা[২] তরলা সরল গো!
পিতৃ গৃহ পরিহরি, উথলি আনন্দ-বারি,
লয়ে কার প্রেম-লহরি ত্যজিলে সকল গো ॥

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ভবসঙ্কটে—সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মরূপ ও মৃত্যুরূপ বিপদে।

২। অচলবালা—পর্ব্বতদুহিতা নদী।

দেখি প্রবাহ-বেগে, নৃত্য-আবর্ত্ত যোগে,
মনেরই অনুরাগে, হয়েছ বিহ্বল গো।
বল ওগো কার উদ্দেশে, ভ্রমিতেছ দেশ বিদেশে,
প্রেম জলে ভাসাও শেষে, গ্রাম বনস্থল গো॥
দিয়া বিশুদ্ধ বারি, জীবে শীতল করি,
কার প্রেমে ক্ষেমঙ্করি[১], কর টল মল গো।
গৈরিক বসন পরি, তপস্বিনীর বেশ ধরি,
ভাব-তরঙ্গে তুফান ভারি, বরষার জল গো॥
কভু দেখিগো তোরে, যেন তপস্যা ক'রে,
অতি ক্ষীণ কলেবরে, শুকায়ে বিকল গো।
আবার দেখি ক্ষণে ক্ষণে, কল্লোলের আস্ফালনে,
যেন কার যশোগানে, কর কোলাহল গো॥
কার ভাবে সাধুগণে, তোর তটে যোগাসনে;
ব'সে সমাধি ধ্যানে, ফেলে অশ্রুজল গো।
পরিব্রাজক দাঁড়িয়ে* তটে, বলে মনের মানুষ[২] বটে,
বিরাজে সব ঘটে পটে, অখণ্ড মণ্ডল গো॥ ১৯॥

---

সজ্জন তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ক্ষেমঙ্করি—হে মঙ্গলদায়িনি। * দাঁড়ায়ে
২। মনের মানুষ—বিশুদ্ধ মনের দ্বারা অনুভূত (নিরুদ্ধ চিত্তে প্রকাশিত) ব্রহ্মচৈতন্য।
৩। অখণ্ডমণ্ডল ঘটে পটে—অসীম জগতে সর্ব্বত্র। (পট=বস্ত্র)

## নগর সংকীর্ত্তন।

রূপক।

স্তব ভাবনা ভাবিয়া গেল দিন,
সাধনা তো হ'ল না রে!
এসে ধরণী মণ্ডলে, বদ্ধ মায়া জালে,
বৃথা বিষয় বিকারে॥
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, জীবেরই জীবন ধন,
ভুলে ভববারি কাণ্ডারী দীন দয়াল হরি,
সাধে কেন হও পতন;
ও যাঁর নামে পাতকী তরে, যমযন্ত্রণা হরে,
মন তাঁহারে ভাবনা রে॥

খয়রা।

অনাদি অনন্ত বিশ্ব বিহারী,
যাঁরে ভক্তগণে ভাবে ধ্যানে,
ধ'রে মনুষ্য কায়া ত্যজিয়া মায়া মন,
বল বল সদা হরি হরি॥

পঞ্চম সোয়ারি।

মায়াময় এ সংসার, দারা সুত কেবা কার,
একাকী এসেছ একা যাবেরে,

তবে কেন মানসে, বিরস বিষাদ বশে,
দেহান্তে দেখনা কিবা হবেরে ॥

দশকুশী।

যখন, যাবে এ জীবনমন, কোথায় রবে ধনজন,
তখন কেউ কারও নয়,
সঙ্গে কিছু যাবেনা যাবেনা (সেই নিদান কালে মন)
( এ দিন ফুরাইলে মন ) ॥

লোফা।

তবে কেন মিছা মন, মায়ায় অচেতন,
ভাব সদানন্দে হরি পদ ;
সে যে ভব-পারের অভয়তরী,
পাইবে আনন্দ ধাম ( ও মন ),
যদি এ ভববারিতে চাহরে তরিতে,
কর তবে হরি নাম, রে—

রূপক।

হরি ত্রিজগতের পতি, পরিব্রাজকের গতি,
সঙ্গতি[১] ভব পারে ॥ ২০ ॥

—oo—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। সঙ্গতি—সংস্থান, আশ্রয়।

## নগর সংকীর্ত্তন।

হরি হরি বোল্ বল আনন্দে সকলে মিলে।
হরি নিত্যধন, পতিতপাবন,
হরি দীনবন্ধু, অপার কৃপাসিন্ধু ;
হ'য়ে কর্ণধার, ভবপার করেন দীন কাঙ্গালে ॥
তোমার, সম্পদ বিভব, অনিত্য এ সব,
জান না কি—কেবল হরিনাম শেষের গতি।
গেল রে—মিছে কাজে দিন,
দিন দিন শমন নিকট হইল ;
তোমার, জীবন তো ফুরাল, হরি হরি বল,
তোমায়, বার বার করি এই মিনতি ॥
পার্‌বে না—কণ্ঠরোধ হ'লে, লইতে মধুর হরিনাম,
তাই দিন থাকিতে মন, হও সচেতন,
ভুল না রে—রাখ তাঁর চরণে মতি ॥
হরি নাম সুধা সিন্ধু নীরে,
ডুবিলে পূর্ণেন্দু-প্রেম[১] উদয় হবে রে।

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। পূর্ণেন্দুপ্রেম—পূর্ণচন্দ্র সদৃশ প্রেম ( পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে যেমন বাহ্যজগৎ আলোকিত ও আনন্দময় বোধ হয়, সেইরূপ ভগবৎপ্রেমে ভক্তহৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইয়া হিংসা, দ্বেষ সংসারাসক্তিরূপ-অন্ধকার বিদূরিত করে, এবং এবং ভগবদ্ভাবে হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হয় )।

ও তার আলোর ছটায় জগৎ আলো পুলকিত রে,
(হরি বোল্ বল রে ভাই)
ওসে, সুধাময় সুধাকরে সুধা ক্ষরে রে,
(প্রেম সুধাকরে রে)
ও সেই, সুধাপানে শূলপাণি মৃত্যুঞ্জয়রে[১];
পিয়ে দিবানিশি যোগী ঋষি সুধা রাশিরে
(সে যে শুধুই সুধা রে)
(হরি বোল্ বল রে ভাই)॥
কত যে সাধন ফলে, মানব শরীর পেলে রে;
কর, এই বেলা মন কৃষ্ণ পদ কমল ভাবনা—
(এমন্ দিন হবে না) (ভব ভয় রবে না)॥
ও মন্, তবে কেন আর, ভাবনা তোমার,
একবার বদন ভরে হরি বল;
হরি দীন দেখিয়ে পার করিবেন,
চরণে দিবেন স্থান (হরি) ও মন,
কি ভয় তাহার, রসনা যাহার,

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। সুধাপানে শূলপাণি মৃত্যুঞ্জয়রে—ভগবৎ প্রেম লাভ করিতে পারিলে ভক্তেরও মৃত্যুভয় থাকে না।

করে হরি গুণ গান ( ও মন ) রে—
আজি হে উৎসবে, মিলেছি সবে,
পরিব্রাজক তবে শরণ লই এবে
হরির অভয় চরণ কমলে ॥ ২১ ॥

—oo—

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

কখন কি ভাবে অভয়া উদয় হও মা হৃদয় মাঝে।
চিন্‌তে যে পারি না আমি বিরাজো কখন কি সাজে ॥
কভু অবোধ শিশু বলে, আপনি লও কোলে তুলে,
কভু শত বার ডাকিলে, দেখা দাওনা সময় বুঝে।
কভু হও মা রণকালী, কখন হও বনমালী,
কভু হও ত্রিশূলপাণি, বব বম্ বদনে বাজে ॥
পরিব্রাজক পদানত, মা মা ব'লে কাঁদে কত,
চিদানন্দরূপে[১] আমায়, দেখা দিতে হবে মা যে ॥২২॥

—oo—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। চিদানন্দরূপে—গুণাতীত নিত্য চিন্ময় স্বরূপে ( কালীকৃষ্ণাদি পরব্রহ্মের সগুণরূপে )।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

দীনবন্ধু কৃপা-সিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
হৃদি বৃন্দাবনে[১] কমল-আসনে[২] প্রাণ মন সনে বিহর॥
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাব আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি, তব রূপ মনোহর॥
এই কর হরি দীন দয়াময়,
তুমি আমি যেন দুটী নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ[৩] জলে কর লয়, চিদ্ঘন শ্যাম সুন্দর[৪]॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। হৃদিবৃন্দাবনে—বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে।

২। কমল আসনে—সহস্র কমলে অর্থাৎ মূর্দ্ধাদেশে। এইস্থানে মন স্থির করিলে প্রাণশক্তি সংযত এবং বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধ হয়।

৩। জলের তরঙ্গ—জল হইতে তাহার বিশেষ ভাবতরঙ্গ যেমন অপৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীবরূপ বিশেষ ভাবও অভিন্ন।

৪। চিদ্ঘন শ্যামসুন্দর—যিনি শ্যামসুন্দর কৃষ্ণরূপে উপাসিত হন, তিনি স্বরূপতঃ চিন্ময়।

ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি,
যেন ভাগীরথীর সাগর সঙ্গতি[১],
জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি,
জীব নদী তুমি সাগর॥ ২৩॥

—oo—

বাউলের সুর

(আমার) রূপ সাগরে[২] যাওয়া নাওয়া কঠিন হ'লো।
এবার বা আসা হয় বিফল॥
ভাবি, যাই চুপে চুপে যাই বা কিরূপে,
ছয়* ঘাটে ঘাঁটি বসিল।

---

* ষট্‌চক্র।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ভাগীরথীর সাগর সঙ্গতি—ভক্তিভাবের তন্ময়তায় পরব্রহ্মে (সাগরে) জীবভাবের (ভাগীরথীর) লয়।

"দীনবন্ধু কৃপা-সিন্ধু"—এই সঙ্গীতে ভক্তিভাবের তন্ময়তায় ব্রহ্ম হইতে জীবের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। * * *

২৪ সংখ্যা—এই সঙ্গীতে ষট্‌চক্র ভেদ সহ সাধন প্রণালীর কঠিনতা বর্ণিত হইয়াছে।

২। রূপ-সাগরে—সর্ব্বরূপের আধার পরব্রহ্মসত্তায় (ষট্‌চক্রস্থিত বিবিধ রূপের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারিলে ব্রহ্মের অরূপ সত্তায়—জ্ঞানরূপের সাগরে উপনীত হওয়া যায়)।

নৌকা[১] পড়েছে বিপাকে গো—তে-মহানীর বাঁকে,*
সময় বুঝে তুফান † উঠিল ( ও গো বিষম রোলে )॥
ঘাটে, দলে দলে ‡ একি কত যে কি দেখি,
একই ঘাটে বুঝি দিন ফুরাল।
তথা, ডাকিনীর মেলা[২] গো—বিদ্যুতের খেলা,
গগন ভেদী সব্ ছুটছে আলো (দেখি থেকে থেকে)॥
আমি একাকী যাইতে, এ গহন পথে,
কত যে কি গোল উঠিল।
ঐ যে, ছজনা § বোম্‌বেটে, গো—এলো বিষম ছুটে,
পথের খরচ ¶ সব্ লুটে নিলো
( নটা সিঁদের পথে ** )॥

---

* প্রত্যেক চক্রকে বেষ্টন করিয়া যেখানে যেখানে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না মিলিত হইয়াছে।

† মনের চঞ্চলতা।

‡ ষট্‌কমলের দল।

§ ষড়্‌রিপু।

¶ ধৃতি, উপরতি, তিতিক্ষাদি।

** শরীরের নবদ্বার।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নৌকা—প্রাণায়াম দ্বারা আকৃষ্ট প্রাণবায়ু।

২। ডাকিনীর মেলা—ষট্‌চক্রভেদে বাধা পড়িলে বিভিন্ন চক্রের ভীতিকর বিঘ্ন সমূহ।

এখন, ছ ঘাটের মাশুল[১], করবে যে উশুল,
কোথা থেকে তা দিব বল।
বুঝি তে ফেরা শিকলে,* গো—বাঁধা পড়্‌ব জেলে†
এই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল[২],
(আমার দেহ ছেড়ে)॥
তাই, বলি কুণ্ডলিনী[৩], হইয়া সঙ্গিনী,
গুপ্ত সোজা পথে[৪] ল'য়ে চল।
তথা, কেহ দেখিবে না, গো—চুপে আনা-গোনা[৫],
পরিব্রাজক সেই পথ ধরিল।
(সে ডুব্‌জলের পথে)॥ ২৪॥

—oo—

* সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, গুণ। † মাতৃ-গর্ভ।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ছ ঘাটের মাশুল—প্রাণায়াম দ্বারা ষট্‌চক্র ভেদকালে অসংযত হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকারের অভাবে ও পাপক্ষয়ের জন্য বহুবার জন্ম গ্রহণ।

২। এই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল—বিঘ্নবহুল ষট্‌চক্র ভেদের পথে ভয় পাইয়া মন অন্তরাত্মার শরণাগত হইলে প্রাণশক্তিও মনের সহিত মেরু মধ্য দিয়া অন্তর্ম্মুখে প্রবাহিত হয়।

৩। কুণ্ডলিনী—মূর্দ্ধা হইতে মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে প্রবাহিত জ্ঞান শক্তি।

৪। গুপ্তসোজা পথে—মেরুমধ্য দিয়া অধঃ হইতে উর্দ্ধদেশে জ্ঞান শক্তি প্রবাহের প্রণালী।

৫। চুপে আনাগোনা—গুরুদত্ত মন্ত্রসহ মানস প্রাণায়ামের অভ্যাস। (শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলীর ২১ দোঁহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

( সুর—বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বেরে ল'য়ে কোলে )

সেই পদে পদে পদে মজরে মন দিবানিশি।
যে পদ সম্পদ ভেবে শঙ্কর শ্মশানবাসী॥
মিছা মন ধন জন আদি সুত জায়া—
প্রপঞ্চ পঞ্চের খেলা[১] সব মিথ্যা মনোমায়া,
হ'য়ে চেতন ত্যজরে মন কলুষ বাসনারাশি॥
ভোগানন্দ মায়ানন্দ বৃথানন্দ মতি মন্দ,
মিছা দ্বন্দ্ব কর বন্ধ, বিষয়ানন্দ ;
যোগানন্দে[২] চিদানন্দে, পরমাত্মানন্দে—
পূর্ণানন্দে প্রেমানন্দে, হবে সুখী সদানন্দে,
পরিব্রাজক ব্রহ্মানন্দে নিত্যানন্দ অভিলাষী॥ ২৫॥

—00—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। প্রপঞ্চ পঞ্চের খেলা—চরাচর জগৎ পঞ্চভূতময় সুতরাং অনিত্য।

২। যোগানন্দে...অভিলাষী—চিত্ত নিরোধ দ্বারা আত্মচৈতন্যের ধ্যান করিতে করিতে পরমাত্ম সত্তায় পূর্ণরূপে তন্ময় হইলে ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়, তাঁহাতেই নিত্যসুখ লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম স্বরূপতাই নিত্যানন্দ ( প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম—মহাবাক্য )।

রাগিণী আলেয়া বিভাষ—রূপক।

দিন গেল দীনবন্ধু নাই সময়, নাশ ভবভয়।
এই অধম পাতকী জনে, স্থান দিও শ্রীচরণে,
নিজগুণে হে—
তোমায় যে গুণে গুণমণি সবাই কয়॥
শমন ভয়ে ডরি, ডাকি তোমায় হরি,
তুমি কাঙ্গাল ব'লে, রাখ বিপদ্ কালে;
আমি শুনেছি সাধু মুখে, যে তোমায় একবার ডাকে,
বিপদ বিপাকে—
তুমি অম্‌নি তাকে নাকি দাও অভয়॥
হরিনামের গুণে[১], গেল কত জনে,
ভব-সিন্ধু পারে, যেন গোষ্পদ তরে;
আমি অকৃতী অভাজন, নাহি জানি সাধন,
অধমতারণ—
আমি শুনেছি নামের গুণে মুক্তি হয়॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। হরিনামের গুণে—অবিরত হরিনাম করিতে করিতে ভগবৎ স্মরণে মনের একাগ্রতা হয়, এবং ক্রমে তন্ময়তা আসিলে ভগবানের নিত্য চিন্ময় স্বরূপ বা ধাম লাভ হয় (গীতা ১৫ অঃ) সুতরাং জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া আর সংসারে আসিতে হয় না।

৩

একবার কৃপা করি, দিয়া চরণ তরি,
ভবসিন্ধু বারি, পার কর হরি ;
পরিব্রাজকের তুমিই কেবল, ভবপারের সম্বল,
ভক্তবৎসল হে—
তুমি কাঙ্গালের কাণ্ডারী দীনদয়াময় ॥ ২৬ ॥

—oo—

রাগিণী পিলু—তাল ঢিমা তেতালা।

কত দিন ওরে মন, রবে আর অচেতন,
এ দিন চিরদিন রবেনা।
ধরেছ মিছা দেহ, সদা তাহে সন্দেহ,
নিমেষে পতন তাও কি জাননা ॥
অসার এ সংসার, পুত্রাদি পরিবার,
শেষে সঙ্গে তোমার যাবে না।
ধন আশে মনোল্লাসে, ভ্রমিছ দেশ বিদেশে,
কি হবে সে সব শেষে বলনা ॥
তাই বলি ওরে মন, ত্যজ মান অভিমান,
হিংসাদি তমোগুণ রেখনা ;

পরিব্রাজক শুন, যদি চাও নিত্য ধন,
কর নির্গুণ আত্মভাবনা[১] ॥ ২৭ ॥

—oo—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

জীব মৃগরে, কি আর কর;
সাবধানে এ বনে বিচর।
এ ঘোর গহনে, কুহক-কাননে,
আছে ব্যাধ দণ্ডধর ॥
আছে মায়া-লতা এ বনে বেড়িয়ে,
যে দিকে যাইবে ধরিবে জড়িয়ে,
আসিবে কাল ধেয়ে, মৃত্যুবাণ ল'য়ে,
করিবে সন্ধান শর ॥
ঐ দেখ ভীম দুষ্ট ব্যাধ কাল,
বিষয় বৃক্ষতলে পাতিয়াছে জাল,
বাঁধিবে তোমারে পেলে পরে কাল,
জড়াইবে জালে ঘোর ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নির্গুণ আত্মভাবনা—ত্রিগুণাতীত আত্মচৈতন্যের ধ্যান করিতে করিতে নিত্যধন (ভগবৎ সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ প্রেম) লাভ হয়, তখনই সংসারের সমস্ত পদার্থ অসার বলিয়া নিশ্চয় হয়। হিংসাদি ত্যাগ না করিলে আত্মভাবনার অভ্যাসে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

কেন ভাব পরিব্রাজকের মন,
এ বন হ'তে কর ত্বরায় পলায়ন,
হরির চরণে (মনরে) লহরে শরণ,
মরণে কি ভয় আর[১] ॥ ২৮ ॥

—oo—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

এ ভবসাগরে ওহে হরি,
আমার রহেনা রহেনা তনুতরি ॥
তরঙ্গ তুফানে, শঙ্কিত প্রাণে,
আমায় সঙ্কটে রাখ দীন্‌কাণ্ডারী।
সভয়ে কাতরে ডাকিহে তোমারে,
বুঝি ডুবিবে তরণি পাপে ভারী ॥
ভব পারাবার, অতি সুদুস্তর,
তব শ্রীপদতরী বিনা কিসে তরি।
পরিব্রাজকেরে বল আর কে তারে,
কৃপাসিন্ধু হতে দাও বিন্দুবারি ॥ ২৯ ॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মরণে কি ভয় আর—ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে আর দেহের মৃত্যুতে ভয় হয় না। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত মায়াতেও জড়িত হন না, এবং মৃত্যুরূপ ব্যাধকেও ভয় করেন না।

রামপ্রসাদী সুর।

মন মায়ের নিকটে যাবি[১]।
গিয়া মনের যত সাধ পূরাবি॥
মায়ের অভয় রাঙ্গা চরণ[২] দেখিয়া নয়ন জুড়াবি[৩]।
যদি নাও পূজা পাঠ করিস্[৪] তবু চতুর্ব্বর্গ প'ড়ে পাবি॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সে পায় জলাঞ্জলি দিবি।
পরিব্রাজকের মন এলে শমন সেই চরণ দিয়া
ঠেলিবি[৫] ॥৩০॥

—oo—

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল ঢিমে তেতালা।

মন্ তুই মনেরই মত হ'লিনে।
মানা মান্‌লিনে, মায়া ছাড়্‌লিনে,
ও তুই মান্, অপমান্ ক'রে সমান
মহামায়ায় চিন্‌লিনে॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মায়ের নিকটে যাবি—অন্তরে মাতৃভাবে পরব্রহ্মের উপাসনা।

২। অভয় রাঙ্গা চরণ—অভয়পদ বা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ (রাঙ্গা—আনন্দময়, চরণ-স্বরূপ)।

৩। নয়ন জুড়াবি—মনের অন্তর্ম্মুখী প্রবৃত্তি তৃপ্ত হইবে।

৪। নাও পূজা পাঠ করিস্—বাহ্য পূজাদি না করিলেও অন্তরে ভগবানের স্মরণ করিতে পারিলেই তাঁহার কৃপায় অনায়াসে মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হয়।

৫। সেই চরণ দিয়া ঠেলিবি—ভগবদ্ভক্ত মৃত্যুকে তুচ্ছবোধ করেন।

মায়ায় হ'য়ে অচৈতন্য, শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য ক'রে হ'লি জীর্ণ, মনন্ পূর্ণ কর্‌লিনে—
ভেবে দেখ্‌লিনে, ভাবে[১] ভাব্‌লিনে,
ওরে, সচৈতন্যে শুদ্ধজ্ঞানে[২] সদানন্দ পেলিনে॥
তোরে, কথায় বটে জ্ঞানী দেখি,
কাজে কিন্তু সকল ফাকি,
একবার মনে ভাব্‌লিনা কি, সুখের মুখ কৈ দেখ্‌লিনে;
আত্মরমণে[৩], ও মন মজ্‌লিনে,
পরিব্রাজক বলে দিন গেলে দিন
আর তো ফিরে পাবিনে॥ ৩১॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ভাবে—তন্ময় হইয়া।

২। সচৈতন্যে শুদ্ধজ্ঞানে সদানন্দ পেলিনে—জাগ্রদবস্থায় চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া আত্মার চিৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার দ্বারা আনন্দলাভ করিতে পারিলে না।

৩। আত্মরমণে, ও মন মজ্‌লিনে—আত্মধ্যানে অভ্যস্ত না হইলে সাধনার সুখাস্বাদ পাওয়া যায় না। জ্ঞানের কথামাত্র জানিলেই অন্তরে শান্তি আসে না।

বাউলের সুর।

কি ভুলে রৈলিরে মন ভবে মানব জনম লয়ে।
ও তোর, দিনে দিনে দিন ফুরালো মায়াতে মোহিত হ'য়ে
যে জন্য জনম নিলি[১], ভুলিলি তাও এই সময়ে।
এমন, মানব জনম বিফল হ'লো ম'জে বিষময় বিষয়ে
( হরি ভজলিনারে )॥
পেয়েছিস মানব (দুর্লভ) দেহ, বলি তোরে তাই বিনয়ে।
ও মন, এই বেলা নে আর পাবিনে,
কায কর দিন গেল ব'য়ে ( হরি হরি বল )॥
মায়াপাশ ছেদ কর রে, বিবেক বৈরাগ্যোদয়ে[২]।

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। যে জন্য জনম নিলি—আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া এবং ভগবৎ প্রেমের নিত্যসুখ আস্বাদন করাই মানব জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য।

২। বিবেক বৈরাগ্যোদয়ে—বিবেক দ্বারাই (একমাত্র আত্মাই নিত্য ও সত্য, আর সমস্তই অনিত্য ও তুচ্ছ শাস্ত্রীয় যুক্তিসহ এই বিচারেই) বৈরাগ্যের উদয় হইলে মায়াজনিত সংসারাসক্তি নষ্ট হয়। সাধুসঙ্গে থাকিলে বিবেক বিচারের বিকাশ হয়, এবং হরিনাম ( ইষ্টনাম জপ ) সর্ব্বদা করিলেও মনের মলিনতা নষ্ট হইয়া ভগবন্নিষ্ঠার উদয় হয়।

সদা সাধুসঙ্গে রঙ্গে থাক, কি ভয় আর তপন-তনয়ে
(যথা সবাই সুখী ॥)
পরিব্রাজক গুরুচরণ একান্তে ধর হৃদয়ে।
সদা চিদাত্মা চৈতন্যরূপে কর রমণ মনোবিলয়ে[১]
( সে ত্রিগুণাতীত ) ॥ ৩২ ॥

—oo—

বাউলের সুর।

মন হ'লোনা মনের মত।
আমার মন আমার হ'য়ে,
হয় ছ জনের * ( আপন ভেবে ) অনুগত ॥
নাহি শুনে সুমন্ত্রণা, ও সে, কিছুতেই না মানে মানা,
নয়ন মুদে হয় যে কাণা,
কুপথে সে ( সুপথ ভুলে ) যায় সতত ॥
সদা পথিকের বেশে, ভ্রমিছে দেশ বিদেশে,
আপনার ঘরে † ব'সে, থাক্‌তে অসম্মত—

---

* ষড়রিপু। † হৃৎকন্দরে।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। কর রমণ মনোবিলয়ে—গুরূপদেশানুসারে মনকে আত্মচৈতন্যে নিরুদ্ধ করিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে ত্রিগুণাতীত ( বিষয়ানন্দ হইতে ভিন্ন ) আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের শান্তি সুখ পাইবে।

ওরে আনন্দ-নিকেতন সে যে, তথা আনন্দপুরুষ বিরাজে,
ঘর থাকিতে বাবুই ভেজে[১],
দুঃখের কথা ( হায়গো আমার ) বল্‌বো কত ॥
দুঃখের কথা ব'ল্‌বো কারে, জলে মীন পিপাসায় মরে,
আনন্দসরোবরে, বয় আনন্দ স্রোত—
পরিব্রাজক বলে কাণা, একবার ব'সে ঘরের খবর নেনা[২],
ঘুচিবে তোর আনা গোনা, *
রবেনা দুঃখ ( ও ভোলামন ) আছে যত ॥ ৩৩ ॥

—oo—

বাউলের সুর।

বল্‌নারে মন হরি হরি।
কাজে করিস্‌ না হেলা গেল বেলা
( মনরে ভোলা ) নাই কো দেরী ॥

---

* জন্মমরণ।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ঘর থাকিতে বাবুই ভেজে—বাবুইপাখী বৃষ্টির সময় বাসার বাহিরে থাকিয়া কষ্ট পায়। মানুষও দেহের অন্তরে নিজ আনন্দ স্বরূপের অনুসন্ধান না করিয়া বাহিরে বৃথা চিন্তায় ও সুখের আশায় কষ্ট পাইয়া থাকে।

২। ব'সে ঘরের খবর নে না—সহস্র কমলে মন স্থির করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি ও বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রকাশিত চিদাত্মার ধ্যানে নিরত হও। (গীতা ৩ অধ্যায়, ৪২)।

ভোলা মন তুই ভবের হাটে,
ওরে ম'র্‌লি ভূতের বেগার* খেটে,
ছজনের সঙ্গে জুটে,
হাটে মামা ( ও ভোলা মন ) হারাইলি[১] ॥
ভবের বাজারে এসে, সারা দিন রৈলি ব'সে,
একবার হিসাব ক'সে, দেখ্‌রে আনাড়ী—
ও তোর, সঙ্গে জিনিষ † যত ছিল,
তাতো, ভোলা ‡ দিতে সব ফুরালো
ব্যাপার তুই কর্‌লি ভাল,
ঠ'কে গেলি ( ভবের হাটে ) মন ব্যাপারী ॥
প্রচণ্ড সংসার স্রোতে, পার হ'বি কি রূপেতে,
গেলে তুই শুধু হাতে, কে দিবে পার করি—
তাই, পরিব্রাজক বলি তোরে, যদি বিনা মূল্যে যাবি পারে[২],
ডাক্‌রে হরি হরি ব'লে,
পাবি তবে ( দীনবন্ধুর ) চরণতরি ॥ ৩৪ ॥

---

* সংসারের সেবা। † জ্ঞান বিবেকাদি। ‡ লোক রঞ্জন করিতে।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। হাটে মামা হারাইলি—হাটের গোলমালে মামাকে হারাইয়া যেমন অবোধ বালক বাড়ী যাইতে পারে না, সেইরূপ সংসারের ছয় রিপুর বশীভূত হইয়া জীব অন্তরাত্মাকে হারাইয়া নিজস্থান্ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে পারে না।

২। বিনামূল্যে যাবি পারে—হরিনাম অমূল্য, এইজন্য হরিনাম সাধন করিতে পারিলে ভগবৎ কৃপালাভের জন্য আর অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই।

## বাউলের সুর।

(সুর—বল্ মাধাই মধুর স্বরে)।

এই বেলা মন দেখ্ চেয়ে।
বিষয় সার ভেবে দিন্ যায় মিছা কাযে ব'য়ে॥
এমন, মানব-কায়া পেয়ে মায়া কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে
(ও মন দিন গেলে, দিন পাবিনা রে)।
ওরে গোলক ধাঁধায় প'ড়্লি বাঁধা[১] পরিবার আদি লয়ে
(মিছা)॥
ওরে, কায কিরে তোর বিষয় পদে জঞ্জাল জাল জড়ায়ে।
(গুটী পোকার মত পড়লি বাঁধা)
তোর, সুখে থাক্তে ভূতে কিলোয় ভুলিস্‌নারে বিষয়ে
(বৃথা)॥

---

### সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। গোলক ধাঁধায় পড়্লি বাঁধা—প্রাচীরাদিদ্বারা আবদ্ধ বিভিন্নমুখে প্রসারিত ও সম্মিলিত জটিল পথ বিশিষ্ট স্থানকে গোলক ধাঁধা বলে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য না করিলে সহজে বাহিরে আসা যায় না। আত্মীয় পরিবারাদি সহ সংসারে প্রবেশ কালেও বিবেক বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্যজীবনে ভগবদ্দর্শনরূপ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিলে সংসার গোলক ধাঁধার মধ্যেই মন ঘুরিতে থাকে, সংসারের চিন্তা হইতে বাহির হইয়া ভগবৎ স্মরণের শান্তি পায় না।

হ'য়ে, মায়ায় মত্ত অহং-তত্ত্ব ভাব্‌লিনা ভাব জ্ঞান পেয়ে
( গুরু সাধন কেন সাধ্‌লি নারে )।
তখন, মর্‌বি ভয়ে যখন ল'য়ে যাবে শমনালয়ে (ভীষণ)॥
ওরে, কুবাসনা কুমন্ত্রণা রেখনা আর্ হৃদয়ে
(মনের ময়লা মাটী ধুয়ে নে রে)।
হ'লে বিবেক-বুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি কি ভয় তপনতনয়ে॥
ছেড়ে খুটী নাটী হ'য়ে খাটী[১] ভাব্ দেখি মন চিন্ময়ে,[২]
( প্রেমের ডুব সাগরে ডুবে যারে )।
পরিব্রাজক বলে পরম পদ পাবি চরম সময়ে
(ও জীব)॥ ৩৫ ॥

—oo—

বাউলের স্থর। তাল গড় খেমটা।
( স্থর—আমি কেমন ক'রে কর্‌বো বল শক্তিসাধনা )।
মায়াতে মোহিত হ'য়ে কর কি বিচার ( ও মন )।
তুমি বা কার কেবা তোমার ভাবনা একবার॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ছেড়ে খুটীনাটী হয়ে খাটী—সাংসারিক ক্ষুদ্র কামাদি ত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম হৃদয়।

২। ভাব দেখি মন চিন্ময়ে—ভক্তিসহ ভগবদ্ভাবে মন নিবিষ্ট করিয়া চিদাত্মার ধ্যান কর।

এ পর আর সে আপন, বৃথা দ্বন্দ্ব কর মন,
পথের পরিচয় যেন, সম্বন্ধ সবার ( ওমন ) ॥
একাকী এসেছ ভবে, আবার একা চলে যাবে,
তখন কেবা কোথা রবে, সব ফক্কিকার ( শেষে ) ॥
ভবলীলা নটের খেলা, ভেঙ্গে দাও আর নাই কো বেলা,
ধুয়ে ত্বরায় মনের মলা, কর আপ্তসার[১] ( ও মন ) ॥
পরিব্রাজক শুন বাণী, কাজ কি ক'রে জানাজানি,
ঘরের ভিতর হ'চ্ছে ধ্বনি[২], আনন্দ হুঙ্কার ॥ ৩৬ ॥

—oo—

## কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

নামামৃত পান সবে কর ভাই—(হরি)
এমন্ নাম্ কখনও শুনি নাই ॥

---

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। কর আপ্তসার—আত্মরক্ষায় সতর্ক হও ( আপ্তসার-মন্ত্রাদি দ্বারা রোঝার নিজ জীবন রক্ষায় যত্ন )।

২। ভিতর ঘরে হ'চ্ছে ধ্বনি—অন্তরের অনাহত ধ্বনি ( মন অন্তরস্থ সূক্ষ্মধ্বনিতে নিবিষ্ট হইলে শীঘ্রই আত্মচৈতন্যে আকৃষ্ট হয়। এই জন্য অনাহত ধ্বনি ব্রহ্মমন্দিরের নহবৎ বলিয়া কথিত হয়।) ( ৭২, ৭৬, ৭৮, ৮৩ সঙ্গীতে দ্রষ্টব্য। )

হরি নাম যে করে সার, ভবে ভাব্‌না কি বা তার,
নামে যায় মহাপাপ রোগ শোক তাপ সংসার-বিকার ;—
নামে জগাই মাধাই তরে দুভাই
নাম শুনায় গৌরনিতাই ॥ (হরি)

ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান ;—
নামে গরল অমৃত হ'ল প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই ॥
যত যোগ যাগের সাধন, দেখ জপ তপ আরাধন,
ও সব্ নাম্ সাগরের অগাধ জলের বুদ্‌বুদ[১] যেমন ;—
হরি নাম সাগরে মগ্ন যে জন[২]
তার কি সাধন আরও চাই ॥

---

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নামসাগরের অগাধজলের বুদ্ বুদ—সর্ব্বদা ভগবানের নাম স্মরণের তুলনায় যোগযাগাদি দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে হইলে অত্যল্প মাত্রই ফল লাভ হইয়া থাকে।

২। নামসাগরে মগ্ন যে জন—ভক্ত হরিদাসাদির ন্যায় যাঁহার মন দিবানিশি নামসাধনে নিবিষ্ট, ভগবদ্ভক্তি লাভে তাঁহার আর অন্যকোনও সাধনার আবশ্যকতা নাই।

পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত্ বিচার,
নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার ;—
তুলে নামের নিশান নাম কর গান, হরিবোল বল সবাই।
(হরি) ॥ ৩৭ ॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

মন্ কেন তুই ভাবিস্ মিছে।
ও মন্ যার মা আনন্দময়ী নিরানন্দ তার কি আছে ? ॥
ও মন্, পাঁচ পীরের * পূজারি হয়ে
পড়িছিস্ তুই বিষম্ প্যাঁচে—
ও তুই "আমি" "আমার" এই দুটো ছাড়
তোর সকল দুঃখ যাবে ঘুচে ॥
জন্ম মরণ পিশাচ দুজন
লেগেছে তোর আগে পিছে—
ও তুই ছেড়ে বিরাম হ আত্মারাম[১]
ভূত থাকে কি রামের কাছে ॥

---

* পঞ্চভূতময় দেহের সেবক।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ছেড়ে বিরাম হ আত্মারাম—অবিরত নিজ অন্তরস্থ রামকে (আত্ম-চৈতন্যকে) স্মরণ কর, তাহা হইলেই জন্মমরণরূপ ভূতের ভয় দূর হইবে। আত্মার চিৎস্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হইলে আর জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয় না।

তুই ঘুমের ঘোরে[১] ঘুরে বেড়াস্
দৃষ্টি নাই তোর উপর নীচে[২]—
দেখ্ তল তলাতল উপর তলের
কমলে * কে বিরাজিছে[৩] ॥
রং-মহলে ঐ কমলে
মার কোলে যে ঘুমায়েছে[৪]—
পরিব্রাজক বলে চিরকালের
কালের[৫] ঘুম তার ভেঙ্গে গেছে ॥ ৩৮ ॥

—oo—

* সহস্র দল।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ঘুমের ঘোরে—সংসার-মোহে আচ্ছন্ন হইয়া।

২। উপর-নীচে—মেরুমূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত। ইহাই আত্মানুসন্ধানের জন্য মনকে অন্তর্ম্মুখীণ করিবার সুগম পথ।

৩। কে বিরাজিছে—সহস্র-কমলে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ব্রহ্মের নির্গুণ চিদ্রূপ প্রকাশিত হয়। এই জন্য ভঙ্গীক্রমে সহস্রকমলই পরব্রহ্মের স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৪। মা'র কোলে যে ঘুমায়েছে—মাতৃভাবে উপাসনা দ্বারা যাহার মন ব্রহ্মের নিত্যচৈতন্যস্বরূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়াছে।

৫। চিরকালের কালের ঘুম···ভেঙ্গে গেছে—তাহার জন্ম জন্মান্তরের অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (কালের ঘুম, অর্থাৎ নিজ চিৎস্বরূপের অজ্ঞানতাই, জীবের বারংবার জন্ম মৃত্যুর কারণ)।

## বাউলের সুর।

( সুর—বল্ মাধাই মধুর স্বরে )

মন্ করিস্‌নে গণ্ডগোল—
একবার মিট্‌য়ে সন্দ মনের দ্বন্দ্ব আনন্দে বল্ হরি বোল্ ॥
ওরে, পাঁচ * হাওয়া পাঁচ† ছাওয়া ঘরে
পাঁচ ভূতে ‡ তুলেছে রোল ;—
যদি পাঁচ পাঁচে পঁচিশের মানুষ §
দেখ্‌বি তবে দুয়ার খোল্[১] ॥
ছেড়ে খুঁটী নাটী ময়লা মাটি[২] মন্‌টা খাটি ক'রে তোল্;—
দেখ্ পাঁচ পথে ¶ এক রঙ্গের মানুষ[৩]
ক'র্‌তেছে লীলা কেবল ॥

---

* পঞ্চ প্রাণ। † পঞ্চ তন্মাত্র। ‡ পঞ্চ ভূত।
§ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত ( পঞ্চবিংশ ) আত্মা।
¶ পঞ্চ উপাসনা মার্গ।

### সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। দুয়ার খোল—মনকে অন্তর্ম্মুখীণ কর।

২। খুঁটী নাটী ময়লা মাটি—সাম্প্রদায়িক বিধি, নিষেধ, নিন্দা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি।

৩। এক রঙ্গের মানুষ—একই আত্মা। ( আত্মায় স্ত্রী, পুরুষ, মনুষ্য পশ্বাদির ভেদ নাই )।

ওরে, কালো ধলো যত বল পুরুষ মেয়ে সেই সকল ;—
যেমন, নানা বুলি বাজায় ঢুলী বাজে কিন্তু একই ঢোল ॥
ওরে, পাঁচ ঘাটে এক গঙ্গা বটে
ঠারে ঠোরে বোঝ্ পাগল ;—
পরিব্রাজক বলে পাঁচ রূপে এক[1],
আলো করে রং-মহল[2] ॥ ৩৯ ॥

—oo—

## নীতি-সঙ্গীত।

### রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

তুমি ধন্য, তুমি পূর্ণ, তুমি পুণ্যরূপ হে।
তোমারই প্রতাপে চলে চরাচর, তুমি ত্রিভুবন ভূপ হে ॥
আমরা অবোধ বালক যত,আসিয়াছি শুনি তব সদাব্রত,
সাধু জ্ঞানিগণে গায় হে সতত, মহিমা যে অপরূপ হে ॥

---

### সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। পাঁচরূপে এক—একই সগুণ ব্রহ্ম পঞ্চদেবতারূপে প্রকাশিত।

২। আলো করে রং মহল—একমাত্র পরব্রহ্মের জ্ঞানরূপ আলোকেই জীবদেহ ( রং মহল ) চৈতন্যময় হয়।

করযোড়ে তাই করিছে ভিক্ষা, গুরুরূপে দেও সুনীতি শিক্ষা,
ভারতীয় ভাবে দেও হে দীক্ষা, রক্ষাং কুরু চিদ্রূপ হে ॥৪০॥

—oo—

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।

কোলে লও ভারত মাতা শিশু পুত্রগণে গো।
আর্য্যগণের প্রসূতি! প্রণমি চরণে গো॥
কত যে মহিমা তব, বিভব আর কত কব,
করযোড়ে করে স্তব, সর্ব্বদেশী জনে গো॥
পান করি তব স্তন্য, ত্রিজগতে হব মান্য,
জীবন করিব ধন্য, নীতি ধর্ম্ম জ্ঞানে গো॥
তোমারই ঐশ্বর্য্য ল'য়ে, তোমারই মঙ্গল গেয়ে,
তোমারই সেবক হ'য়ে, ভ্রমিব ভুবনে গো॥ ৪১॥

—oo—

# কাশীবাস সময়ে বিরচিত ॥

## ( খ )

## কাশী ।

### মৃত্যু ও মুক্তি সংবাদ ।

( সুর—বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের )

এই তো কাশী শিবের অবিমুক্ত পুরী[১] ।
অবিমুক্ত পুরী ত্রিপুরারি শূলীর্ ত্রিশূলের উপরি ॥
মৃত্যু বলে, আমার্ নিবাস্ বিষম্ যম লোকে ।
মুক্তি বলে, কাশী পুরী আমায় নিয়ে থাকে,
যাহা নাই ত্রিলোকে ॥
মৃত্যু বলে, আমার্ রাজায় সবে করে ভয় ।
মুক্তি বলে, কাশীর রাজা স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়,
তথা যমের কি ভয় ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা ।

১। অবিমুক্ত পুরী—কাশীক্ষেত্র প্রলয় কালেও শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা হইতে বিমুক্ত (বিযুক্ত) হয় না, অর্থাৎ তাঁহারা উভয়ে এই ক্ষেত্রকে প্রলয়কালেও পরিত্যাগ করেন না, এইজন্য কাশীর নাম অবিমুক্ত পুরী—(কাশীখণ্ড ২৬ অধ্যায়) ।

মৃত্যু বলে, আমার্ রাজা পাপীর দণ্ডদাতা।
মুক্তি বলে, আমার্ কাছে বলিস্‌নে ও কথা,
কাশী মুক্তিমাতা॥
মৃত্যু বলে, পাপীর্ তরে জ্বল্‌ছে নরক্ অতি।
মুক্তি বলে, পাপী জনের কাশীতে সদ্গতি,
নাহি ভাবনা ভীতি॥
মৃত্যু বলে, যমদূতগণ দণ্ড পাশপাণি।
মুক্তি বলে, শুনিলে কাল-ভৈরবের ধ্বনি,
পলায় সব অমনি॥
মৃত্যু বলে, পাপ ছাড়া জীব কোথাও নাহি পাই।
মুক্তি বলে, কাশীর ভিতর পাপ যাবার যো নাই,
প্রহরী ভৈরব তাই॥
মৃত্যু বলে, সর্ব্বত্র যায় যমদূত যারা।
মুক্তি বলে, চৌষট্টি যোগিনী পাহারা,
কাশী জগৎ ছাড়া॥
মৃত্যু বলে, সবার কর্ত্তা আমাদের রাজা।
মুক্তি বলে, কাশীবাসী খাশমহলের প্রজা
শ্মশানবাসী রাজা॥
মৃত্যু বলে, যমপুরী কেমন ভীষণ।
মুক্তি বলে, আমার কাশী আনন্দ-কানন,
সে যে মুক্তি ভবন॥

মৃত্যু বলে, দুষ্ট লোকে কষ্ট পায় শুনি।
মুক্তি বলে, অন্নপূর্ণা কাশীর জননী,
অন্ন দেন আপনি॥

মৃত্যু বলে, পাপ করিলে বাঁচে কি কেউ কোথা।
মুক্তি বলে, মৃত্যুঞ্জয় তারক মন্ত্র দাতা,
আমি অনুগতা॥

মৃত্যু বলে, কে উনি ঐ দেখিলে ভয় হয়।
মুক্তি বলে, পলাও উনি স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়,
সদা আনন্দময়॥

পরিব্রাজক বলে, মরণ মুক্তির মিটিল সংশয়।
সবে বল কাশী অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের জয়,
মরণে আর কিবা ভয়॥ ৪২॥

—oo—

রাগিণী আলেয়া বিভাষ—তাল একতালা।

এই কি মা তোর অন্নপূর্ণা নামের মহিমা (ওগো)।
নামের মহিমা গো কাশীধামের মহিমা ;
আমি ক্ষুধানলে ম'লাম্ জ্বলে দেখ্‌লিনা গো মা॥
আমার ভবের ক্ষুধা[১] মিট্‌য়ে দে মা চেতন্-প্রতিমা[২]।
দীনে দয়া ক'রে মুছয়ে দে ঘোর মনের কালিমা॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ভবের ক্ষুধা—কামনা। (ইহাই জন্মের কারণ)।
২। চেতন-প্রতিমা—চিন্ময়ী।

ও শিব ভিক্ষা করে মা তোর দ্বারে কণ্ঠনীলিমা।
তাঁরে অষ্ট সিদ্ধি ঝুলি ভ'রে সব কি দিলি মা॥
আমি কাঙ্গাল্ হ'লেও ঋদ্ধি সিদ্ধি চাইনা গো উমা।
পরিব্রাজক বলে ভিক্ষা কেবল চরণ দুটি মা[১] ॥৪৩॥

—oo—

## পাপ ও পুণ্যের বিবাদ।

( সুর—বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। )

পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোক সমাজে।
লোক্‌সমাজে লোক্‌সমাজে বিশ্বমাঝে লোক্‌সমাজে॥
পাপ বলে আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে।
পুণ্য বলে রাজ্য আমার সাধু হৃদ্‌নগরে,
পাপ যেতে নারে॥

পাপ বলে আমার ডঙ্কা বাজিছে সঘনে।
পুণ্য বলে সে শঙ্কা নাই ভক্তের ভবনে,
হরিনামের গুণে॥

পাপ বলে হর্ত্তা কর্ত্তা আমি বিশ্ব মাঝে।
পুণ্য বলে ও কথা কি আমার কাছে সাজে,
বৃথা গর্ব্ব এ যে॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। চরণদুটি মা—মা তোমাকে।

পাপ বলে আমায় পূজে বাল বৃদ্ধ নারী।
পুণ্য বলে হৃদয়ে যার গোলোক বিহারী,
তথায় মান্ আমারি॥
পাপ বলে রাখি আমি জীব সকলে সুখে।
পুণ্য বলে দুদিন বাদে শোকে তাপে দুখে,
পড়ে ঘোর নরকে॥
পাপ বলে মহামোহ আমার সেনাপতি।
পুণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার গতি,
যিনি ত্রিলোকপতি॥
পাপ বলে কুবাসনা আমার সঙ্গিনী।
পুণ্য বলে সুমতি হন্ আমার জননী,
পতিত পাবনী॥
পাপ বলে রতি হিংসা, নিন্দা ভাল বাসি।
পুণ্য বলে আমার ভক্ত নয় তাদের প্রয়াসী,
তারা নয় তামসী॥
পাপ বলে আমার ভক্ত ধন্য ইহলোকে।
পুণ্য বলে সাধু সুখে চিরদিন থাকে,
ইহ পরলোকে॥
পাপ বলে আমার প্রজার সংখ্যা সীমা নাই।
পুণ্য বলে নরক রাশি এত অধিক তাই,
পাপীর ভোগ করা চাই॥

পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে।
পুণ্য বলে তোমার দণ্ড হইবে যাঁর কাছে,
সময় আসিতেছে ॥
পাপ বলে থাকিবনা তবে আর এখানে।
পুণ্য বলে এই বেলা যাও অম্নি মানে মানে,
আমার কথা শুনে ॥
মিটে গেল পাপ পুণ্যের বিবাদ বালাই।
পরিব্রাজক বলে হরি, হরি, হরি বল ভাই।
সুখে থাক্‌বে সদাই ॥ ৪৪ ॥

—oo—

বাউলের সুর। তাল গড়খেম্‌টা।

## কাশিবাসী ভক্তের প্রতি অন্নপূর্ণার আশ্বাসবাণী।

( সুর—কেমন ক'রে ক'রবো বল শক্তিসাধনা )।

মা-আমি থাকিতে মিছে কিসের ভাবনা (ও তোর)।
ও তোর অন্তরে থাকি তবু চিনেও চিন্‌লিনা[১] ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। অন্তরে থাকি তবু চিনেও চিন্‌লি না—চিন্ময়ী মা অন্তরে চৈতন্যরূপে নিত্যবিদ্যমান অছেন, ইহা শাস্ত্রে ও সাধুমুখে শুনিয়াও মনের বহির্ম্মুখতা বশতঃ মনুষ্য তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না।

কাঁদিয়া যেজন্ আমাকে, কাতরে মা বলে ডাকে,
অমনি কোলে লয়ে তাকে, করি সান্ত্বনা (আমি)।
নাশিতে পাতক রাশি, জগৎছাড়া স্বর্ণ কাশী,
কৈলাস ধাম্ ছেড়ে আসি, করি রচনা॥
অন্নপূর্ণা আমি যথা, স্বয়ং শম্ভু মন্ত্রদাতা,
সে আনন্দ ধামে-কোথা, যম যাতনা।
পরিব্রাজক তাই তো বলে, কাশী আসে জীব সকলে,
মরণে শিবত্ব মিলে, তপস্যা বিনা॥ ৪৫॥

—oo—

রাগিণী বিভাষ-আলেয়া—তাল একতালা।

অল্পে পাওয়া যায় না তাকি জানি না গো মা (তোমায়)।
জানিনা কি তা আমি মা বুঝি না কি মা—
তবু মা মা ব'লে না ডাকিলে প্রাণ যে বুঝে না॥
বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু ওপদ্ করে আরাধনা।
আবার, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বায়ু গায় যে মহিমা॥
ওপদ, মুনি ঋষি যোগে বসি করে ভাবনা।
তারা, পায়না মা খোঁজ চরণসরোজ দুটীর যে সীমা॥
আমি এত জেনেও মা মা ব'লে ডাক্‌তে ছাড়িনা।
আমার মা বিনা আর ত্রিসংসারে কেউ যে নাহি মা॥

পরিব্রাজক বলে মায়ের ছেলে আমি যে উমা।
দেখি কত কাল আর ছেলে ফেলে থাক্‌তে পারে মা ॥৪৬॥

—oo—

বাউলের স্থর।

( "জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে গৌর হয়েছে" )

স্বপনে[১], মন্ যে কেমন মানুষ রতন দেখিয়াছে।
সে যে, অধর মানুষ দেয় না ধরা
ধরিতে মন হার মেনেছে ॥
হাওয়ায়* আসে হাওয়ায় বসে, হাওয়ায় মজে আপন রসে
হাওয়ার মাঝে লুকায়ে সে, বিরাজিছে।—
তারে ধরে ধরে ধর্‌তে নারে[২] মন আমার পাগলহয়েছে॥

---

* শ্বাসপ্রশ্বাস।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। স্বপনে—ধ্যানে ( যোগবাশিষ্টে উক্ত জ্ঞানের চতুর্থ ভূমিকা "সত্ত্বাপত্তি" স্বপ্নাবস্থার সমান। এই ভূমিকাতেই চিদাত্মার বিকাশ হইতে থাকে। বিশেষ বিবরণ গীতা ৩ অঃ। ১৮ শ্লোকের সন্দীপনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। )

২। তারে ধরে ধরে ধরতে নারে—চতুর্থভূমিকায় আত্মবিকাশ অধিক কাল স্থায়ী হয় না। এক একবার তন্ময়তা হইতে থাকে। তাহাতে মনের সংসারাসক্তি শিথিল হইয়া যায়।

দূর হ'তে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে,
অপরূপ হেঁসে হেঁসে, ডাকিতেছে।
যে তার ডাক্ শুনেছে সেই মজেছে,
আপনায় সে হারায়েছে ॥
সে মানুষ ধ'র্‌বে বলে, গেল সব বনে চলে,
তেতলায়* পবন তুলে, ব'সে আছে।—
তবু না পেয়ে তত্ত্ব তাদের চিত্ত
ভেবে ভেবে মারা † গেছে॥
মন তুমি ভাব বৃথা, সে তো নয় কথার কথা,
কলে বলে[১] কে কোথা তাঁয় পাইয়াছে—
পরিব্রাজক বলে প্রেম বিনা সে
কার কাছে ধরা দিয়েছে ॥ ৪৭ ॥

—oo—

---

* ব্রহ্মরন্ধ্রে।

† নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মনের নাশ হইয়া যায়।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। কলেবলে—আজকালের প্রচলিত কৃত্রিম উপায়ে আত্মদর্শন বা ভগবদ্ প্রেমলাভ হয় না।

বাউলের সুর—তাল খেমটা।

আপন যুতে* না পাক্‌লে কি গাছ পাকা ফল † হয়।
তাতে হয় না মেওয়া ‡ রে—মিষ্ট রোওয়া §
কথার হাওয়ায় জানা যায়॥
রং ধরা ফল দেখ্‌লে জানা যায়,
সে ফল[১] আপনি পাকে আপনি পড়ে জগৎকে মাতায়—
সে ফল গাছ পাকা হ'রতকীর মত
দেবলোকেতে লয়ে যায়॥
বরং সে ফল দেখ টীপ দিয়ে[২],
কিছু হয় না মজা কাঁচা এঁচোড় কিল্‌য়ে পাকাইলে[৩]—

---

* স্বভাব সিদ্ধ সাধনে। † প্রকৃত ভক্ত।
‡ প্রেম। § মধুর রস।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। সে ফল...লয়ে যায়—প্রকৃত ভক্ত সর্ব্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকেন, তাঁহার হৃদয়ে সংসারবাসনা থাকে না, এবং তাঁহার সঙ্গে অন্যেও সংসার ভুলিয়া ভগবানের শরণাগত হয়।

২। টীপ দিয়ে—নির্য্যাতিত হইয়াও ভক্ত ভগবানের শরণাগতই থাকেন।

৩। কাঁচা এঁচোড় কিল্‌য়ে পাকাইলে—ভগবৎশরণাগত না হইয়া ভক্তির ভাণ করিলে প্রেমের মধুরতা পাওয়া যায় না।

সে ফল যোগে যাগে* পাকে বটে, মিষ্ট কিছু তেমন নয়॥
পরিব্রাজক বলে ভাই সাধু,
ঐ রং চোরা ফল[১]-রসে ভরা খেতে তো স্বাদু[২],
ও তার জন্ম সফল[৩] পায় যে সে ফল,
ভাগ্য যদি হয় উদয় ॥ ৪৮ ॥

—oc—

রাগিণী দেশমিশ্র—তাল একতালা।

( সুর—কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী )

মা তব চারু চরণ দুর্গে! দেহি ত্রিলোক তারা।
ভাবনা-ভয়হারিণী সাধক নয়নতারা ॥
ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং জননী ॥
দীনজননী দাক্ষায়ণী পরিব্রাজক তারিণী,
কর মা দয়া দয়াময়ী মায়া কৃপয়া রূপধারিণী—

---

* অষ্টাঙ্গ যোগ বা যাগযজ্ঞাদিকর্ম্ম।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। রংচোরা ফল—ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত বাহ্যদৃষ্টিতে ভক্তকে চিনিতে পারা যায় না।

২। খেতে তো স্বাদু—ভক্তের সঙ্গে জীবন মধুময় হইয়া যায়।

৩। তার জন্ম সফল—সৌভাগ্যক্রমেই ভগবদ্ভক্তের দর্শন লাভ হয়।

দুষ্টদল নাশিনী মহেশমনো-বাসিনী[১],
যোগিজন যোগ্য যোগধারা[২]—
বরাভয়করী সাকারা,
ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং জননী ॥ ৪৯ ॥

—oo—

রাগিণী দেশমিশ্র—তাল একতালা।

শঙ্কর পশুপতে নমস্তে পাশ পরশু ধারী।
ত্রিপুর-মদ-মর্দ্দন মদনমথনকারী ॥
বব বম্ বব বম্ বব বম্ ভোলানাথ ॥
বৃষভারূঢ় চন্দ্রচূড় কাল গরল ভক্ষণ,
মগন সদা সদাশিব সদা সাধক-কুলরক্ষণ—
পরিব্রাজক শরণ, মরণ ভয় তারণ,
দিগম্বর দক্ষ দর্পহারী—
কিবা নৃত্যগীত লহরী,
বব বম্ বব বম্ বব বম্ ভোলানাথ ॥৫০॥

—oo—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মহেশ মনোবাসিনী—জ্ঞানশক্তিস্বরূপিণী।

২। যোগিজন যোগ্য যোগধারা—নিরুদ্ধচিত্তে দেশকালাদিদ্বারা অবিচ্ছিন্ন চিন্ময়ী মায়ের বিকাশ!

রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ।

( সুর—নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও )

কিঙ্করে করুণাং কুরুগো উমা
করুণাময়ী কালনিবারিণী গো ॥
অহং মমানল, হইল প্রবল,
বাসনা বায়ুতে জ্বলিল গো—
ত্রিগুণতাড়িত, ত্রিদোষমিলিত[১],
ত্রিতাপে তাপিত হয়েছি গো ॥
ভব কারাবাসে, বিষয় বিলাসে,
বদ্ধ মায়াপাশে কঠিন গো—
সম্মুখে দুঃসহ, আধি[২] ব্যাধি সহ
মৃত্যু মহাকাল রজনী গো ॥
কাল নিদ্রাঘোরে, ঘুমায়ে পড়িব,
মা মা বলিতে নারিব গো—
তাই দিন থাকিতে জাগ্রতে ডাকিতে
শিখায়ে দাও দীনতারিণী গো ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ত্রিদোষ মিলিত—বাত-পিত্ত-কফজনিত সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত।
২। আধি—মনঃপীড়া।

ঋদ্ধি[১] সিদ্ধি[২] ওমা, কিছুই চাহিব না—
তব পদে ভক্তি ভিখারী গো—
গায় পরিব্রাজকে প্রেম অশ্রুদকে
ধুইব পদযুগ জননী গো ॥ ৫১ ॥

—oo—

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

মা কোথায়, মা কোথায়, এ সময় রহিলে।
সারা হ'লাম সারাৎসারা কোথা গো মা লুকালে ॥
করিয়াছি কি অপরাধ, তাইতে গো মা সাধিছ বাদ,
না পুরালে সুতেরই সাধ, মায়াডোরে বাঁধিলে ॥
দে মা বৈরাগ্যের অসি, এ ঘোর বন্ধন নাশি,
মুক্ত হই মা মুক্তকেশী নাহি ছোঁবে কালে ;
শরণ নিলাম শমন্ ভয়ে, রাঙ্গা চরণ দে অভয়ে,
পরিব্রাজক দীন্ তনয়ে, কর মা কর কোলে ॥৫২॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ঋদ্ধি—সম্পত্তি।
২। সিদ্ধি—অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য। মুক্তি।

## নন্দী ও জয়ার সংবাদ।

( সুর--বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের )

দুর্গা নামে রয়না জীবের ভয় ভাবনা।
ভয় ভাবনা যম যাতনা রয়না ওনাম গাও রসনা॥
নন্দী বলে—আমার শম্ভু যেন রজতগিরি।
জয়া বলে—গৌরী আমার সুবর্ণবল্লরী,
রূপে জগৎ আলো॥
নন্দী বলে—আমার প্রভুর শিরে কাল ফণী।
জয়া বলে—মা'র নূপুরে ফণীর মাথার মণি,
শোভা ব'ল্‌বো কত॥
নন্দী বলে—আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাখা।
জয়া বলে—পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা,
ভোলা তাই উদাসী॥
নন্দী বলে—শোভা পঞ্চ বদন মণ্ডলে।
জয়া বলে—দুর্গা নামের গুণ গাইবে ব'লে,
পাগল পঞ্চানন॥
নন্দী বলে—আমার প্রভু জগতের পতি।
জয়া বলে—জগৎপতির মা, আমার, প্রসূতি,
আদ্যা শক্তি যে মা॥

নন্দী বলে—রুদ্র আমার মহাত্রিশূলধারী।
জয়া বলে—ধর্‌বে ব'লে মায়ের কাশীপুরী,
নৈলে থাক্‌বে কোথা ॥
নন্দী বলে—আমার প্রভু সংসার সংহারে।
জয়া বলে—প্রকৃতি মা'র আজ্ঞা অনুসারে,
শিব, কর্‌বে বা কি ॥
নন্দী বলে—আমার শিবের কুবের ভাণ্ডারী।
জয়া বলে—মা'র দ্বারেতে সেই শিব ভিখারী,
অন্নপূর্ণা যে মা ॥
নন্দী বলে—আমার শম্ভু গরল খেয়েছিল।
জয়া বলে—দুর্গা নামের গুণে বেঁচে গেল,
নীলকণ্ঠ তোদের ॥
নন্দী বলে—মহাকাল প্রভু যে আমার।
জয়া বলে—মহাকালী বুকের উপর তার,
শিব শবের আকার ॥
নন্দী বলে—শিব আমার শব কেন হইল।
জয়া বলে—মা যে শিবের শক্তি হ'রে নিল,
'ই' কার থাক্‌লো না যে[১] ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। 'ই'কার থাক্‌লো না যে—'শিব' শব্দে ইকার না দিলে 'শব' হয়। শক্তির ক্রিয়াকালে শিব ( ব্রহ্ম ) শব ( শক্তিশূন্য—গুণাতীত ) হইয়া থাকেন।

জয়ার কথা শুনে নন্দী স্তব্ধ হ'য়ে রয়।
পরিব্রাজক বলে গাও সকলে দুর্গা নামের জয়,
যাবে রোগ শোক ভয় ॥৫৩॥

—oo—

রাগিণী আলেয়া—আড়া খেম্‌টা।

জননী, চরণে প্রণমি আমি, ও দীনতারিণী।
সুর নর সকলে যে পূজে চরণ দুখানি ॥
মায়ায় হয়ে অচৈতন্য, ভুলে রই ও চরণ ধন্য,
শূন্যে মানি পাপ পুণ্য, বৃথা যায় দিন যামিনী ॥
মা বিনা কে কৃপা করে, দীন পরিব্রাজকেরে,
তাই ডাকি মা বারে বারে, কোলে লও কালবারিণী ॥
মায়ের কোলে ঘুমাইব[১], মায়ের অঙ্গে মিশাইব[২],
মা ছেড়ে আর না আসিব[৩], খেলিতে ত্রিনয়নি ! ॥৫৪॥

—oo—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মায়ের কোলে ঘুমাইব—মাতৃভাবের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিব।

২। মায়ের অঙ্গে মিশাইব—পৃথক্ জীবভাব ত্যাগ করিয়া মায়ের নিত্য চিন্ময় সত্তায় মিলিত হইব।

৩। আর না আসিব—সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব না।

রাম প্রসাদী সুর।

মা মা ব'লে ডাকি তারা।
আমার দোষ দেখে কি দিস্‌নে সাড়া॥
পতিতে তারিতে মা গো হ'লি কি এত কাতরা।
ও তোর পতিত-পাবনী নামের
গুণ কি গো মা এম্‌নি ধারা॥
ধন জন চাইনা আর মা বিষয়েতে বিষপোরা।
এখন বৈরাগ্যের ভিখারী আমি
ঐ পদ চাই সারাৎসারা॥
আঁধার ঘরে আলো ক'রে[১] দেখা দে ভব-ভয়হরা।
পরিব্রাজক বলে জুড়াক্ গো মা
তৃষিত দুই নয়নতারা॥৫৫॥

—oo—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। আঁধার ঘরে আলো ক'রে—মনের মলিনতা (অন্ধকার) দূর করিয়া ও আত্মচৈতন্যের বিকাশ দ্বারা জ্ঞানে অন্তর আলোকিত করিয়া।

## কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—তাল খয়রা।

( সুর—প্রাণ পিঞ্জরের পাখী গাওনারে )

গুপ্ত আনন্দ ধামের মেলা[১]।
সে যে নিত্যং দেবদুর্লভং[২]
তোরা দেখ্‌বি তো আয় এই বেলা ॥
তথা নাই শশী রবি[৩], তথা, নাই ভূত ভাবী,
শত্রু মিত্র নাইকো তথা একাকার সবি—
তথা পর আপনার নাইকো বিচার,
নাই গুরু নাহি চেলা ॥

---

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। গুপ্ত আনন্দধামের মেলা—সহস্র কমলে চিত্ত নিরোধ দ্বারা ভগবদ্দর্শন।

২। দেবদুর্লভং—পুণ্যফল ভোগী দেবতারাও ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হয়েন না। বিবেক-বৈরাগ্য—ভক্তি-বিশ্বাস সহ চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া মনুষ্য জীবনেই এই মেলা ( মিলন=চিত্তের নিরোধ কালে বিশুদ্ধ জীবচৈতন্যের ব্রহ্ম সত্তায় অভিন্নতা লাভ ) হইয়া থাকে।

৩। তথা নাই শশী রবি—সূর্য্য চন্দ্রাদির আলোক সেইধাম ( চৈতন্য স্বরূপ ) প্রকাশ করিতে পারে না। ( গীতা ১৫ অঃ ৬ শ্লোক )। ব্রহ্মধামে ( স্বরূপ ) সূর্য্যাদি দ্বারা দিক্ নির্ণয়, অথবা ভূতভবিষ্যৎ কালের দ্বারা সময় নির্ণয় হয় না, কেননা চৈতন্য সত্তা দিক্ কালের অতীত।

তথা স্ত্রীপুরুষ নাই[১], নাহি মাতা পিতা ভাই,
বারুদে * আগুনে † তথা রয়েছে এক ঠাঁই ‡—
তথা নাই ভেদাভেদ, আনন্দ খেদ[২],
তৃষ্ণা কি ক্ষুধার জ্বালা ॥

যত রসের পশারি[৩], তাদের দোকান দোধারি,
রসিক যারা কিন্‌চে তারা রসের মাধুরি—
হ'য়ে বধির § বোবা ¶ রসে ডোবা,
কচ্চে সব রসের খেলা ॥

মেলার ক'র্‌বো কি বাখান, সদা রসের সুর তান,
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিশূলপাণি খুলেছে দোকান্—
তারা বিনা মূলে কাঙ্গাল জনে,
বেচ্‌তেছে মুক্তিমালা ** ॥

---

* মায়া। † জ্ঞান। ‡ অভিন্ন ভাবে।
§ কাহারও কথা শুনে না। ¶ কাহাকে ও কিছু বলে না।
** সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। স্ত্রী পুরুষ নাই—চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় স্ত্রী পুরুষাদির ভেদ নাই। কর্ম্মফল প্রভাবে মনের সংস্কারানুসারেই স্ত্রী, পুরুষ, মনুষ্য, পশু আদি শরীরের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

২। আনন্দ খেদ—মনোগ্রাহ্য বৈষয়িক সুখ দুঃখ।

৩। রসের পশারি—ব্রহ্মানন্দ রসের ( রসো বৈ সঃ—পরব্রহ্ম প্রেম স্বরূপ ) মহাজন, ভগবদ্ভক্ত সিদ্ধ পুরুষগণ।

দিল্ দরিয়ার পারে, * রত্নবেদীর উপরে[১],
সে যে ব'ল্‌তে নারি †; বুঝ্‌বি সে কি, দেখিলে পরে[২]—
পরিব্রাজক বলে দেখ্‌বি যদি,

ধুয়ে নে মনের মলা ॥৫৬॥

—oo—

## সংকীর্ত্তন—সূচনা।

(গৌর চন্দ্রিকা)

হরি এসো হে হরি এসো—এসো হে—
ওহে ভারতের ভার হরিবারে এসো হে।
তোমার ভীমার্জ্জুন ভীষ্মের সঙ্গে এসো হে॥
এসো হরি এসো এসো হে—
কোথা হে পাণ্ডবের সখা এসো হে।
তোমার ধ্রুব প্রহ্লাদ সঙ্গে ক'রে এসো হে॥

---

* মনের অগম্য দেশে। যন্মনসা ন মনুতে ইতি শ্রুতিঃ।
† অনির্ব্বচনীয়।

### সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। রত্ন বেদীর উপরে—সহস্র কমলে, (এই স্থানেই চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত তুরীয় অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার হয়, "তুরীয়ং মুর্দ্ধি সংস্থিতম্" শ্রুতি।

২। দেখিলে পরে—আত্মস্বরূপে সমাধিস্থ হইলে।

এসো হরি এসো এসো হে—
তোমার ব্যাস বশিষ্ঠ আদি লয়ে এসো হে।
তোমার শুক সনাতন সঙ্গে লয়ে এসো হে॥
এসো হরি এসো এসো হে—
তোমার নিতাই গৌর সঙ্গে ক'রে এসো হে।
দীন হীন কাঙ্গালে তোমায় ডাকে হে॥৫৭॥

—oo—

## ভোগ ও বৈরাগ্যের সংবাদ।

স্থর—(বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের)

জীব্ জগতে দ্বন্দ্ব অতি ভোগ বিরাগে।
ভোগ—বিরাগে, বিরাগ—ভোগে
দ্বন্দ্ব লাগে ভোগ—বিরাগে॥
ভোগ বলে—এ সংসার স্থখের বাজার,
বৈরাগ্য বলে—মরুভূমে মরীচিকা সার,
এসব মায়ার বিকার।
ভোগ বলে—আমার সব্ এই স্ত্রী কন্যা তনয়,
বৈরাগ্য বলে—যা দেখ সব পথের পরিচয়,
এরা কেউ কারও নয়।

ভোগ বলে—লাবণ্যময় মধুর যৌবন,
বৈরাগ্য বলে—মেঘের কোলে চঞ্চলা যেমন,
থাকে ক'দিন তেমন ?
ভোগ বলে—কত সুধা রমণী অধরে,
বৈরাগ্য বলে—বড়িশপিণ্ড যেন সরোবরে,
মৎস্য মারিবারে।
ভোগ বলে—দেহের সজ্জা করি পরিপাটী,
বৈরাগ্য বলে—জীবের দেহ কেবল ময়লা মাটি,
বৃথা আঁটা আঁটি।
ভোগ বলে—কোমল শয্যায় শয়ন করি সুখে,
বৈরাগ্য বলে—শ্মশান-শয্যা মনে যেন থাকে,
দিবে অগ্নি মুখে।
ভোগ বলে—রাখি রথ গজ বাজী দ্বারে,
বৈরাগ্য বলে—মুদ্‌লে আঁখি সব ফাকি যে পরে,
মায়ায় ভুল না রে।
ভোগ বলে—সম্মান পাই রাজার দরবারে,
বৈরাগ্য বলে—কি হবে যম রাজার দুয়ারে,
তাকি ভাব না রে ?
ভোগ বলে—বহু দাস দাসীর প্রভু হই,
বৈরাগ্য বলে—আর কে প্রভু জগৎ-প্রভু বই,
জীবের প্রভুত্ব কৈ ?

ভোগ বলে—অতুল ধনের আমি অধিকারী,
বৈরাগ্য বলে—নিদান কালে কল্‌সী কাচাধারী,
ঘুচ্‌বে জারি জুরি।
ভোগ বলে—তবে কি সব কিছুই কিছু নয়?
বৈরাগ্য বলে—সব ফাকি এ ভোজের বাজীময়,
চিরদিন নাহি রয়॥
বৈরাগ্যের বচনে ভোগ হৈল হতমান।
পরিব্রাজক বলে কর সবে হরিগুণ গান,
হবে ভোগ অবসান॥৫৮॥

—oo—

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর!

ভাবনারে মন ত্রিতাপ-হারিণী।
তার আবার কি ভয় ভাবনা, যার মা ত্রিলোকতারিণী॥
কেন ভাবিছ বৃথা, শোন কাজেরি কথা,
গুরুদত্ত সাধনের ধন সাধো সর্ব্বথা;—
ও মন, যোগে যাগে থাক জেগে[১] পোহাবে কাল যামিনী।

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। যোগে যাগে থাক জেগে—সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে বিবেকবিচার সহ আত্মানুসন্ধান দ্বারা দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে জীবনের সকল দুঃখ স্বতঃই বিদূরিত হইবে।

যত জগদ্‌যাতনা, শোক্ পাপ্ তাপ নানা,
মায়ের কৃপাদৃষ্টি হ'লে, কিছুই রবেনা ;—
পলায় সূর্য্যোদয়ে আঁধার যেমন, পলাবে সব্ তেমনি।
ভক্তি ভাবের মাঝে, মায়ের চরণ সরোজে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সদাই বিরাজে ;—
ওরে চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ হয় মা'র দেখ্‌লে চরণ দুখানি[১]।
পরিব্রাজকের বাণী, সুশীল! শুন্‌লে কি হানি,
হৃদে কর ধারণ রাঙ্গা বরণ চরণ দুখানি ;—
বল, জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে মা যে কালভয়-বারিণী ॥৫৯॥

—oo—

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

হরি হরি বোল্ ও মন বলনা।
তোমায় বুঝালেও তো বোঝনা॥

হরি দীনের বন্ধু, হরি করুণা-সিন্ধু,
বিপদ্ অন্ধকারে হরি পূর্ণ ইন্দু ;—
হরি ক্ষুধান্ন ক্ষীর্[২], পিপাসার্ নীর্, হরির্ নাইকো তুলনা॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মা'র দেখলে চরণ দুখানি—উপাসনা কালে সগুণ ব্রহ্মের মাতৃরূপ ভাবনা করিতে করিতে চিত্তের নিরোধ কালে চিন্ময় স্বরূপ প্রকাশিত হইলে।

২। হরি ক্ষুধান্নক্ষীর—হরিনাম সাধন করিলে জীবন ধারণের জন্য কোনও চিন্তা করিতে হয় না। (গীতা—৯ম অঃ, ২২ শ্লোঃ।

হরি নামটি সুধাময়, নামে পাপ্ তাপ দূর হয়,
নামে জন্মে ভক্তি জীবন্মুক্তি আপনি হয় উদয়[১] ;—
নামে পাষাণে বীজ অঙ্কুর হয় রয়না ভবযাতনা ॥
নামে ম'জেছে যার মন, অনুরাগে তার ভজন[২],
নামে রূপে এক ক'রে[৩] সে করে দরশন ;—
তখন উথলে তার সুখের সিন্ধু ঘুচে যায় ভয় ভাবনা ॥
পরিব্রাজক বলে, কেন রহিলে ভুলে,
তুমি কখন্ হরি ব'ল্‌বে তোমার দিন ব'য়ে গেলে ;—
তোমার হউক বা না হউক আর কোন কাজ
হরি নামটি ভুলনা ॥৬০॥

—oo—

---

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। জীবন্মুক্তি আপনি হয় উদয়—হরিনাম সাধন করিতে করিতে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ভগবানের নিত্য চিন্ময় স্বরূপ স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া সাধকের দেহাত্মভ্রম নষ্ট করিয়া দেয় এবং আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের শান্তি লাভ হয়।

২। অনুরাগে তার ভজন—নাম জপে নিষ্ঠা হইলে ভগবৎ স্মরণে অনুরাগ জন্মে।

৩। নাম রূপে এক ক'রে (সে করে দরশন)—(উপাসনা কালে) ইষ্টদেবতার সগুণরূপের ধ্যান সহ মন্ত্র স্মরণ ; মুখ্যতঃ ইষ্টদেবতার বীজের লক্ষ্যার্থ ধারণা পূর্ব্বক অন্তরে আত্মানুসন্ধান। এইরূপে চিত্ত তন্ময় হইলে ভক্তের আত্মবিস্মৃতিকালে ভগবান্ চিন্ময়রূপে প্রকাশিত হন।

রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

এলো কেশে এলো কে সে এ লোকে সে কালবরণী।
কাল নিশি বিনাশিতে নিশীথে অসিধারিণী।
উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে, সমর তরঙ্গে—
প্রবল বল দনুজদল চঞ্চল অতি আতঙ্কে ;
খণ্ড খণ্ড দেহ তুণ্ড করে মুণ্ডমালিনী॥
মুখে মধুর অট্টহাসি, পড়িছে বিজলী খসি,
হুতাশন রবি শশী ত্রিনয়নে গো ;—
কাঁপে ধরা পদভরে, ভৈরব হুঙ্কারে—
বিবসনা লোল রসনা শবাসনা বিহরে ;
শিব দেখে ধরে সুখে বুকে কালবারিণী॥
লোকালোক বন্দিত, পদ পেয়ে আনন্দিত,
অচেতন[১] পঞ্চানন ত্রিশূলপাণি ;—
আজ, মরার সহিত মরা মরণ-হর[২] ;
পরিব্রাজক কি আর কর, অহং মম পরিহর,
মরার মত হও[৩] দেখিতো পাবে চরণ দুখানি॥৬১॥

—০০—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। অচেতন—বাহ্য জ্ঞান শূন্য, সমাধিস্থ।
২। মরা মরণ হর—মৃত্যুঞ্জয় শিব আত্মসমাধিতে মগ্ন।
৩। মরার মত হও—দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক মনকে আত্মসংস্থ করিয়া দেহাদির সম্বন্ধ বিস্মৃত হও।

## নগর সংকীর্ত্তন। *

### কীর্ত্তন ভাঙ্গা স্বর।

(গোষ্ঠ যাত্রা।)

আর কি থাকিতে পারি, যাই গোঠে মা যাই যাই,
কে যে ডাকে ঐ আমাকে বলে আয়রে ভাই কানাই।

আমায় সাজায়ে দে মা, (২)
গোঠে যাবার বেলা হ'ল ঐ (২)
পীত ধরা পরাইয়া ঐ (২)
বামে চূড়া হেলাইয়া (চড়া) ঐ (২)
(আর কি থাকিতে পারি) ঐ (২)
ধেনু বৎস সঙ্গে দিয়ে ঐ (২)
গোয়াল রাখাল বেশে (চড়া) ঐ (২)
(মহরা সমস্ত)

ব্রজের রাখালগণে, আমায় জানে ব্রহ্ম জ্ঞানে,
আমা বিনা তারা হয় আত্মহারা, বড় ভালবাসে মা সবাই;
আমা বিনে রাখালগণে শূন্য দেখে সর্ব্ব ঠাঁই॥

---

* ঢাকা নগরীতে জন্মাষ্টমীর সময় (বাঙ্গালা—সন ১২৯৬—ইং ১৮৯০) বিরচিত।

(২) দুইবার করিয়া গাহিতে হইবে।

( আর কি থাকিতে পারি ) আমায় সাজায়ে দে মা (২)
চন্দনে চর্চ্চিত ক'রে ঐ (২)
মোহন মুরলী দিয়ে ( চড়া ) ঐ (২)
আমি নাহি গেলে গোঠে, বনের ফুল নাহি ফোটে,
বংশীবর বিনা, বহেনা যমুনা, বিহঙ্গ নীরব রয় সদাই ;
আমায় না দেখিলে পরে চরে না যে বৎস গাই ॥
( আর কি থাকিতে পারি ) আমায় সাজায়ে দে মা (২)
বনমালা দোলাইয়া ঐ (২)
চাঁচর চিকুর বেঁধে ঐ (২)
রুনু ঝুনু নূপুর দিয়ে ঐ (২)
( আর কি থাকিতে পারি ) ঐ (২)
যারা ভালবাসে তাদের মনোমত ঐ (২)
ব্রজের রাখালগণের মনোমত ঐ (২)
ব্রজবালাগণের মনোমত ( চড়া ) ঐ (২)
( মহরা সমস্ত )
আমায় ভালবাসে যারা, আমি ছাড়া নয়কো তারা,
ভালবাসা বই, ভাল বা আর কই,
ভালবাসায় হই সুখী তাই ;
পরিব্রাজক বলে ভালবাসা ঐ চরণে চাই ॥৬২॥

—oo—

## মা যশোদার উক্তি।

(মধুকানের স্থর)।

কাঙ্গালের ধন ওরে গোপাল।
যাই যাই বলিতে নাই একে আমার মন্দ কপাল॥
ভাগ্যে কৃপা করেছিলে,
তাই তোমায় পেলাম কোলে,
গোলোক বিহার ছাড়িলে,
হইলে যশোদা দুলাল (তুমি)॥
যাবিরে বাপ গোঠে চ'লে,
ভুলিস না দুঃখিনী ব'লে,
তোরে যে বাপ না দেখিলে,
ক্ষণার্দ্ধ হয় যুগ সম কাল (আমার)॥
ভক্তি বিনা কে পায় দেখা,
তুমি ভক্তের জীবন-সখা,
ভক্ত বিনা রও না একা,
তাই গোঠে যাও লয়ে গো-পাল (ও বাপ)॥
কোলে আয় রে ও নীলমণি,
দেখি বাপ চাঁদ বদন খানি,
খাওয়াইয়ে দিই ক্ষীর নবনী,
অতীত হয় ক্ষুধার কাল (ও তোর)॥

গগনে উঠিল ভানু,
সাজায়ে দিই সুনীল তনু,
বাজ্‌বে বেণু চরবে ধেনু,
লাগ্‌বে রেণু গায়ে রাখাল ( উড়ে ) ॥
মোহন বাঁশী করে ধরো,
মোহন চূড়া শিরে পরো,
নূপুর বালা মোহন মালা,
পরো ধড়া নিকুঞ্জলাল ( এই ) ॥
বাকি রৈলো সাজ যশোদার,
পরিব্রাজক সাজাও এবার,
লও তুলসী চন্দন সার,
দাও চরণে হ'য়ে কাঙ্গাল ( ওরে ) ॥৬৩॥

—oo—

## যমুনার তটে বসিয়া সঙ্গীত।

বাউলের সুর।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার, বিমল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি॥

কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবোল সুদাম ;—
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু,
মা যশোদা রোহিণী।

কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ-গোবিন্দ,
ধরা চূড়া পরা কোথা ননী চোরা ;—
কোথা সে বসন চুরি ব্রজ নারীর
পূজিতা মা কাত্যায়নী।

কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জল কেলি,
কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী ;—
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী,
বামেতে রাই বিনোদিনী।

কোথা সে নূপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী,
মধুর হাঁসি মধুর বাঁশি, নাহি শুনি ;—
ও যার, মোহন স্বরে উজান ভরে
বইতে তুমি আপনি।

তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী ;—
ও যার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী॥

দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্-মাঝারে, পা ছুখানি ;—
পরিব্রাজক বলে চরণ তলে লুটাই শির দিন যামিনী ॥৬৪॥

—oo—

## দেব-সমন্বয়।

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া ঠেকা।

নমস্তে মা অন্নপূর্ণে, নমঃ শিব পশুপতে।
নমো রাম দাশরথি নমো জনক ছুহিতে ॥
নমো নমঃ বংশীধারী, শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী,
প্রেমময়ী রাসেশ্বরী, নমো বৃষভানু-সুতে ॥
এক ছিলে বহু হ'লে[১], যুগে যুগে দেখা দিলে,
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইলে, রূপ ধরিলে—
কভু কায়া কভু ছায়া[২], কভু পুরুষ নারী কায়া,
কে বুঝিবে তব মায়া, অবতীর্ণ অবনীতে।

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। এক ছিলে বহু হ'লে—পঞ্চ দেবতার সকলেই ব্রহ্মের সগুণ রূপ।

২। কভু কায়া কভু ছায়া—কখন অংশ রূপে, কখনও বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি প্রকাশের নিমিত্ত ভগবান্ স্ত্রী বা পুরুষ শরীর ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হন।

যে ভাবে যে জন মজে, যে রূপে যে জন ভজে,
দেখা দাও তায় তেম্‌নি সাজে, হৃদয় মাঝে—
তাই তোমার নাম দীন-সখা, মা রূপে তাই দাও মা দেখা,
বহু হ'য়েও হও হে একা, তত্ত্বমসি[১] বেদের মতে।
মূল মধ্য অন্ত তুমি[২], তবু ভাবি আছি "আমি",
এ "আমি" মরিলে তবে[৩], যায় "তুমি—আমি"—
নিজ শক্তি সঞ্চারিয়ে, ভেদবুদ্ধি দাও ঘুচায়ে,
জলবিম্ব জলাশয়ে[৪] পরিব্রাজকেন স্তুতে। ॥ ৬৫ ॥

—oo—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। তত্ত্বমসি—তৎ=ব্রহ্ম, ত্বম্=তুমি, অসি=হও, তুমিও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই রূপে চেতন ও অচেতন পদার্থ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং মায়িক দৃষ্টিতে পদার্থের ভিন্নতা থাকিলেও স্বরূপতঃ এক মাত্র ব্রহ্মই আছেন।

২। মূল, মধ্য অন্ত তুমি—জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, জগতের স্থিতি কালে এবং প্রলয়েও এক মাত্র ব্রহ্মই থাকেন।

৩। এ আমি মরিলে তবে—মহা বাক্য বিচার সহ নিদিধ্যাসন (ধ্যান) দ্বারা জীবের অন্তঃকরণ রূপ আবরণ ক্ষয় (মনোনাশ) হইলে "আমি" বলিয়া আর পৃথক্ জ্ঞান থাকে না।

৪। জলবিম্ব জলাশয়ে—জল-বুদ্বুদের বায়ু (বুদ্বুদাকারের কারণ) বহির্গত হইয়া গেলে জলবিন্দু জলাশয়ে মিলিত হয়, নষ্ট হইয়া যায় না। জীব-ভাবের কারণ অন্তঃকরণের নাশ (নিরোধ) হইলে জীব-চৈতন্য ব্রহ্ম-চৈতন্যে একীভূত হয়, উহার ভিন্নতা নষ্ট হয়, কিন্তু সত্তা নষ্ট হইয়া যায় না। জীবভাবের ক্ষুদ্রতা নষ্ট হইয়া ব্রহ্মের ভূমাবস্থা লাভ হয়।

## কলের গাড়ী।

বাউলের সুর।

( "বল মাধাই মধুর স্বরে" গানের সুর )

এই সাধন কলের গাড়ী ;
চ'ড়ে কে যাবি ভাই আয়রে সবাই নিজ বাড়ী।[১]
ওরে, দীক্ষা শিক্ষা এই দুটো রেল[২], পাতো সুপথ পসারি,
( ওরে মহাজন যে পথে চলে[৩] )।
ও তোর পশ্চাতে গার্ড * হবেন গুরু,
মন করিবে ড্রাইভারি[৪] † ( শুদ্ধ )॥

---

* গার্ড (Guard)—সর্ব্বপশ্চাতের গাড়ীতে থাকে।

† ড্রাইভার (Driver)—শকট চালক।

### সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নিজ বাড়ী—ব্রহ্ম-ধাম ( চৈতন্যস্বরূপ )।

২। দীক্ষা শিক্ষা এই দুটো রেল—সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক, নতুবা সাধনে উন্নতি হয় না।

৩। মহাজন যে পথে চলে—দীর্ঘকাল সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ না হইলে নিবৃত্তি-পরায়ণ সৎপুরুষের অনুসরণ করা উচিত। নিবৃত্তি-মার্গই আত্ম-সাক্ষাৎকারের সুগম পথ।

৪। মন করিবে ড্রাইভারি—গুরুর উপদেশে সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে মন শুদ্ধ ( বহির্ম্মুখীণ প্রবৃত্তি নষ্ট ) হইলে অন্তরে আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা হয়।

নামের পম্পকলের * উজান ধারা[১], ধররে যা দরকারী
(হরি নাম তো সুধাসিন্ধু বটে)।
কলে মনের ময়লা কয়লা রাশি[২]
জ্বেলে দাও তাড়াতাড়ি (নিষ্কামী হ'য়ে)॥
কিনে—নিষ্ঠা টিকিট সমাধি সিট্[৩] † লবেরে হুঁশিয়ারি
(দেখো ভুল টিকিট[৪] কিনো না যেন)।
সদা চেতন থেকো[৫] ঘুমিও নাকো
নইলে ব্যাগ যাবে চুরি (মানব দেহ-ব্যাগ)।

---

* পম্প (Pump)—যেখান হইতে এঞ্জিনে জল লইয়া থাকে।
† সিট্ (Seat)—বসিবার স্থান।

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নামের পম্প কলের উজান ধারা—আত্মানুসন্ধানের নিমিত্ত মেরুমধ্য দিয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গুরুদত্ত মন্ত্র সাধনার অভ্যাস।

২। মনের ময়লা কয়লা রাশি—গুরূপদিষ্ট উপায়ে নাম-সাধনার অভ্যাসে মনের মলিনতা (বিষয়বাসনা) শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

৩। সমাধি সিট্—গুরূপদেশে বিশ্বাস পূর্ব্বক সাবধানে অভ্যাস করিলে চিত্তের চঞ্চলতা নষ্ট ও সমাধি সিদ্ধ হয়।

৪। ভুল টিকিট—শাস্ত্রানুমোদিত নিবৃত্তি মার্গের প্রতিকূল সাধনে বিশ্বাস।

৫। সদা চেতন থেকো—অন্তর্মুখীণ সাধন কালে লয় (নিদ্রা) বিক্ষেপ (চঞ্চলতা) কষায় (অন্যমনস্কতা বা স্তব্ধতা) ও রসাস্বাদে (কোনও রূপ সুখানুভবে) মন আকৃষ্ট হইয়া যেন আত্মানুসন্ধানে নিশ্চেষ্ট না হয়।

রেলে—জ্ঞান, যোগ আর উপাসনা, কর্ম্ম রূপ শ্রেণী চারি
( অধিকার অনুসার ব্যবস্থা যে )।
ও যার—যেমন দাম তার তেমনি আরাম
রিজার্ভে * সুখ সবারি[১] ( একনিষ্ঠ প্রেমে )।
ঐ যে লোহিত হরিত শ্বেত পতাকা[২] ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরারি
( রজঃ সত্ত্ব তমো গুণের নিশান )।
গাড়ী থামে চলে এই সিগ্‌নালে †
গুণের গুণ বলিহারি ( বুঝি কুহক জানে ) ॥

---

* রিজার্ভ (Reserved carriage)—রিজার্ভগাড়ী।
† সিগ্‌নাল (Signal)—সঙ্কেত।

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। রিজার্ভে সুখ সবারি—যেমন দাম দিলে সকল শ্রেণীর গাড়ীই রিজার্ভ (নিজ স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যবহার) করা যায়, সেইরূপ ঐকান্তিক প্রেমের সহিত কর্ম্ম, উপাসনা, যোগ ও জ্ঞান সাধনের মধ্যে অধিকারানুসারে যাহাই অনুষ্ঠান করা যাউক, তাহাতেই ভগবৎকৃপায় সুখ—নিবৃত্তির শান্তি সকলেই পাইতে পারেন।

২। লোহিত-হরিত শ্বেত পতাকা—ইহা দ্বারা সঙ্কেতে ত্রিকালীন সন্ধ্যোপাসনা, অথবা সংক্ষেপে পঞ্চ দেবতার উপাসনা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সাধনের গাড়ী (অন্তর্ম্মুখীণ অভ্যাস) যথা নিয়মে চলিতে থাকে।

ওমন—আগে পিছে তাকিয়ে দেখো কমিউনিকেশন দড়ি[১]*
( গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রো )
ও মন কি হয় কখন, হ'লে কলিশন[২] †
পড়বে তোমার হাতকড়ি ( জঠর জেলে )।

---

* কমিউনিকেশন দড়ি (Communication Cord) - গার্ডের ব্রেকভান ( গাড়ী ) হইতে এক গাছি রজ্জু আরোহীদিগের গাড়ীর পার্শ্ব দিয়া এঞ্জিন সহ সংযুক্ত থাকে। গার্ড বা ড্রাইভারের কোন প্রয়োজন পড়িলে ঐ রজ্জু ধরিয়া টানিলে পরস্পরে সঙ্কেতে কথা কহিতে পারে, এবং আরোহীদিগের গাড়ীতে কোন বিপত্তি হইলে, আরোহিগণ ঐ দড়ি টানিয়া গার্ডকে ডাকিতে পারে।

† কলিশন (Collision)—দুইখানি গাড়ী দুইদিক্ হইতে আসিয়া যে ধাক্কা লাগে, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিবাদ।

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। কমিউনিকেশন দড়ি—গুরু আজ্ঞা ; গুরুর উপদেশানুসারে চলিলে সাধন পথে বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। কোনও বিঘ্ন হইলেও তাহা সহজে দূর হইতে পারে।

২। হ'লে কলিশন—অসাবধানতা বশতঃ সাধনের অভ্যাসে ভুল হইলে জীবন বৃথা নষ্ট হয়, এবং ভগবৎসাক্ষাৎকার না হওয়ায় পুনরায় জন্ম হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বর্ণাশ্রমের ইষ্টেশনে[১] বেচা কেনার গোল ভারি
( ওরে ভাল মন্দ, নিষেধ বিধি )।
জিনিষ পচা সড়া দ্বিগুণ কড়া
দাম বলে দোকানদারি ( সবে কিন্‌তে নারে )॥
প্রেমের তারে তারে[২]*লাইন ক্লিয়ারে†ধ'রে সুষুম্না নাড়ী
( কুলকুণ্ডলিনীর সুগম পথে[৩] )।

---

* তারে তারে (Telegraphic wires.) টেলিগ্রাফের তারসমূহ।

† লাইন ক্লিয়ারে (Line clear message.) সম্মুখের রাস্তা পরিষ্কার আছে সংবাদ দেওয়া।

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। চতুর্ব্বর্ণাশ্রমের ইষ্টেশনে—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থায় নানা মতভেদ আছে। কোনটী কাহার কর্ত্তব্য, এবিষয়ে অধিকার ও অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হয় না বলিয়া সকলে আশ্রমধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে পালন করিতে পারেনা।

২। প্রেমের তারে তারে—ভক্তি সহ গুরুদত্ত মন্ত্রসহ মানস প্রাণায়ামের অভ্যাস করিলে।

৩। কুলকুণ্ডলিনীর সুগমপথে—মেরুমধ্যদিয়া যে সূক্ষ্মমার্গে অধোগামিনী জ্ঞানশক্তি উর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে মনের সহিত গমন করে।

বাজ্‌লো "অকার" "উকার" "ময়ের" ঘণ্টা[১] *
"অল্‌রাইট" † গাড়ী ছাড়ি ( ব'লে )।
পরিব্রাজক বলে নাইকো বিচার রেলেতে পুরুষ নারী[২]
( যাহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধন সাধা )।
যে—কিন্‌বে টিকিট্[৩] সেই পাবে সিট্[৪]
শুচি কি মুচী হাড়ী ( দ্বিজ ) ॥ ৬৬ ॥

---

* অ+উ+ম=প্রণব। ইহার সাধন সদ্‌গুরুমুখে জানিতে হয়। যেমন তিনটি ঘণ্টানাদ হইলেই গাড়ী ছাড়িয়া দেয়, সেইরূপ সদ্‌গুরূপদেশে দীক্ষা পাইলেই সাধনের গাড়ী চলিবে।

† অল্ রাইট (All right)="সব ঠিক হইয়াছে" বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টার হরিত বর্ণের পতাকা দেখাইলেই ড্রাইভার গার্ডের সঙ্কেতে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। অকার উকার ময়ের ঘণ্টা—ইহা দ্বারা অন্যান্য বীজমন্ত্রও বুঝিতে হইবে। নিষ্কামভাবে অভ্যাস করিলে পঞ্চ দেবতার ( সগুণ ব্রহ্মের ) যে কোন উপাসনাতেই চিত্তের অন্তর্ম্মুখীণতা হয়। সকলবীজমন্ত্রেই মুখ্য বা গৌণ ভাবে সংসার দুঃখ দূর করিবার ও ভগবৎ সাক্ষাৎকারের সুখলাভের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

২। নাইকো বিচার রেলেতে পুরুষ নারী—নিবৃত্তি পরায়ণ পুরুষ বা স্ত্রী সকলেই এই সাধনের অভ্যাস করিতে পারেন।

৩। যে কিনবে টিকিট্—যে কেহ শ্রদ্ধা সহ অভ্যাস করিবে।

৪। সেই পাবে সিট্—সেই পুরুষ বা স্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র অন্তরে আত্মানুসন্ধানের উপায় লাভ করিতে পারিবে।

## মায়ের উদ্বোধন ও আগমনী।

### (গ)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।*

বিরাজো মা হৃদ্-কমলাসনে[১]।
তোমার ভুবন ভরা রূপটি[২] একবার
দেখে লই মা নয়নে[৩] ॥
অন্নপূর্ণা তুমি মা, তুমি শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা ;—
ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ, সৃজন লয় পালনে ॥
তুমি পুরুষ কি নারী, তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
তুমি স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি ;—
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥
তুমি জগতের মাতা, যোগিজনানুগতা,
অনুগত জনের কৃপাকল্পলতা ;—
তোমায় মা ব'লে ডাকিলে নাকি কোলে লও ভক্তগণে ॥

---

* মা যোগেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত ( ১৮১২ শকাব্দা )।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। হৃৎকমলাসনে=সহস্র কমলে...( বিশুদ্ধ চিত্তে ; হৃদ্=চিত্ত )।
২। ভুবন ভরা রূপটি—যে চিন্ময় রূপ জীবজগতে চেতনা-সঞ্চার করিতেছে।
৩। দেখে লই নয়নে—মনশ্চক্ষুতে দেখি ( মনসৈব অনুদ্রষ্টব্যম্—শ্রুতি )।

দুঃখ দৈন্যহারিণী, চৈতন্য কারিণী,
আমি অন্য কিছু চাইনা ভিন্ন চরণ দুখানি ;—
প্রেম সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে ॥
পরিব্রাজক ভিখারি, সাধ মনেতে ভারি,
মধুর হাসি মাখা মায়ের মুখ খানি[১] হেরি ;—
ব'সে মায়ের কোলে,[২] মা মা বলে নাচিব
যোগ ধ্যানে[৩] ॥৬৭॥

—oo—

## দুর্গা পূজা—আগমনী।

১৮১৩ শঃ।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা স্থর।

কত ভাল বাসো গো মা অবোধ সন্তানে।
মনে হ'লে সে করুণা ধারা বয় নয়নে ( গো মা ) ॥
আমার আর কেহ নাই—
আমারে আমার বলিতে আমার আর কেহ নাই ( ২ )
আমায় দীন দেখে করুণা করে এমন আর কেহ নাই (২)
( মহরা সমস্ত )

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মধুর হাসি মাখা মায়ের মুখ খানি—ভগবানের কৃপা দৃষ্টি।
২। ব'সে মায়ের কোলে—আত্মস্থ হইয়া।
৩। মা মা বলে......ধ্যানে—ব্রহ্মমন্ত্রের স্মরণ দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ করিব।

আমার আর কেহ নাই—
আমি তাই মা বারে বারে ডাকি, আমার আর কেহ নাই (২)
( ওমা—তোমা বিনা আর কে আছে ) ॥ ( চড়া )
( মহরা সমস্ত )
যখনই যা চাই মা আমি, তখনই তা দাও মা তুমি,
আবার হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে পশিয়ে হৃদয়ে বসিয়ে কমলাসনে,¹
বুঝাও গো মা কত কথা² স্নেহের বচনে ( গো মা ) ॥
আমার আর কেহ নাই—
দুঃখী দীনহীনের দরদ বোঝে, এমন আর কেহ নাই, (২)
আমি না ডাকিতে আপনি আসে, এমন আর কেহ নাই (২)
আমার আর কেহ নাই—
অনাথে আশ্রয় দিতে এমন আর কেহ নাই ( ২ )
( ওমা তোমা বিনা আর কে আছে ) ॥ ( চড়া )
( মহরা সমস্ত )
মায়ার তরঙ্গে, মান-মদ-রঙ্গে গো মা,
তোমার সাধন ভজন শ্রীপাদ পূজন কিছুতো নাহি মা মনে
পরিব্রাজকের মতি গতি ঐ চরণে ( গো মা ) ॥ ৬৮ ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে……কমলাসনে—কৃপা পূর্ব্বক অন্তরে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হইয়া।

২। বুঝাও গো মা কত কথা—অন্তর হইতে প্রত্যাদেশ।

## দুর্গা পূজা—আগমনী।

১৮১৪ শঃ।

( গিরিরাজের প্রতি মেনকার উক্তি ) ;

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া ঠেকা।

দেখ দেখ গিরি আমার গৌরী বুঝি আসিতেছে।
নৈলে হৃদয় কেন আমার নয়ন জলে ভাসিতেছে॥
কেটে গেছে অমানিশি, গগনে শরতের শশী,
উঠছে ক'দিন হাঁসি হাঁসি, তমোরাশি নাশিতেছে॥
যূথী জাতি মল্লিকা, নিশিগন্ধ সেফালিকা,
এরা মা'র পরিচারিকা, ঐ যে এসেছে ;—
অচেতনে ঘুমিও নাকো,[১] চেতন হয়ে চেয়ে থাকো,[২]
চৈতন্যময়ীকে[৩] দেখো, হৃদিমাঝে[৪] জাগিতেছে॥
আমার উমা আস্‌ছে ব'লে বাজে বাদ্য মহারোলে,
মহানন্দ হিল্লোলে, সবে ভাসিছে ;—
পরিব্রাজক! মা তো এলো, জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে বল,
পুষ্পাঞ্জলি লয়ে চল, ঐ রাঙ্গা চরণ শোভিছে॥ ৬১॥

—oo—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। অচেতনে ঘুমিও নাকো—অজ্ঞানে অভিভূত হইও না।
২। চেতন হ'য়ে চেয়ে থাকো—মনোবৃত্তি অন্তর্ম্মুখীণ করিয়া স্থিরচিত্ত হও।
৩। চৈতন্যময়ীকে – মা'য়ের চিন্ময় স্বরূপ।
৪। হৃদি মাঝে—চিত্ত নিরোধের স্থান সহস্র কমলে।

## মায়ের আগমনে গিরিরাজের উক্তি।

১৮১৪ শঃ।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা স্থর।

( স্থর—গুরু আমার নহর কেটেছে )

কই মা আমার ত্রিনয়িনী কই;
দেখে, জুড়াক প্রাণ সুশীতল হই॥

ত্রিনয়নের নয়ন তারা,[১] রূপ যে মায়ের ভুবন ভরা,[২]
ত্রিলোক তারা;—
রূপে হ'ল আলো আঁধার গেল,
বনের (মনের) ফুল ফুটিল অই॥

কৈলাসেতে থাকো বাছা, তুমি আমার জগৎ বাছা,*
কাঞ্চন কাঁচা;—
তোমার বদন চাঁদে দেখার সাধে নয়ন মুদে বসে রই॥[৩]

---

* নেতি নেতীতি বাক্যতঃ—অর্থাৎ যাহা কিছু বিদ্যমান বোধ হইতেছে, তাহা হইতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময় জগৎ বাছিয়া ফেলিয়া দিলে, যাহা থাকে, তাহাই আমার তুমি।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ত্রিনয়নের নয়ন তারা—শিবের প্রিয়তমা জ্ঞান শক্তি।

২। রূপ যে মায়ের ভুবম ভরা—মায়ের চিচ্ছক্তি প্রভাবেই ত্রিজগৎ চৈতন্যময় হইয়া রহিয়াছে। জীব জগতের চেতনতা এবং জড় জগতের গতি ও পরিণতি সমস্তই মায়ের চিদ্রূপের বিকাশ।

৩। নয়ন মুদে বসে রই—মায়ের স্বরূপ সাক্ষাৎকারের জন্য আত্মস্থ হইয়া থাকি।

আমি মা অচল ব'লে, তুমিও কি পাষাণী হ'লে,
ছিলি মা ভুলে ;—
কত দিনের পর এলি ঘরে আয় মা তোরে কোলে লই ॥
তিনটি দিন প্রাণ ভ'রে দেখি, নয়নে নয়নে রাখি,
সুবিশালাক্ষি ;—
পরিব্রাজক বলে নয়ন জলে রূপ রাশি ধুইয়া লই ॥ ৭০ ॥

—oo—

## মাকে দর্শন করিয়া সাধকের উক্তি।

১৮১৪ শঃ।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

( যশোদা নাচাতো গো মা—সুরের মত )

এত দিনে দয়া কি মা হ'ল দীন তারিণী। (ও মা)।
দিন ব'য়ে যায় দে মা দীনে চরণ দুখানি (গো মা) ॥
আমার মা এসেছে—
রত্ন বিজড়িত বেশে, আমার মা এসেছে,
ফুলে বিল্ব দলে সেজে, আমার মা এসেছে,
আহা, কে সাধের সাজ সাজায়েছে
আমার মা এসেছে,

( মহরা )

পাপী তাপীর দুখ দেখে, আমার মা এসেছে, (২)
দীনে দয়া বিতরিতে, আমার মা এসেছে, (২)
এমন, দয়াময়ী মা দেখি নাই ( চড়া ) (২)
আমার মা এসেছে—

অকুলে কুল দেখাইতে, আমার মা এসেছে, (২)
ভক্তবাঞ্ছা কল্পলতা, আমার মা এসেছে (২)
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়রে সবে ( চড়া ) (২)
আমার মা এসেছে ॥

( মহরা সমস্ত )

সন্তানে কাঁদিলে পরে, মা কি আর থাকিতে পারে,
তখন, ভেদিয়া সকল[১] অনিল অনল জল নভস্থল মেদিনী,
হেঁসে হেঁসে বিকাশে মা স্থির সৌদামিনী, ( যে মা )
আমার মা এসেছে—

এখন ধর্ম্মাধর্ম্ম মিটে গেল,[২] আমার মা এসেছে, (২)
সকল ব্রত নিয়ম ফুরাইল, আমার মা এসেছে, (২)

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ভেদিয়া সকল......পঞ্চভূতের আবরণ অতিক্রম করিয়া মা অন্তরে চৈতন্যরূপিণী হইয়া প্রকাশিত হন।

২। ধর্ম্মাধর্ম্ম মিটে গেল—ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে আর শাস্ত্রের শাসন, নিয়ম বা নিষেধ পালনের আবশ্যকতা থাকে না।

যত নিষেধ বিধি ঘুচে গেল ( চড়া )

আমার মা এসেছে,

( মহরা )

মায়ের,অরূপ কায়ায় রূপের ছায়া,[১] আমার মা এসেছে,(২)

রূপে নামরূপের কলঙ্ক নাহি,[২] আমার মা এসেছে, (২)

এমন রূপ কখন দেখি নাই—আমার মা এসেছে (২)

দেখে মনের মলা কেটে গেল ( চড়া ) (২)

আমার মা এসেছে

( মহরা )

সবে প্রেমানন্দে, সুর নরবৃন্দে, ( গো মা )

রাঙ্গা বরণ চরণ কিরণ শরণ লয়েছে, রণ-রঙ্গিনি !

পরিব্রাজকেন স্তুতে। নমস্তে জননি ! ৭১ ॥

—oo—

১৮১৫ শঃ।

বাউলের স্থর।

( "বল মাধাই মধুর স্বরে"—এই গানের স্থরের মত )

এই যে আমার মা এলো।

নিশির শিশির মাখা শেফালিকা ফুটিল ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। অরূপ কায়ায় রূপের ছায়া—সিদ্ধ সাধকের বিশুদ্ধ চিত্তে প্রকাশিত চৈতন্যময়ী মায়ের সগুণ রূপ।

২। রূপে নামরূপের কলঙ্ক নাই—এ রূপ পঞ্চভূতাত্মক অনিত্য স্থূলরূপ নহে।

হাঁ মা, আস্‌বি ব'লে গেলি চলে বছর যে কেটে গেল
(মা এত কি বিলম্ব করে)।
আমি হ'য়ে মা হারা, দিলাম ফেরা চৌরাশি লাখ পূরিল॥[১]
তুই, অবোধ ছেলে গেলি ফেলে কে দেখে তার কি হ'লো
(তুই না দেখ্‌লে আর কে দেখিবে)।
এখন যা হবার তা হ'য়ে গেছে দে মা চরণযুগল॥ (আমায়)
চরণ পাবার আশে নিজ নিবাসে * ভাবছি ব'সে কেবল[২]
(আমার মা বিনা ঘর আঁধার ছিল[৩])।
ও তোর ভুবন ভরা রূপে এখন রং মহল হ'ল আলো॥[৪]

---

* দেহ মধ্যে।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। চৌরাশি লাখ পূরিল—৮৪ লক্ষ জীব যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় শেষ মানব জন্মে আত্মানুসন্ধান দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

২। ভাবছি ব'সে কেবল—অভিন্নভাবে আত্মানুসন্ধান করিতেছি।

৩। মা বিনা ঘর আঁধার ছিল—আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন ছিল।

৪। রংমহল হ'ল আলো—অন্তঃকরণের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইল।

আমার, নাইকো কিছু পুঁজী পাটা[১] পূজার ঘটা[২] লাগিল
( বাজা * না বাজাতে আপনি বাজে )।
নিজ নিত্য সাজে[৩] হৃদয় মাঝে আপনি মা যে সাজিল ॥
তোর,ভোজের বাজি জমা পুঁজী[৪] আমার কাছে যা ছিল
( ওমা এই দেহেতে অহং বুদ্ধি )।
তুই হিসাব কেতাব নে মা বুঝে[৫] গণ্ডগোল সব মিটিল(ভবের)
ঘুচ্‌লো, করণ কারণ[৬] বিধি বারণ জনন মরণ ফুরালো
( পরিব্রাজক তোমার ভাবনা কিসের ) ঃ
গেল শমন শঙ্কা মায়ের ডঙ্কা জগৎ যুড়ে বাজিল
( ডঙ্কা ) ॥ ৭২ ॥

—oo—

* অনাহত ধ্বনি।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নাইকো কিছু পুঁজী পাটা—বৈরাগ্য বশতঃ অন্তঃকরণ বাসনা শূন্য, অথবা দেহাত্ম বুদ্ধিশূন্য।

২। পূজার ঘটা—বাহ্যাড়ম্বর উপেক্ষা পূর্ব্বক অন্তরে আত্মভাবে উপাসনা।

৩। নিজ নিত্য সাজে—মা স্বয়ংই চিন্ময় স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন।

৪। ভোজের বাজি জমা পুঁজী—দেহেতে অহং বুদ্ধিরূপ ভ্রান্ত ধারণা।

৫। হিসাব কেতাব নে মা বুঝে—আত্মসাক্ষাৎকারের পর দেহাত্মবুদ্ধি-বিদূরিত হয়।

৬। ঘুচলো করণ কারণ—আত্ম সাক্ষাৎকার হইলে সিদ্ধ সাধককে আর ধর্ম্মানুষ্ঠান বা বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না ; তাঁহার মৃত্যুভয় থাকে না, এবং পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

১৮১৬ শঃ।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা স্বর।

( যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী—গানের স্বর )

একবার, আয় গো ও মা,আয় গো উমা, আয় দেখি মা।
ও তুই, মা কি মেয়ে,[১] ঠিক্ না পেয়ে, দেখ্‌বো চেয়ে,
ভেবেছি মা ( ও রূপ )॥

১। কোথা গেলে পাব দেখা, তাই বারে বার ঘুরি একা,
যোগ যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র যত পুঁথী লেখা ;—
যত বিদ্যা বুদ্ধি সাধন সিদ্ধি
কেউ জানেনা তোর মহিমা (কেবা জান্‌তে পারে)॥

২। কভু আঁখি মুদে থাকি, কভু নয়ন খুলে দেখি,
সহস্র দলেতে কভু রূপ নিরখি ;—
এসব রূপের মেলা, ভোজবাজির খেলা,
শেষ বেলা টের পেয়েছি মা[২] (তোর কৃপাতে টের)॥

৩। মিছা মায়ার ঘোর তরঙ্গে, জীব সকলে ভাসে রঙ্গে,

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মা কি মেয়ে—ব্রহ্মময়ী মা জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং জীবের কল্যাণের জন্য লীলা বিগ্রহ ধারণ করেন।

২। শেষ বেলা টের পেয়েছি মা—মায়ের চিন্ময়স্বরূপ সাক্ষাৎকারের পর।

নয়ন থাকতে সবাই কাণা, মা তোর মহিমা ;—
জ্ঞানী যোগীর[১] ধ্যানে পরমাত্মা,
আমার যে সোণার প্রতিমা ( তুই মা )॥
৪। ভাবি তোরে ভাবিব না, মন যে নাহি মানে মানা,
ভাবের মাঝে বিরাজে মা,[২] তাও জানি না ;—
আমি যত পলাই, যে দিকে যাই,
সেই দিকে তুই,[৩] এ কি গো মা (ও তোর রূপের ছটা) ॥
৫। মা হ'য়ে সব প্রসবিলি, ভাবের মাঝে মেয়ে হ'লি,[৪]
দক্ষবালা হ'য়ে ব্রহ্মার সাধ মিটালি ;—
তুই ভক্তবাঞ্ছা কল্প লতা,
গিরি সুতা হইলি মা ( লীলাময়ি )॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। জ্ঞানী যোগীর......সোণার প্রতিমা—মা লীলা বিগ্রহ ধারণ করিলেও তিনি স্বরূপতঃ চিন্ময় পরমাত্মা।

২। ভাবের মাঝে বিরাজে মা—ভগবদ্ভাবে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তিনি কৃপা পূর্ব্বক আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন ( তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং—কঠ ১।২।২৩।

৩। যে দিকে যাই সে দিকে তুই—আত্মসাক্ষাৎকারের পর জগতের সর্ব্বত্র মায়িক নাম রূপের অন্তরালে "অস্তি-ভাতি প্রিয়" রূপে ব্রহ্মসত্তা লক্ষিত হয়।

৪। ভাবের মাঝে মেয়ে হ'লি—ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মময়ী মা ভক্তের দুহিতৃরূপে অবিভূর্তা হইয়াছিলেন।

৬। পরিব্রাজক ভাবো মিছে, মায়ার মাঝে[১] নেচে নেচে,
মা আমার মেয়ে হ'য়েছে, অই এসেছে ;—
একবার নাচ্ গো এসে, হেঁসে হেঁসে
হৃদে রেখে পা ছুটি মা ( আমার ) ॥ ৭৩ ॥

—oo—

১৮১৬ শঃ।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

( "বিরাজো মা হৃদ্-কমলাসনে"—গানের সুরের মত )

অই বুঝিগো মা উমা আসিল।
শরৎ শশি-মুখে এত হাঁসি নৈলে কেন ভাসিল॥
সঙ্গে কমলা, বাণী, গজ-বদন, সেনানী,
মা যে কাল পাশে অসুর নাশে সিংহবাহিনী ;
আমার মার মত দীন ছুখ-হরা কোথা আছে কে বলো
( এমন দয়াময়ী ) ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মায়ার মাঝে……মেয়ে হয়েছে—মায়িক দৃষ্টিতে ব্রহ্মময়ী মা কন্যারূপে প্রতীত হইতেছেন।

মায়ের রূপ দে:খছে[১] যে, সে কি নাম রূপে মজে,
প্রেমের ডুব সাগরের[২] উজান জলে নয়ন তার ভেজে;
তার জনন মরণ হয় নিবারণ যার ঘরে মা বসিল
( হৃদয় মন্দিরে যার ) ॥

মা তোর মায়ার সাগরে, প'ড়ে ডাক্‌ছি কাতরে,
হাঁ মা, মা ছাড়া কি মায়ের ছেলে থাকিতে পারে;
এবার, মার মত মা পেলাম যে মা, মা বলা ঘুচে গেল
( ভবে ) ॥

তোরে পূজিবারে চাই, পূজার জিনিষ যে না পাই,
আমি যা দিয়ে পূজিব[৩] তোরে তুই যে স্বয়ং তাই;
চরণ ধর্‌তে গিয়ে মন যে আমার আপনি ধরা পড়িল[৪]
( প্রেমে ) ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মায়ের রূপ দেখেছে......মজে—মায়ের চিন্ময়স্বরূপ সাক্ষাৎকারের পর আর নাম রূপময় অনিত্য সংসারের আসক্তি থাকে না।

২। প্রেমের ডুব সাগরের......ভেজে—ভগবৎপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বহির্মুখীণ মন উজানজলে (উর্দ্ধে সহস্র কমলে) নিমগ্ন (সমাধিস্থ) হইলে ভগবৎ কৃপাদৃষ্টিতে শান্তিময় হইয়া যায়, এবং বহিশ্চক্ষুতে প্রেমাশ্রুপাত হইতে থাকে।

৩। আমি যা দিয়ে পূজিব......তাই—জীবের চৈতন্য, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি এবং জগতের সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মময়ী মায়ের মায়িক বিকাশ।

৪। মন যে আমার......ধরা পড়িল—মন ব্রহ্মস্বরূপ ধারণা করিতে পারে না। ব্রহ্মধ্যানে সমাধিস্থ হইলে মনেরই নাশ হয়। সূর্য্যের আলোকে দীপ্ত চন্দ্র যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার চিৎশক্তিতে মনবুদ্ধ্যাদি জ্ঞানময় বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য মন দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না। আত্মায় মন নিরুদ্ধ হইলে আত্মা সূর্য্যের ন্যায় স্ব মহিমায় চিদ্রূপে প্রকাশিত হয়েন।

এখন হইল ভাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘুচিল,
পরিব্রাজক মা'র চরণে শরণ লইল ;
এখন ভয় কি যমে মায়ের নামে বিজয় ডঙ্কা বাজিল
(শমন) ॥৭৪॥

—oo—

১৮১৭ শঃ।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

আয়গো অভয়া, প্রাণ-তনয়া, জয়া বিজয়া সঙ্গিনী।
দীন তারিণী, বিপদ বারিণী, ভক্তভয় হারিণী॥

১। ধরাধর হ'য়ে হয়েছি অধীর,
তারা হারা হ'য়ে নেত্রে বহে নীর,
এসো কোলে ব'সো নাশো তিমির,
দশভুজে তমঃ-তারিণি॥

২। ভক্ত হৃদে মা তুই চেতন প্রতিমা,
পাষাণ পিতা ব'লে হয় না দয়া কি মা,
কেন গো বিলম্ব করিস্ এত উমা,
আসিতে কলুষ নাশিনি॥

৩। নিজ নিত্য নিকেতন নিবাসিনী,
দীনে দয়া করি হইলি নন্দিনী,

তিন দিন তরে হেরি মুখ খানি,
ত্রিলোক তারা! ত্রিনয়নি॥
অচল আমি, আমার নাহি কোন গতি,
প্রাণমন তাহে চঞ্চল অতি,
পরিব্রাজক বলে নাহি ভাবনা ভীতি,
সতী গতি মতি দায়িনী (অগতির গতি দায়িনী) ॥৭৫॥

—oo—

১৮১৮ শঃ।

(“বল্ মাধাই মধুর স্বরে”—গানের সুর)।

'ওরে, দেখ্ দেখি কে এসেছে—
দশম দুয়ার খুলে' রংমহলে বসেছে॥

---

সজ্জন-তোষণী ব্যাখ্যা।

১। দশম দুয়ার খুলে—ব্রহ্মরন্ধ্রে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে মায়ের চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মময়ী মা নিত্যই চৈতন্যরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছেন; কিন্তু শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে আসক্ত মন তাহা ধারণা করিতে পারে না। এই জন্য দশম দ্বারে মূর্দ্ধাদেশে মন সমাহিত হইলে মা স্বয়ং আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন।

১। মা যে, আঁধার ঘরে[১] আলো ক'রে
ওঁকারে বিরাজিছে,[২]
(দেবের দুর্লভ রূপ[৩] দেখে নে রে)।
ঐ শোন্, অনাহতে নহবতে[৪] কত বাদ্য বাজিছে,
(শঙ্খ তুরী ভেরী)॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। আঁধার ঘরে আলো ক'রে—সচৈতন্যে মনের অজ্ঞানতা দূর করিয়া।

২। ওঁ কারে বিরাজিছে—ওঁ কার স্মরণ দ্বারা সহস্রকমলে মন নিরুদ্ধ করিতে পারিলে মায়ের চিদ্ঘনরূপ প্রকাশিত হয়।

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিং
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ পশ্যেদ্দেবং নিগূঢ়বৎ। শ্রুতি

বুদ্ধি ও প্রণবরূপ দুইখানি যজ্ঞকাষ্ঠ ধ্যানদ্বারা (মনে মনে প্রণব মন্ত্র স্মরণ করিয়া) অন্তরে গূঢ়ভাবে স্থিত দেবকে (আত্মাকে) দর্শন করিতে হয়। ("সহস্র কমল দল আপ্ সাহেব, যেঁও ফলন মধ্ গন্ধ হ্যায়"—সদ্গুরু বাণী) ফুলের মধ্যে গন্ধের ন্যায় সহস্রকমলে ভগবান্ গূঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রণবের উল্লেখ দ্বারা অন্যান্য বীজ মন্ত্রও উপলক্ষিত হইয়াছে।

৩। দেবের দুর্লভ রূপ—স্বর্গের দেবতারাও সুখ ভোগে আসক্ত, এই জন্য তাঁহাদেরও আত্মদর্শন হয় না। ইহপরলোকের সুখ ভোগে বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তি না জন্মিলে ভগবদ্দর্শনের সম্ভাবনা নাই।

৪। অনাহতে নহবতে—মন অন্তর্মুখীণ হইলে অনাহত ধ্বনি শ্রুত হয়,এবং তাহাও উপেক্ষা করিয়া আরও অগ্রসর হইলে (অন্তর্মুখীণ হইয়া মন নিরুদ্ধ হইলে) মায়ের নিত্যচৈতন্যরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

২। মাকে, দেখ্‌বে ব'লে গগন তলে শরৎ শশী উঠেছে,
( ও তার মুখে হাসি ধরেনা যে )।
আবার, মল্লিকা যুঁই শেফালিকা বনের ফুল সব ফুটেছে
( চরণ পাবে ব'লে ) ॥

৩। প্রেমে, গুল্মলতার তরুপাতার নয়নে নীর বইতেছে,
( নিশির শিশির ধারায় ভিজলো ধরা )।
ভক্ত-হৃদ্‌কমলের মাঝে[১] মা যে কমল যুগল রেখেছে,
( চরণ ) ॥

৪। যে জন, যোগে যাগে সদাই জাগে[২] অনুরাগে ম'জেছে,
( ওরে সেই তো মায়ের কোলের ছেলে )।
ও তার এই মাকে মা ব'লে ডেকে মা বলা ঘুচে গেছে[৩]
( চৌরাশী লক্ষ ) ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

৩। ভক্ত হৃদ্ কমলের—ভক্তের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে মা নিত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।

৪। যোগে যাগে সদাই জাগে—প্রেমের সহিত ধ্যান করিতে করিতে যাহার চিত্ত লয় বিক্ষেপাদি শূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছে।

৫। মা বলা ঘুচে গেছে—ব্রহ্মমন্ত্রের স্মরণ দ্বারা মায়ের নিত্যস্বরূপের অপরোক্ষজ্ঞান হইলে ৮৪ লক্ষ জীবযোনিতে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

৫। পরিব্রাজক বলে মায়ের ছেলে যার যথা ঘুম ভেঙ্গেছে,[১]
( ওরে এই তো চেতন হবার সময়[২] )।
হৃদয়কপাট খুলে মায়ের কোলে[৩] যাও মা ব'লে,ডাকিছে
( মা যে হাসি মুখে ) ॥৭৬॥

—oo—

১৮১৯ শঃ।

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া।

বিরস মানসে আমার সুধারস কে ঢালিল।
না জানি কার বদন চাঁদে চেয়ে জীবন জুড়াইল॥
১। অজ্ঞানে ঘুমায়েছিলাম, স্বপনে এ কি দেখিলাম,[৪]
জাগরণে হারাইলাম,[৫] দিয়ে দেখা লুকাইল॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মায়ের ছেলে যার যথা ঘুম ভেঙ্গেছে—জ্ঞানী ভক্ত যিনি যেখানে মায়ের স্বরূপ সাক্ষাৎ করিয়া মোহমুক্ত হইয়াছেন।

২। এইতো চেতন হবার সময়—শারদীয়া পূজার তিথিতে, অথবা জ্ঞানের চতুর্থ ভূমিকায় আত্মসাক্ষাৎকার কালে।

৩। হৃদয় কপাট খুলে মায়ের কোলে—ওঁকার স্মরণ পূর্ব্বক সহস্র কমলে মনকে সমাহিত কর।

৪। স্বপনে একি দেখিলাম—জ্ঞানের চতুর্থ ভূমিকায় অস্থায়ীভাবে আত্ম বিকাশ।

৫। জাগরণে হারাইলাম—মন বহির্ম্মুখীণ হইলে মায়ের নিত্যচিন্ময়রূপ অন্তর্হিত হয়।

২। (খাদ) অরুণ রাগ পা দুখানি,[১]
মুখে সকরুণ বাণী, দশভুজা ত্রিনয়নী,
সে কে না জানি ;—
তার হাঁসিতে সবাই হাঁসে,[২] শরৎ শশী নীলাকাশে,
সেফালিকা হেঁসে হেঁসে, ভোরে ভূমে লুটাইল ॥
৩। (খাদ) নয়নে তার কৃপাদৃষ্টি, পলকে হয় প্রলয়[৩] সৃষ্টি,
কাতরে করুণা বৃষ্টি, রহে না রিষ্টি ;—
রূপেতে ঘর আলো হ'লো, মনের আঁধার ঘুচে গেল,
জনমের সাধ পূরিল, ভয় ভাবনা ফুরাইল ॥
৪। (খাদ) চিন্ময়ী চৈতন্য দিয়ে, ঘুমন্ত ঘোর ভাঙ্গাইয়ে,[৪]
চিদানন্দে মাতাইয়ে, গেল পলায়ে ;—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। অরুণরাগ পা দুখানি ইত্যাদি—প্রেমিক সাধকের অন্তরে আবির্ভূতা ব্রহ্মময়ী মায়ের সগুণ রূপ।

২। তার হাঁসিতে সবাই হাঁসে—তাঁহার চৈতন্য সত্তার বিকাশে চরাচর জগৎ প্রকাশিত হয়। (তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি)—কঠ।

৩। পলকে হয় প্রলয় ইত্যাদি—মায়ের দৃষ্টি মাত্রেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় (তদৈক্ষত ইত্যাদি শ্রুতি), এবং ভক্তের কাতর প্রার্থনায় তাঁহার করুণা দৃষ্টি আপদ্ বিপদ্ নষ্ট করে।

৪। ঘুমন্ত ঘোর ভাঙ্গাইয়ে—অন্তরে আত্মচৈতন্যের বিকাশ দ্বারা অন্তঃকরণের অজ্ঞানতা (দেহাত্ম বুদ্ধি) বিদূরিত করিয়া।

পরিব্রাজক ভেবনাকো, নয়ন মুদিয়া থাকো,[১]
নিরখি নিরখি দেখ, মা বুঝি তোর অই আসিল[২] ॥ ৭৭ ॥

—oo—

১৮২০ শঃ।

( "বল মাধাই মধুর স্বরে— গানের স্বর" ) ।

অই বুঝি মা আসিল ।
নৈলে ভিতর ঘরের দুয়ার[৩] কেন খুলিল ॥
১। আমার মা বিনে মান অভিমানে মন আমার ঘুমিয়েছিল
( তারে জাগালেও তো জাগিত না ) ।
পেয়ে জগৎ ছাড়া, মায়ের সাড়া[৪] খাড়া খাড়া উঠিল
( মন যে চেতন পেয়ে ) ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা ।

১। নয়ন মুদিয়া থাকো—মনকে আত্মসংস্থ করিয়া ধ্যান কর।

২। মা বুঝি তোর অই আসিল—আত্মসংস্থ হইতে পারিলে মায়ের চিন্ময় বিকাশ হয়।

৩। ভিতর ঘরের দুয়ার ইত্যাদি—দশম দ্বারে মন নিশ্চল হইল। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া মন ব্রহ্মরন্ধ্রে সমাহিত ( দশম দ্বার উন্মুক্ত ) হইলে মায়ের চিদ্রূপের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

৪। পেয়ে মায়ের সাড়া ইত্যাদি—আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে অন্তঃকরণের অজ্ঞানতা রূপ জড়তা নষ্ট হয়; এবং লয়বিক্ষেপাদি দোষ শূন্য হইয়া জাগ্রতাদির অতীত তুরীয় অবস্থায় স্থিত হয়।

২। ছিল মনের সন্দ, ভাল মন্দ, বিষম দ্বন্দ্ব মিটিল
(আমার হাস্যমুখী মাকে দেখে)।
এখন আমার তোমার, পর আপনার, সব একাকার হইল[১]
(তত্ত্ব জ্ঞানের উদয়)॥

৩। মায়ের শব্দ শুনে[২] পদ্মাসনে কমল কলি ফুটিল
(মায়ের চরণ কমল পাবে ব'লে)।
আবার ওঁকারে ঝঙ্কারে[৩] তারে তারে বেজে উঠিল
(ভিতর)॥

৪। মায়ের এমনি মায়া, নাইকো কায়া[৪] রূপের ছায়া ছাইল[৫]
(এমন অরূপ রূপের নাই তুলনা[৬])।
মা যে কৃপাবেশে হেঁসে হেঁসে আপনি এসে বসিল
(হৃদয় পদ্মাসনে)॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। সব একাকার হইল—আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সমস্ত ভেদবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়।

২। মায়ের শব্দ শুনে—ব্রহ্মময়ী মায়ের সগুণ বিকাশকালে অভয়-বাণী শুনিয়া।

৩। ওঁকারে ঝঙ্কারে—অন্তরস্থ অনাহত ধ্বনি (প্রত্যাদেশাদি ও অনাহত ধ্বনি দ্বৈত ভাবে উপাসনা কালেই অনুভূত হয়। চিত্ত চিন্ময়-সত্তায় নিরুদ্ধ হইলে হয় না)।

৪। নাইকো কায়া—অরূপ (চিন্ময়)।

৫। রূপের ছায়া ছাইল—সগুণরূপ প্রকাশিত হইল।

৬। অরূপ রূপের নাই তুলনা—উপাসনায় ধ্যানগম্য সগুণরূপও বাহ্য জগতে দৃষ্ট হয় না।

৫। মায়ের সব অনুপম আগম নিগম শুদ্ধি[১] সুগম ভাতিল
(চিদাত্মা চৈতন্য রূপে)।
যত সুসমৃদ্ধি বিরাগ বুদ্ধি, সাধন সিদ্ধি জুটিল
(মায়ের শব্দ পেয়ে)॥
৬। মায়ের মেয়ে ছেলে[২] সবাই মিলে মা মা ব'লে ছুটিল
(মনের আনন্দে দু বাহু তুলে)।
রেখে হৃদ্ কমলে নয়ন জলে পরিব্রাজক ধুইল
(মায়ের চরণ দুটি)॥ ৭৮॥

—oo—

১৮২১ শঃ।

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া।

অই মা আনন্দময়ী হাঁসি মুখে আসিতেছে।
তাই বন-কুসুম রাশি, শরৎ-শশী হাঁসিতেছে॥
সঙ্গে মার কমলা বাণী, গণপতি আর সেনানী,
সিংহারূঢ়া দশপাণি, অসুর মা নাশিতেছে॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। আগম নিগম শুদ্ধি ইত্যাদি—ব্রহ্মময়ী মায়ের চিদ্রূপ সাধকহৃদয়ে প্রতিভাত হইলে তন্ত্র ও বেদে উক্ত চিত্তের বিশুদ্ধতা সহজেই লাভ হয়। (নির্গুণ সত্তায় চিত্ত সমাহিত হইলে ভক্তি বৈরাগ্যাদির এবং সগুণরূপে উপাসনা করিলে বিভিন্ন বিভূতির বিকাশ হয়)।

২। মেয়ে ছেলে......ছুটিল—মায়ের ভক্ত স্ত্রীপুরুষ সকলেই গুরূপদিষ্ট মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক মেরুমধ্য দিয়া মূর্দ্ধা দেশে মনকে আকর্ষণ করিয়া মায়ের চিদ্রূপ দর্শনে অন্তর্মুখীণ হইল।

দুর্গমে দুখহারিণী, বিপদে বিঘ্নবারিণী,
অকূলে কূলদায়িনী, দীন জননী,—
ভক্ত ভয় নিবারিতে, দীনে দয়া বিতরিতে,
আসিছেন মা অবনীতে, সুখ সিন্ধু উথলিছে ॥
একটী বছর কেটে গেল, আঁধারে জীব ঘুমিয়েছিল,[১]
মা এসে জাগাইয়া দিল, চেতন হইল,—
চৈতন্য রূপিণী মা যে, উদয় হ'য়ে হৃদয় মাঝে,
বিরাজে মা সাধের সাজে,[২] অনাহত বাজিতেছে ॥
মায়ের পদ কমলে, পূজ মন সহস্র দলে,
জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে ব'লে, গাও সকলে,—
অই পদে মন প্রাণ রাখো, আঁখি ভ'রে মাকে দেখো,[৩]
পরিব্রাজক মা ব'লে ডাকো[৪], থাকো মার কাছে কাছে[৫] ॥৭৯॥

—oo—

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। আঁধারে জীব ঘুমিয়ে ছিল—জীব অজ্ঞানে অভিভূত হইয়াছিল।

২। বিরাজে মা সাধের সাজে—ভক্তের অধিকারানুরূপ সগুণ ও নির্গুণরূপে (গুণাতীত চিদ্রূপে)।

৩। আঁখি ভ'রে মাকে দেখো—একাগ্রমনে মায়ের সগুণরূপ দর্শন কর, অথবা মায়ের চিন্ময়সত্তায় সমাধিস্থ হও।

৪। পরিব্রাজক মা ব'লে ডাকো—হে সাধক, গুরুমন্ত্র স্মরণকর।

৫। থাকো মার কাছে কাছে—মনকে অন্তর্মুখীণ কর। উপাসনা=উপ+আস+অন আ—নিকটে থাকা অর্থাৎ মনকে ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক আত্মচৈতন্যের অভিমুখীন করা।

## উদ্বোধন ও আবেশ।

### ১৮২২ শঃ।

রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

মোহ বশে মায়ার আবেশে মন আমার ঘুমায়ে ছিল।
স্বপ্নাবেশে[১] এসে কে সে মায়ের বেশে দেখা দিল ॥
(চড়া) রজ্জুতে ভুজঙ্গ ত্রাসে[২], অবিদ্যা বিকাশে ;—
অচেতন অবোধ মন মগন মান বিলাসে ;
অহং তত্ত্ব ভুলে চিত্ত[৩] ভোগে মত্ত আছিল ॥
(খাদ) সকরুণ নয়ন, বাণী, হাঁসি মাখা মুখ খানি,
সুকোমল পাদ পাণি, ত্রিনয়নী গো ;
(চড়া) শিরে কর পরশিল, ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল[৪] ;—
প্রাণ মন হ'লো চেতন নয়ন তাকাইল ;
গেল দ্বন্দ্ব মতি মন্দ ভব বন্ধ ঘুচিল ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। স্বপ্নাবেশে—ক্ষণকালের জন্য মন আত্মসংস্থ হইলে।

২। রজ্জুতে ভুজঙ্গত্রাসে ইত্যাদি—নিজ চিৎস্বরূপের অজ্ঞানতাবশতঃ পৃথক্ জ্ঞান থাকায় রজ্জুর অজ্ঞানতায় সর্পভ্রমের ন্যায় চিদ্ব্রহ্মস্বরূপে জগদ্বোধ হওয়ায় আপদ বিপদের ও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির ভয় হইতেছে।

৩। অহংতত্ত্ব ভুলে চিত্ত—জীব নিজ চিন্ময় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া।

৪। ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল—অজ্ঞান দূর হইল (ইষ্ট দেবতা প্রসন্ন হইয়া নিষ্কামী ভক্তকে আত্মসাক্ষাৎকারের উপদেশ দিয়া থাকেন)।

(খাদ) সে রূপ যার হৃদয়ে জাগে, জপ তপ কি তার ভাল লাগে[১]
মহোল্লাসে ভাসে যে সে প্রেমানুরাগে ;—
(চড়া) একে, তা বুঝিতে নারি, নয় পুরুষ, নারী[২]—
এই ছিল কোথা যে গেল, লুকালো মায়া পসারি ;
পরিব্রাজক চিনিলে কই চিন্ময়ী অই প্রকাশিল ॥৮০॥

—oo—

১৮২২ শঃ।

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

এখনও কি মন, রবে অচেতন,
অই শুন ঘন বাজনা বাজিছে।
ভূতল রসাতল, আকাশ মণ্ডল,
সবে টল মল আনন্দে নাচিছে ॥
নীলাকাশে মাঝে মাঝে মেঘ ভাসে,
তারা হার আনন্দে খেলে আশে পাশে,

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। জপ তপ তার কি ভাল লাগে ইত্যাদি—ব্রহ্মময়ী মায়ের চিদ্রূপের অপরোক্ষতা অথবা সগুণরূপ ধ্যানে দৃষ্ট হইতে থাকিলে আর জপ তপ করা আবশ্যক হয় না। অন্তরে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাবে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্যই জপ তপাদির অভ্যাস করিতে হয়। সাক্ষাৎকার লাভ হইলে সেইভাবে মগ্ন থাকাই সাধনা। (নারদকৃত ১৮শ ভক্তি-সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২। নয় পুরুষ নারী—গুণাতীত ব্রহ্মচৈতন্যে স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই। স্থূলসূক্ষ্ম জড় দেহেই এই ভেদ বর্ত্তমান।

শরতের সোহাগে শশিকলা হাঁসে,
লোল হিল্লোলে অনিল বহিছে ॥
জবা, যুথী, জাতি, মালতী, মল্লিকা,
কুমুদ, কোকনদ, করবী, কলিকা,
ফুট্‌লো, কুসুম রাশি, হাঁসি শেফালিকা
চুম্বিতে মা'র চরণ ভূমে লুটায়েছে ॥
মরি মরি করী-অরি আরোহিণী,
অই মা আসিল ভুবন মোহিনী,
ত্রিতাপ হারিণী ত্রিগুণ তারিণী,
বিকার বারিণী বিঘ্ন বিনাশিছে ॥
জাগো জীব দেখ জগতের জননী,
দাও পুষ্পাঞ্জলি হ'য়ে পুটপাণি ;
বল জয় জয়, পূজ পা দুখানি,
পদ কোকনদে পীযূষ ক্ষরিছে ॥
দুঃখে বা দুর্গমে দুর্গা নাম সার,
আজি দুর্গা-পূজা কি দুঃখ আবার,
দুর্গা ব'লে গলে পর দুর্গা-হার,[১]
না রবে দুর্গতি দুঃখ আগে পিছে[২] ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। গলে পর দুর্গাহার—বৃত্তাকার হারের বা মালার যেমন শেষ নাই সেইরূপ অখণ্ডিতভাবে ক্রমাগত কণ্ঠে দুর্গানাম উচ্চারণ কর।

২। আগে পিছে—পরলোকে ও ইহলোকে।

মা'র মত মা এমন কভু দেখি নাই,
মা ব'লে কাঁদিলে অমনি দেখা পাই,
ভক্তি যদি মিলে, মুক্তি নাহি চাই[১],
মা'র ছেলে হ'য়ে থাকি মা'র কাছে ॥
পরিব্রাজকের মলিন মূঢ় মন,
সাধন ভজন তোমার আর কি প্রয়োজন[২],
মায়ের চরণে লহরে শরণ,
তরণ-তারণ-কিরণ[৩] খেলিছে ॥৮১॥

—oo—

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। ভক্তি যদি মিলে ইত্যাদি—পরভক্তি লাভে মুক্তি স্বতঃই সিদ্ধ হয়। ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলেই দেহাত্মবুদ্ধি ও অনাত্মবিষয়ে আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। (নারদকৃত ৩০শ ভক্তি-সূত্রের ব্যাখা দ্রষ্টব্য)।

২। সাধন ভজন তোমার আর কি প্রয়োজন—ভগবৎকৃপা (ভক্তি) লাভ হইলে তদ্গতভাবে শরণাগতি ব্যতীত পৃথক সাধন ভজনের প্রয়োজন হয় না।

৩। তরণ-তারণ-কিরণ—ভবসাগর পারের পোতস্বরূপ ব্রহ্মময়ী মায়ের চরণকমলের জ্যোতি (মায়ের চরণে শরণ লইলে অর্থাৎ ব্রহ্মময়ীর চৈতন্যস্বরূপে জীবভাব বিসর্জ্জন দিলে ভবসাগর (অনন্ত জন্মমৃত্যুর অধীনতা) হইতে মুক্ত হওয়া যায়)।

১৮২৩ শঃ।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

আয় গো নিরখি, পুনরপি দেখি,
আসিয়া হাঁসিয়া লুকালে কে ।
জিনি পূর্ণ শশী, সুমধুর হাঁসি,
সুধার সরসী পরশি যে ( সুধা রাশি মাখা)॥

১। সে রূপে কি রূপ মাধুরী ভরা[২],
ধরিতে সে রূপ* না গেল ধরা,
জয় জয় যোগীজন-মনোহরা,
ঘুমের ঘোর দেয় ভাঙ্গিয়ে (সে যে অবিত্থার)॥

২। কমল কোকনদ শ্রীপদে লুটায়,
যুথী জাতি শেফালিকা শোভা পায়,
শরতের শশী মৃদু মৃদু হাঁসি,
তারা সহ মিশি নাচিছে ॥

---

* বেদান্ত বেদ্য "জীবব্রহ্মৈকতা"—ব্রহ্মস্বরূপতা ধারণ করা অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" স্বরূপতঃ উপলব্ধি করা অস্মাদৃশ জীবের পক্ষে সাধারণতঃ অসম্ভব।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। আসিয়া হাঁসিয়া লুকালে কে—ব্রহ্মচৈতন্যের ক্ষণিক প্রকাশ।

২। সে রূপে কিরূপ মাধুরী ভরা—জীবে ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশ—জীব ব্রহ্মের অভিন্নভাব, অতি মধুর ভাবের—প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

৩। যাঁহার প্রকাশে[১] ত্রিতাপ বিনাশে,
কৃপা হ'লে যাঁর কি ভয় ভবপাশে,
পরিব্রাজকের মনের আবেশে[২],
লুকাইয়া লীলা কর এসে[৩] ( কৃপা করি ) ॥৮২॥

—oo—

১৮২৩ শঃ।

( "বল মাধাই মধুর স্বরে"—এই গানের সুরের মত )

দেখ্ দেখি কে আসিল ( ওরে )।
বাজ্‌লো বিজয় ভেরী, ভাব লহরী আকাশ পাতাল ছুটিল।
১। যাঁরে দেখ্‌তে গিয়ে কেউ পায়না দেখা,
চিনেও কেউ না চিনিল[৪]
( দেখা না দিলে কা'র সাধ্য দেখে[৫] )।

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। যাঁহার প্রকাশে—ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে।

২। মনের আবেশে—মনের নিষ্ক্রিয় ( নিরুদ্ধ ) অবস্থায়।

৩। লুকাইয়া লীলা কর এসে—বিশুদ্ধ বুদ্ধির অন্তরে প্রকাশিত হও।

৪। যাঁরে দেখ্‌তে গিয়ে……না চিনিল—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ও মনের অগোচর।

৫। দেখা না দিলে কার সাধ্য দেখে—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ( কঠ ) ২।২৩। যাঁহার অন্তরে ইনি ( আত্মা ) স্বয়ং আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

বুঝি দীন দেখে দিন বুঝে সে যে,
আপনি উদয় হইল (তাই)॥

২। সে যে কি করে, নিজ ভিতর ঘরে[১],
জান্‌তে কেউ না পারিল[২]
(জ্ঞানের অতীত[৩] আত্ম-রূপিণী)।

যে প্রাণ ভ'রে "মা" ব'লে ডাকে[৪]
সাড়া সেই তার পাইল (প্রাণ জুড়ানো)॥

৩। সে যে আপন রূপে আপনি ঢাকা[৫], তাই দেখা না মিলিল
(মায়ের অরূপ রূপের[৬] খোঁজ পাবে কে)।

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নিজ ভিতর ঘরে—সহস্র কমলে নিরুদ্ধ চিত্তে।

২। জান্‌তে কেউ না পারিল—মন-বুদ্ধ্যাদি আত্মার স্বরূপ জানিতে পারে না; কেননা তাহাদের জ্ঞানও আত্মা হইতেই গৃহীত। ("বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫ বিজ্ঞাতা আত্মাকে কে জানিতে পারে, অর্থাৎ কেহই জানিতে পারে না; তিনি নিজেই নিজের জ্ঞাতা।)

৩। জ্ঞানের অতীত—পৃথক্ জ্ঞানের অতীত, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি দ্বারা পৃথক্‌ভাবে আত্মার জ্ঞান হয় না, আত্মা স্বয়ং প্রকাশ।

৪। যে প্রাণভ'রে মা ব'লে ডাকে—যে প্রেমের সহিত ব্রহ্ম মন্ত্রের সাধনা করে।

৫। আপন রূপে আপনি ঢাকা—ব্রহ্মের বাহ্যরূপ-জগৎপ্রপঞ্চ দ্বারা তাঁহার বিশুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ আচ্ছাদিত।

৬। অরূপ-রূপের—ত্রিগুণাতীত চিদ্রূপের।

সেই রূপ ঢাকা রূপ[১] সেই দেখে, যে
নাম রূপে না মজিল[২] ( মায়ায় মত্ত হ'য়ে ) ॥
৪। যত বিদ্যা বুদ্ধি, সাধন সিদ্ধি[৩],
সঙ্গে সবাই ধাইল
(ওরে মা যেখানে, সব সেখানে) ॥
সেই রূপ রাশি দেখিবে ব'লে বোধন বাদ্য[৪] বাজিল
( বিজয় শঙ্খ ঘণ্টা ) ॥
৫। পরিব্রাজক বলে মা'র মত মা, মা যদি মিলাইল
( মা বৈ দীনের আর কে আছে ) ॥
তবে কিসের শঙ্কা কালের ডঙ্কা মা বলা ঘুচে গেল
( মায়ার ) ॥৮৩ ॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। সেই রূপ ঢাকা রূপ—মায়িক নামরূপের অতীত ব্রহ্মের অস্তি-ভাতি-প্রিয় ( সৎ-চিৎ-আনন্দ ) রূপ।

২। যে নাম রূপে না মজিল—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের ভোগে যাঁহার আসক্তি নাই, অর্থাৎ যিনি বৈরাগ্যবান্।

৩। বিদ্যাবুদ্ধি সাধন সিদ্ধি—শাস্ত্রজ্ঞান জাত-বিবেক এবং সাধনার ফল বৈরাগ্য ও প্রেমের একমাত্র লক্ষ্য ভগবানের চিদ্রূপ দর্শন।

৪। বোধন বাদ্য—উপাসনা কালে অন্তরে শ্রুত অনাহত ধ্বনি।

১৮২৪ শঃ।

( সমাধি বৎসর )*

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ঘোর আঁধারে, নিশি নিরাধারে,[১]
নিরখিলাম একি আঁখির মাঝারে[২]।
কোটী শশী প্রভা, মুনি মনোলোভা,
বর্ণিতে সে শোভা বচন হারে॥
১। মায়া নিদ্রা বশে অঘোরে ঘুমায়ে,
ছিলাম অচেতন জ্ঞান হারাইয়ে।
কে যেন আসিয়ে শিয়রে বসিয়ে[৩],
হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে[৪] জাগায় আমারে॥

---

* সমাধি বৎসর ( বাঙ্গলা ১৩০৯ সনে ) বিরচিত।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

এই সঙ্গীতে ব্রহ্মের সগুণ বিকাশের বর্ণনা দ্বারা তাঁহার চিদঘন স্বরূপের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

১। ঘোর আঁধারে নিশি নিরাধারে—অজ্ঞানাভিভূত মনের আশ্রয়শূন্য বা লক্ষ্যহীন অবস্থায় ( রাত্রির অন্ধকারে যেরূপ ভ্রম বশতঃ সমস্ত দিক্ শূন্যবোধে লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থান স্থির হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানতায় মনের একমাত্র আধার আত্মস্বরূপে লক্ষ্য স্থির হয় না।

২। আঁখির মাঝারে—ভ্রূমধ্যে (আজ্ঞা চক্রের দ্বিদলে)। ( দৃষ্টি শক্তির কেন্দ্র বলিয়া এখানে ব্রহ্মের সগুণ বিকাশ দৃষ্ট হয় )।

৩। শিয়রে বসিয়ে—সহস্র কমলে আবির্ভূত হইয়া।

৪। হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে—আত্মজ্ঞানের বিকাশ করিয়া।

২। নয়নের ঝলকে জগজ্জ্যোতির্ম্ময়,[১]
পলকে পলকে সৃষ্টি স্থিতি লয়;
আহা মরি মরি কি বচন মাধুরী[২],
শুনিলে যে ভুলে যাই আপনারে[৩]॥

৩। কোমল কর তায়[৪] পরশিলে গায়,
আমি তুমি তিনি ভেদ মিটে যায়[৫];
শ্রীপদ পঙ্কজে ভুক্তি মুক্তি ভজে,
ভক্ত জন মজে প্রেমের পাথারে॥

---

## সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নয়নের ঝলকে জগজ্জ্যোতির্ম্ময়—ব্রহ্মের জ্ঞান-শক্তি জড় জগতে জ্যোতি রূপে প্রকাশিত।

২। কি বচন মাধুরী—উপাসনাকালে অপূর্ব্ব প্রত্যাদেশ বাণী; (নিরুদ্ধ চিত্তে স্ব-স্বরূপোপলব্ধি)।

৩। শুনিলে যে ভুলে যাই আপনারে—প্রত্যাদেশ শুনিতে শুনিতে অথবা চিদ্রূপে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে নিজের পৃথক্ জ্ঞান থাকে না।

৪। কোমল কর তায় ইত্যাদি—চৈতন্য-স্বরূপে মন নিরুদ্ধ হইলে।

৫। আমি-তুমি-তিনি ভেদ মিটে যায়—ব্রহ্মস্বরূপতায় ভেদ-বুদ্ধি থাকে না। আত্ম-সমাধিকালে-তুরীয় অবস্থায় মনের নিরোধ হয় বলিয়া একমাত্র অখণ্ডচৈতন্যই প্রকাশিত থাকেন।

৪। আঁধার ঘরের আলো এটি কার মেয়ে[১],
অচল চঞ্চল পথ পানে চেয়ে[২] ;
পরিব্রাজক ঊর্দ্ধশ্বাসে* এস ধে'য়ে,
দেখ্‌বে যদি প্রাণের উমারে[৩] ॥ ৮৪ ॥

—oo—

১৮২৪ শঃ।

( সমাধি বৎসর ) †

( "হরি নামামৃত পান কর সবে ভাই"— গানের সুর )।

নিশি পোহাইল জীব জাগো সকলে।
দেখ কে, বিল্বতরুমূলে ॥

১। সিংহ বাহনে যে মা, আমার সোণার প্রতিমা,
সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি ঋদ্ধি সিদ্ধি[৪] নাইকো উপমা,—
পরা চিত্র বসন, কমলাসন, রত্নভূষণ ঝলমলে
( দেবের দুর্লভ শোভা ) ॥

---

* মূলাধার হইতে সহস্রারবিন্দে গতি।

† সমাধিবৎসর ( বাঙ্গালা ১৩০৯—সনে ) বিরচিত।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। এটী কার মেয়ে=সগুণব্রহ্মের—কুমারীকন্যারূপ ( কেনোপনিষৎ ৩য় খণ্ড। ১২ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।)

২। অচল চঞ্চল পথ পানে চেয়ে—গুণাতীত অবস্থায় শান্তিময় চিৎস্বরূপে স্থিত হইয়া, অথবা ( সগুণপক্ষে ) কুমারীকন্যারূপে লক্ষ্যপথে চঞ্চল দৃষ্টিতে স্থিত হইয়া।

৩। উমারে—কুমারীকন্যারূপে আবির্ভূতা ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মময়ী মাকে। ( উমা=উ+ম+অ—স্ত্রী আ=ওঁ=ব্রহ্ম )।

৪। বিদ্যা বুদ্ধি ঋদ্ধি সিদ্ধি—সরস্বতী, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশ।

২। মায়ের দিব্য পরিচ্ছদ, জবা কমল কোকনদ,
গঙ্গা জলে বিল্বদলে সজ্জিত শ্রীপদ ;—
সুরভি বন ফুলের মালা দুলিছে মায়ের গলে
( দশভুজার পূজা যে আজ )॥

৩। দেখে গিরি বালিকা, জাতি যূথী মল্লিকা,
ফোটে দোপাটীফুল পরিপাটী আর শেফালিকা ;—
নিশায় তারা শশী হাঁসি হাঁসি নাচে গগন মণ্ডলে
( তাদের আনন্দের আর সীমা নাই )॥

৪। ভক্ত হৃদয় মাঝে, মা যে এই সাজে রাজে,
আবার যোগিগণে কতই শোনে, বাজনা যে বাজে ;—
আজ আকাশ পাতাল পূর্ণ হ'লো আনন্দ কোলাহলে
( জয় জয় রবে গো )॥

৫। পরিব্রাজক কি আর চাই, অন্য সাজ বাজে কাজ নাই,
ব'সে সিদ্ধাসনে মনে প্রাণে ঐক্য কর ভাই[১] ,—
মেরু মূলাধারে বোধন ক'রে পূজ সহস্র দলে[২]
( আনন্দ রূপিণী মায়ের )॥৮৫॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মনেপ্রাণে ঐক্য কর ভাই—মনকে আত্মসংস্থ করিয়া শারীর ক্রিয়ার মূল প্রাণ শক্তির সংযম দ্বারা বিক্ষেপশূন্য হও।

২। মেরু মূলাধারে বোধন ইত্যাদি—মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুদত্ত মন্ত্র যোগে কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন পূর্ব্বক সহস্রকমলে চৈতন্য-রূপিণী মায়ের চরণে জীবভাবকে অঞ্জলি দাও, অর্থাৎ আত্মসংস্থ হও।

# যোগেশ্বরীর প্রীত্যর্থে রচিত।

## ( ঘ )

বিভাষ—একতালা।

বিরাজো আনন্দময়ি! আনন্দ-কানন[১] মাঝে।
সচ্চিদানন্দ রূপিণী সদানন্দ হৃদম্বুজে॥
ভোগানন্দ রূপে মাগো, ভোগীরে ভুলায়ে রাখো,
কুণ্ডলিনী রূপে জাগো[২], জাগাও যোগীন্দ্র সমাজে॥
অজ্ঞানীকে কর অন্ধ, জ্ঞানীকে দাও পরানন্দ,
ভক্ত হৃদে ভাবানন্দ তুমি গো মা যে—
বৃন্দারক গণ বন্দে, পদ যুগলারবিন্দে,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র বৃন্দে যোগানন্দে যে বিরাজে॥

---

### সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। আনন্দ-কানন—কাশীধাম আনন্দের ( মোক্ষের ) কারণ বলিয়া কাশীর নাম আনন্দ-কানন। ( কাশীখণ্ড। ২৬ অধ্যায় )।

২। কুণ্ডলিনীরূপে জাগো ইত্যাদি—চেতনাশক্তি রূপে জীবের জাগ্রতাদি অবস্থায় প্রকাশিত হও এবং তুরীয় অবস্থায় যোগীর আত্মচৈতন্যের বিকাশ কর।

নাশি অহং মম দ্বন্দ্বে, স্থান দাও পদারবিন্দে,
পরিব্রাজক ভববন্ধে, জড়িত যে মা—
বিরাজো মা 'যোগেশ্বরী', কৃপাযোগ বল্ বিতরি,
'যোগাশ্রম' আলো করি, চিদানন্দময়ী সাজে ॥৮৬॥

—oo—

রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ।

জয় জগ-জননী, ত্রিতাপ-তারা,
দেব-দানব-মানব-পাবনী গো ॥

কাশী-বিলাসিনী, কাল ভয়নাশিনী,
জীব-শিব-মোহিনী রঙ্গিণী গো ;—
"যোগেশ্বরী" সাজে, "যোগাশ্রম" মাঝে,
এ কোন্ বিরাজে রমণী গো ॥

দুগ্ধান্নপূর্ণ হেম দর্ব্বীহস্তে,
কারুণ্যপূর্ণ নয়নী গো ;—
বিচিত্র বসনা, প্রসন্ন বদনা,
ভব-রোগ-যাতনা হারিণী গো ॥

বৃন্দার বৃন্দ [১] মুনি নারদাদয় [২]
স্তুবন্তি নিগমাগমোক্ত মন্ত্রৈঃ—[৩]
পার্শ্বে পশুপতি, নৃত্য যুক্ত অতি,
দেখি অপরূপ অন্নদায়িনী গো॥
ভক্ত-কল্প-লতে, নমি পদযুগে,
যে পদ ত্রিলোক বন্দিত গো;—
রাজ-রাজেশ্বরি! শ্রীরূপ মাধুরি,
যেন না পাসরি জননী গো॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি গো মা, চাহিনা চাহিনা,
চাহি হৃদি মাঝে দিবা রজনী গো;—
মনেরই সাধে, সমাধি প্রবোধে,[৪]
প্রাণ ভরি দেখি চরণ দুখানি গো॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। বৃন্দারবৃন্দ—দেবতাসমূহ। বৃন্দারক স্থলে বৃন্দার শব্দ দেবতা অর্থে প্রয়োগ, সঙ্গীতানুরোধে বা ছন্দোঽনুরোধে। যথা—ভূমিতে স্থলে ভূমে শব্দের প্রয়োগ; ত্র্যম্বকং স্থলে ত্রি অম্বকং কুমারসম্ভবে কালিদাস। এইরূপ ৬৫ সংখ্যক সঙ্গীতে দুহিতঃ স্থলে দুহিতে হইয়াছে।

২। মুনি নারদাদয়—নারদ, কৌশিক, অত্রি, ব্যাস অম্বরীষ, অগস্ত্য, কশ্যপ প্রভৃতি মুনিগণ।

৩। স্তুবন্তি নিগমাগমোক্তমন্ত্রৈঃ—বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত সূক্ত ও মন্ত্র সমূহদ্বারা স্তব করেন।

৪। সমাধিপ্রবোধে—সমাধিজাত জ্ঞানে তুরীয় অবস্থায়।

দীনাতিদীন পরিব্রাজকেন স্তুত [১]
মনঃপূত মূরতি গো ;—
নাই ভয় ভাবনা, গাও মন রসনা,
জয় যোগেশ্বরী ত্রিলোক তারিণী গো ॥৮৭॥

—oo—

রাগিণী ঝিঁঝিট - তাল একতালা।

যোগেশ্বরী জগদীশ্বরী জয় জয় জগ-জননী।
পরমারাধ্যা সিদ্ধবিদ্যা[২] অনাদ্যা স্বরূপিণী ॥
যোগমায়া প্রকাশিলে, ব্রহ্মাদি দেব প্রসবিলে,
মায়াতে ব্রহ্মাণী লক্ষ্মী হইলে দাক্ষায়ণী ॥
চারি মুখ ব্রহ্মার তব গুণ গেয়ে,
কমল আঁখি বিষ্ণুর ওরূপ হেরিয়ে, [৩]
তুমি পুরুষ কি মেয়ে খোঁজ না পেয়ে, পাগল শূলপাণি ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। পরিব্রাজকেন স্তুত —পরিব্রাজক কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত বা প্রার্থিত।

২। সিদ্ধবিদ্যা—শ্রীশ্রীকালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণাদি সিদ্ধবিদ্যা নামে খ্যাত। ইঁহারা কলিযুগে পূর্ণ ফল প্রদান করেন এবং ইঁহাদের মন্ত্র কলিদুষ্ট নয় বলিয়া পুরশ্চরণাদিতে চতুর্গুণ জপ করিতে হয় না। (মালিনী বিজয় তন্ত্র)—তন্ত্রসার দ্রষ্টব্য।

৩। চারিমুখ ব্রহ্মার ইত্যাদি—তোমার গুণগান করিতে করিতে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইয়াছেন, এবং তোমার রূপ দর্শনে বিষ্ণুর কমল লোচন হইয়াছে।

পুরুষ তুমি তুমি প্রকৃতি,
রবি শশী জ্যোতিঃ তব বিভূতি,
কায়াতে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ছায়া শ্রীরাধা রাণী[১] ॥
দীনাতিদীন মা পরিব্রাজক বলে,
সাজগোজ* মা তোর যা আছে দে ফেলে,†
হও মা আবির্ভাব স্বভাব হিল্লোলে,[২]
কাশী-ধাম বাসিনী ( যোগাশ্রম ) ॥৮৮॥

—০০—

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর—তাল খয়রা।

( সুর—"গুপ্ত আনন্দ ধামের মেলা" )

কুঞ্জ কাননে কে ও কামিনী ( হৃদি )।
চিদ্‌ঘন-কৃষ্ণ-কাদম্বিনী কোলে[৩] খেলিছে সৌদামিনী॥

---

* মায়িক নাম রূপ।

† পাঠান্তর—"সাজগোজে আমায় কেন মা ভুলালে"।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। কায়াতে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ইত্যাদি—বাহিরে—দেহ ও দেহের ছায়া পৃথক্ দৃষ্ট হইলেও প্রকৃততঃ দেহ ব্যতীত ছায়ার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধায় ভিন্নতা নাই ( উভয়ই তোমাতে একীভূত )।

২। হও মা আবির্ভাব স্বভাব হিল্লোলে—নিজ নিত্যরূপে ( চৈতন্য স্বরূপে ) প্রকাশিত হও।

৩। চিদ্‌ঘন কৃষ্ণ কাদম্বিনী কোলে—ব্রহ্মময়ী মায়ের সগুণ রূপ চিদ্রূপ মেঘে বিদ্যুতের মত প্রকাশ পাইতেছে।

( চিদ্ঘনের কোলে খেলিছে রূপ দামিনী )

কিবা মধুর মূরতি, রূপের অপরূপ জ্যোতি,
দেখে সরমে মরমে মরে মন্মথ রতি ;—
যেন কোটী চাঁদ নিঙ্ড়ানো সুধা
(ও তার) মাখা মুখ খানি ॥

রূপের নাহিকো সীমা প্রেমের কনক প্রতিমা,
আবার শ্যাম অঙ্গে মিশায়ে সে রূপ ধরে শ্যামা[১] ;—
তখন অসি বাঁশী ভেদ থাকে না, বনমালী মুণ্ডমালিনী ॥
রূপের নাই যে আদি শেষ, এ রূপ স্বরূপের বিশেষ,[২]
যেন অরূপ গাছে রূপের লতা জড়িত[৩] এ বেশ ;—
এই রূপসাগরে ডুব্লে পরে
মিটে নাম রূপের ঢেউ আপনি[৪] ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। রূপের নাহিকো সীমা ইত্যাদি—মায়ের অসংখ্য রূপ। তিনি ভক্ত হৃদয়ের প্রেমের গুণে গৌরাঙ্গী দুর্গা ও অন্নপূর্ণা রূপে, কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণ ও কালী রূপে প্রকাশিত হন।

২। এরূপ স্বরূপের বিশেষ—চিন্ময়ী মায়ের সগুণ বিকাশ।

৩। অরূপ গাছে রূপের লতা জড়িত—গুণাতীত ব্রহ্ম সত্তায় দেবী রূপে আবির্ভূতা।

৪। এই রূপসাগরে ডুবলে ইত্যাদি— সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা ক্রমে তাঁহার চিৎ-সত্তায় সমাহিত হইতে পারিলে নামরূপময় জগদ্ভ্রম দূর হয়।

পরিব্রাজক বলে মন, হও এই বেলা চেতন,
ওরে, চৈতন্যে চৈতন্যময়ী কর দরশন[১],—
ও যে চেতন জলের ফুটন্ত ফুল,[২]
লোকে তাই বলে "কমলিনী" ॥ ৮৯ ॥

—oo—

বাউলের সুর।

( যথা—বল্ মাধাই মধুর স্বরে )

মা আমার হাস্যমুখী।
বড় সাধ মনে ঐ মুখ্ খানি সদাই দেখি ॥
রাঙ্গা চরণ দুটি পরিপাটি সাধ্ মনে হৃদে রাখি
( দেবের দুর্ল্লভ চরণ সে যে )।
হ'য়ে আশ্রিত, চরণামৃত পান করি আর হই সুখী ॥
মায়ের সোণার বরণ রত্নাভরণ হয়েছে সাজ শোভা কি
( যেন ত্রিভুবন আলো করেছে )।
পরা চিত্র-বসন কমলাসন পার্শ্বেতে শিব পিনাকী
( ভিখারীর বেশে ) ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। চৈতন্যে চৈতন্যময়ী ইত্যাদি—তুরীয় অবস্থায় ব্রহ্মময়ীর চিদ্রূপের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ কর।

২। চেতন জলের ফুটন্ত ফুল—চিৎসত্তার সগুণ বিকাশ।

রাজ রাজেশ্বরী "যোগেশ্বরী" তরাতে জীব পাতকী।
(যত পাপ্ তাপ থাকুক না কেন)।
করি কৃপা দৃষ্টি কাশীর সৃষ্টি মুক্তি দেন অহৈতুকী
(সাধন বিনা)॥

আমি যখন যা চাই তখনই পাই
মার কৃপা আর ব'ল্বো কি
(মা আমার দীন দয়াময়ী)।
এমন মা দেখি নাই যে খানে যাই সেই খানে পাই,[১]
যাই ডাকি
(মা মা ব'লে)॥

ও ভাই আয়রে সবাই আর বেলা নাই[২]
যাই ঘরে একা একী,[৩] (সঙ্গে তো আর কেউ যাবে না)।

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। যেখানে যাই সেইখানে পাই—এই ঘটনা শ্রীমৎ পরিব্রাজকস্বামি-মহোদয়ের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বর্ণিত।
২। আর বেলা নাই—জীবন শেষ হইয়া আসিল।
৩। যাই ঘরে একা একী—নিজ নিত্য চিৎস্বরূপে স্থিত হই।

পরিব্রাজক বলে মায়ের ছেলে
মা'র কোলে ঘুমিয়ে থাকি[১] ॥ ৯০ ॥

—oo—

বাউলের স্থর—তাল গড় খেমটা।

কে বা জানে "মা"[২] আমার মাতা কি পিতা।
চিন্‌তে পারি না মা যে চিন্তাতীতা[৩]
( চৈতন্যরূপিণী মা যে চিন্তাতীতা ) ॥
পুরাণ দর্শন তন্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি বেদ মন্ত্র,
যাগ যজ্ঞ যোগ যন্ত্র, স্তম্ভিত গীতা ॥
প্রকৃতি কেউ বলে মাকে, কেউ পুরুষ ব'লে ডাকে,
কেউ মায়াতে ভাবে তাঁকে, শিব-বনিতা ॥
কেউ বলে মা রণকালী, কেউ বলে বা বনমালী,
কেউ ব'লে মা দশভুজা, গিরি-তুহিতা ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মা'র কোলে ঘুমিয়ে থাকি—চিন্ময়ী মায়ের ধ্যানে নিবিষ্ট হই।
২। মা—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই 'মা' শব্দে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।
৩। চিন্তাতীতা—মন বুদ্ধির অতীত।

এ সকলই মায়ের মায়া, যত রূপ সব মায়ের ছায়া,[১]
মায়ের স্বরূপ অরূপ কায়া,[২] বুঝিবে কে তা॥
মা নহে পুরুষ মেয়ে, নাহি জন্ম মরণ বিয়ে,
সৃষ্টি স্থিতি লয় মায়ে, এই সার কথা॥
পরিব্রাজকের মা যে, বিরাজে আছন্ত মাঝে,
"মা" বিনা মা কারও নহে, সুতা বনিতা॥ ৯১॥

—oo—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে মা ত্রিনয়নি!
হাসির বিকাশে,[৩] আকাশে প্রকাশে,
শশী, দিবাকর, দহন, দামিনী॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। যত রূপ সব মায়ের ছায়া—ছায়া যেমন বস্তুর অস্পষ্ট বিকাশ, সেইরূপ চরাচর জগৎও মায়ের (ব্রহ্মের) অস্ফুট বিকাশ।

২। মায়ের স্বরূপ অরূপ কায়া—ব্রহ্মময়ী তত্বতঃ চিদ্রূপ।

৩। হাসির বিকাশে ইত্যাদি—চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ পরব্রহ্মেরই চিদ্রূপের জড় বিকাশ।

(খাদ) ছিলে কি আসিলে, জানিবারে নারি,
আছো কি না আছো বুঝিতে না পারি,[১]
কে তুমি কে আমি[২] কেমনে বিচারি,
জ্ঞানদায়িনি!

(চড়া) অপাঙ্গ ভঙ্গিতে[৩] সৃষ্টি স্থিতি লয়,
একাকিনী তবু বহু রূপ হয়,
বিচিত্র বিভূতি নাহি ক্ষয়োদয়[৪],
এ তত্ত্ব কে জানে অরূপরূপিণী[৫] ॥

(খাদ) করুণানয়নে চাহো মা একবার,[৬]
ঘুচাইয়া দাও মনের বিকার;
ঘুচে যা'ক বোধ পর আপনার,
জয় জননী ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। আছো কি না আছো ইত্যাদি—পরব্রহ্ম সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। (গীতা—১৩শ অঃ।১৩ শ্লোক—জ্ঞেয়ং যৎ তৎ ইত্যাদি)

২। কে তুমি কে আমি—ব্রহ্ম ও জীবে বস্তুতঃ ভেদ আছে কি না?

৩। অপাঙ্গ ভঙ্গিতে—চক্ষুর ইঙ্গিতে (ঈক্ষণ মাত্র অর্থাৎ স্বমহিমায়)।

৪। বিচিত্র বিভূতি ইত্যাদি - ঐশী শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

৫। অরূপরূপিণী—চৈতন্যরূপিণী।

৬। করুণা নয়নে চাহো মা একবার—একবার কৃপাদৃষ্টি কর অর্থাৎ স্বরূপতঃ প্রকাশিত হও।

(চড়া) তোমারই কৃপাতে কাটে কাল-ফাঁশ,
তোমারই কৃপাতে ভ্রান্তি হয় নাশ,
তোমারই কৃপাতে শান্তিধামে বাস,
তোমারই কৃপাতে শিবোহহং শুনি ॥[১]

(চড়া) জয় যোগেশ্বরী জগৎপ্রসূতি,
ব্রহ্মাদি দেবতা করে তব স্তুতি,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র করিছে প্রণতি—
পতিতপাবনী।

(চড়া) অই পদতলে দেহ মা আশ্রয়,[২]
আর যেন ভবে আসিতে না হয়,
পরিব্রাজকের কি ভাবনা ভয়,
"মা" বলিয়া ডাকি দিবারজনী ॥ ৯২ ॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। তোমারই কৃপাতে শিবোহহং শুনি—তুমিই কৃপা পূর্ব্বক গুরুরূপে জীব-ব্রহ্মের অভেদ বাচক উপদেশ দিয়া থাক।

২। ঐ পদতলে দেহ মা আশ্রয়- ব্রহ্মময়ি মা, তোমায় চিৎসত্তায় বিলীন করিয়া লও।

## ভোগ—আরতি।

### কীর্ত্তন ভাঙ্গা স্থর।

মা আমার যাদুমণি।
মা আমার যাদুমণি চাঁদবদনী ॥
মা আমার সদাশিবের সোহাগিনী,
মা আমার কৈলাস কাশী বাসিনী,
মা আমার যোগাশ্রম নিবাসিনী,
খাও ঘৃতান্ন দাল শাক সূক্তানি ॥
মা আমার ত্রিলোকের অন্ন-দায়িনী,
মা আমার ভক্তি মুক্তি বিধায়িনী,
খাও পয়োদধি সর ক্ষীর নবনী ॥
মা আমার পতিতকুল পাবনী,
মা আমার সংসার পাশ বিমোচনী,
খাও পুরী পেড়া রসকরা ফেণী ॥
মা আমার ত্রিগুণ ত্রিদোষ নিস্তারিণী,
মা আমার ত্রিতাপ জ্বালা নিবারিণী,
খাও মনোহরা মতিচুর চিনি ॥
মা আমার যোগিজন মনোমোহিনী,
মা সদ্‌ভক্ত হৃদয় বিলাসিনী,
লও সুশীতল জল পান আচমনী ॥ ৯৩ ॥

—oo—

## সন্ধ্যা—আরতি। [১]

(“হরি নামামৃত পান”—গানের সুর।)

জয় জয় বল মা’র সন্ধ্যা আরতি ;
যত সুর নরে করে স্তুতি ॥

১। শিব পঞ্চমুখে গায়, বিষ্ণু বিগলিত তায়,
ব্রহ্মা চারিবেদে চুপচিন্তা ক’রে, (মা’র) অন্ত নাহি পায়
বহে সহস্র নয়নে ধারা সারা হয় সুরপতি ॥

২। তারা, শশাঙ্ক, ভাস্কর, দীপমালা মনোহর,
মায়ের আকাশ থালে বিকাশ তাদের প্রকাশ সুন্দর ;
(তারা) ঘোরে ফেরে পান করে মা’র হাস্যমুখের জ্যোতি ॥

৩। বরুণ অরুণ পা ধোয়ায়, পবন চামর ডোলায়,
আবার বনস্পতি সুগন্ধ রস্ ফল ফুল যোগায় ;
তুমুল শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদের নাই অনাহতে বিরতি ॥

---

### সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। এই সঙ্গীতে মাতৃভাবে পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ত্রিলোকের—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা প্রকাশিত।

৪। দূরাদূর্ শব্দ শুনিছি, ( ছুটে তাই) দেখ্‌তে এসেছি,
(মা তোর)অরূপ ছটায় রূপের ঘটা[১] তা বুঝ্‌তে পেরেছি
পরিব্রাজকের সাধ, ঘুচলো বিবাদ,
অই চরণে প্রণতি ( করি মা ) ॥ ৯৪ ॥

—oo—

# শেষ জীবনের সঙ্গীত।

( ৬ )

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

গুরো গো ! সেদিন আমার কবে হবে ?
উপজিবে প্রেম, যাবে জগদ্‌ভ্রম,
অহং-মম-তমঃ উপশম রবে।
অভিমানের ভস্ম অঙ্গেতে মাখিব,
নিজ নিন্দা-রজে গড়াগড়ি দিব,
তব কৃপাবায়ু হিল্লোলে ভাসিব,
ভোগ রোগ গোলযোগ মিটে যাবে ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মা তোর অরূপ ছটায় রূপের ঘটা—ব্রহ্মের গুণাতীত চৈতন্য সত্তার নাম রূপের বিকাশ।

শত্রু মিত্র আর পর আপনার,
বিবেক বিচারে হবে একাকার,
হরি নাম সার হবে কণ্ঠহার,
নামের হুঙ্কার বিকার ঘুচাবে ॥
আপনার ভাবে আপনি ভাসিব,
আপনার প্রেমে আপনি নাচিব,
কখন কাঁদিব কখন হাঁসিব,
পরিব্রাজকের ভাবনা কি তবে ॥৯৫ ॥

—oo—

( "বল মাধাই মধুর স্বরে—গানের স্বর" )

ওমা, তাই তোরে ভাল বাসি।
আমায় দীন দেখে দেখাও ডেকে সোণার কাশী ॥
১। ওমা, আমারে আমার বলিতে রাখিস্‌নিকো মা মাসী
( ও তুই মা থাকিতে আবার কে মা )।
ক'রে কৃপার ভাগী, গৃহ-ত্যাগী করিলি মা সন্ন্যাসী
( আমায় ) ॥
২। মনের ময়লা মাটী পুড়িয়ে খাটী করিতে এলোকেশি!
( ও গো মা বিনা কার এত দয়া )।
আমায়, নিন্দুকের বন্দুকের আগে রেখেছিস্ দিবা নিশি
( ও তুই ) ॥

৩। আমায় কেউ বলে ভণ্ড পাষণ্ড কেউ বলে অবিশ্বাসী
(কপট লম্পট শঠ কেউ বলে মা)।
আবার কেউ বলে বা চোর জুয়াচোর গালি দেয় রাশি রাশি
(ও তোর এমনি কৃপা)॥

৪। মনের মান প্রতিষ্ঠা শূকর বিষ্ঠা নিন্দা জলে যায় ভাসি
(আমার আনন্দের আর সীমা নাই মা)।
ঘুচ্‌লো, ভাল মন্দ বিষম দ্বন্দ্ব প্রেমানন্দবিলাসী
(মন)॥

৫। আমার নিন্দা গেয়ে সুখী হ'য়ে থাকে যদি দেশ-বাসী
(ও মা সে আমার সৌভাগ্য বটে)।
তারা বিনা মূলে কৃপা ক'রে আমার তরে হয় খুশী
(নিন্দা ক'রে তারা)॥

৬। পরিব্রাজক বলে নিন্দা এ নয়, শ্রীপদপুষ্প রাশি
(মার কৃপাদৃষ্টি নৈলে কি হয়)।
নিন্দা ফুলের মালা সেই পরে, যে ঐ পদ অভিলাষী
(মা তোর)॥ ৯৬॥

—oo—

(সুর—"বিরাজো মা হৃদ্ কমলাসনে")

ও মা, তোমায় আমায় কত কি কয় কত লোকে।
বল বুঝ্‌বে কে তা, ঘরের কথা,[১] কেমনে বলি কাকে
(তাই কি কেউ বল্‌তে পারে মা)॥

১। স্বয়ং বুঝ্‌তে না পারি, লোককে বুঝাতেও নারি,
বোবার হাঁসি কান্না হ'লো বল্ মা কি করি;
বল্‌তে সাধ বড় হয় বলিবার নয়, ভাবুকে ভাবে দেখে
(ভাবের অতীত সে যে)॥

২। যখন তোমারে দেখি, তখন আমি নাহি থাকি,
আবার আমি থাকিলে তুমি থাকো না,[২] এই রীতি বা কি;
ও মা, বল্ কি করি, লুকোচুরির এ খেলা ঘরে থেকে[৩]
(ভোজ বাজীর ঘরে গো)॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। বল বুঝ্‌বে কে তা, ঘরের কথা—অন্তরে জীব-ব্রহ্মের অভেদ-সাধনাভ্যাসের কথা সাধারণ বুদ্ধির অতীত।

২। যখন তোমারে দেখি ইত্যাদি—ব্রহ্মের অপরোক্ষ-জ্ঞান-কালে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব বোধ থাকে না, এবং জীবের অহংভাব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্ম-স্বরূপতা তিরোহিত হয়।

৩। এ খেলা ঘরে থেকে—জীবলীলার গৃহে (এই দেহে) স্থিত হইয়া।

১০

৩। আজব সহরে মা কি, গুজোব উঠেছে নাকি,[১]
কিন্তু তোমার আমার কই হ'লো মা মুখ দেখাদেখি,[২]
বলে দুই জনেতে জড়াজড়ি, এক ঘরে শুয়ে থাকে
( দুইয়েতে এক হ'য়ে মা )॥

৪। পরিব্রাজক হেসে কয়, লোকের কথা কাজের নয়,
ভিতরঘরে কি হয়, কে জানে বল, তাই করে সংশয়;—
আমায় সত্য ক'রে বল দেখি মা, তুই কেবা আর আমি কে[৩]
( কথা ভেঙ্গে বল্ মা )॥৯৭॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। আজব সহরে ইত্যাদি—লোক সমাজে আশ্চর্য্য জনরব প্রচারিত হইয়াছে।

২। তোমার আমার কই হ'ল মা ইত্যাদি—জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতা বোধ থাকিতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। ব্রহ্মসত্তায় মন সমাহিত হইলে জীবের পৃথক্ সত্তা থাকে না। জীব ব্রহ্মচৈতন্য একীভূত হইয়া যায়।

৩। তুই কেবা আর আমি কে—তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি মহাবাক্য বিচার পূর্ব্বক অভেদ ভাবে ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণরূপ উপাধি বর্জ্জিত হইলে জীবচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত হয়।

৯৬ ও ৯৭ সঙ্গীতে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগের শত্রুতার উল্লেখ আছে।

স্থর—পিলু খাম্বাজ—তাল জৎ।

( "বসন পর, বসন পর তুমি"—গানের স্থায় স্থর )

ধন্য মা যোগেশ্বরি বিপদ্‌বারিণী।

১। বিপদ্‌বারিণী চিত্তচৈতন্যকারিণী ( তুমি )।
তুমি ত্রিনয়নের নয়নতারা ত্রিতাপতারিণী (গোমা) ॥

২। ও মা ছদ্মবেশে ছলিতে সে এলো মায়াবিনী।
থাক্‌তে স্থান দিলাম তায় ভ্রমে যোগাশ্রমে জননী ॥

৩। তোমার আশ্রম হ'তে দূর করিতে এ কালসাপিনী
স্বপ্নে শুনাইলে বারম্বার মা আদেশবাণী ॥

৪। দিলে রাহুগ্রাসের স্বপ্ন, শুনাও বিপদ্‌কাহিনী।
মান রোষ ভরে ভোগ না খাইলে মোহনভোগ তুমি।

৫। আমি তোমার মায়ায় তোমার বাণী শুনেও না শুনি।
হ'লাম সেবা অপরাধী আমি অবোধ অজ্ঞানী ॥

৬। তবু দয়ার সীমা তোমার গো মা নাই ত্রিনয়নি।
যেন এমনি দয়া থাকে পরিব্রাজক জননী ॥ ৯৮ ॥

—oo—

স্থর—ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কীর্ত্তনীয়া লোফা।

( কাতর বিদুর দাসে, বিতর করুণা কণা—গানের স্থর )

পেয়েছি করুণা মা তোর এ তাপিত প্রাণে ;
মা নহিলে এত দয়া কে করে সন্তানে ( গো মা ) ॥

১। কোমল কোলে রেখেছিলে, ঘুমন্তে ফেলিয়া দিলে,
আমি, সেবা অপরাধে, দোষী মা তোর পদে,
মিছা অপবাদে, বিপদে—
পড়িলাম বিষমে বাঁধা বিধাতৃবিধানে ( গো মা )॥

২। দুর্গমে পাঠাইয়া ছিলে, তবু তথায় দেখা দিলে,
ঘোর অন্ধকারে, প্রকট আকারে,
ঘর আলো ক'রে, আমারে—
প্রবোধ বাণী শুনাইলে শান্তি সুখ দানে ( গো মা )॥

৩। কায়ামুক্তি কাল দেখে, এলে দিব্য লোক থেকে,
আখেরী শর্ব্বরী, স্বপ্নে ভর করি,
সঙ্গে সহচরী, সুন্দরী,—
আসিতে ইঙ্গিত দিলে সহাস্য বদনে ( গো মা )॥

৪। ডাকিলে মা আসিলাম তাই, আমাতে আর আমি মা নাই,
এখন যা ইচ্ছা হয় কর, রাখো আর মারো,
পরিব্রাজক সার, তোমার—
মায়ের চরণামৃত জীবনে মরণে ( গো মা )॥ ৯৯॥

—০—

( সুর—"হরিনামামৃত পান কর সবে ভাই"। )

দীনদয়াময়ি মা ও দীন তারিণী।
তুমি দৈন্য দুখ্ নিবারিণী।

১। মা তোর লীলা বিচারে, আমায় রাখ্লি আঁধারে,
তথা লোক চলাচল, নাই কোলাহল, কে দেখে কারে;—
দেখি, কুস্বপ্নে কালকিঙ্কর সব হুঙ্কারে দিন যামিনী॥

২। হ'লো করুণা মা তোর, ভাঙ্গলো কুস্বপ্নের ঘোর,
কাট্‌লো বিষম বিভীষিকা হ'লো কাল রজনী ভোর;—
হেঁসে দুর্গমে যে দিলে দেখা দুর্গতি বিনাশিনী॥

৩। আমি ছেলে যে অবোধ, কর ঘরে অবরোধ,
ও মা, পথে পথে আর খেলিতে হয় না সুখ বোধ;—
রাঙ্গা চরণতলে দাও মা শরণ মরণভয়বারিণি॥

৪। স্বপ্নে কি জাগরণে, সুষুপ্তি কি বা ধ্যানে,
আমার জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, জন্মে কিম্বা মরণে;—
পরিব্রাজক বলে দেখি যেন মা রাঙ্গা চরণ দুখানি॥১০০॥

—০০—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

৯৮—১০০। এই কয়েকটী সঙ্গীতে পরিব্রাজক স্বামিমহোদয়ের বিরুদ্ধে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগের ষড়যন্ত্রাদি ও মা যোগেশ্বরীর প্রত্যাদেশ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে; ( ১০৮ সঙ্গীতেও এইরূপ ইঙ্গিত আছে )।

## নাম-মাহাত্ম্য।

( সুর—"বিরাজো মা হৃদ্‌কমলাসনে"। )

আছে নিগূঢ় তত্ত্ব নাম-মাহাত্ম্য শাস্ত্রবিচারে।
ওমা, তুই বড় কি নাম বড় তোর
দেখ্‌বো তা মা এইবারে॥

১। তব তত্ত্ব কে জানে, যোগী মত্ত যোগধ্যানে,
রজঃসত্ত্বতমোগুণ অনুসার পূজে সবজনে ;
জ্ঞানী জ্ঞানবিচারে গায় তোমারে
সত্তারূপ সব আধারে॥

২। তোমার মায়ার কারখানা, নানা মুনির মত নানা,
তুমি অস্তি নাস্তির বহিস্থ মা কেউ তা জানে না[১];
তুমি যা হও তা হও,[২] হও বা না হও,[৩]
নাম তোমার ত্রিসংসারে[৪]॥

---

### সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। অস্তি নাস্তির বহিস্থ—বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।

২। যা হও তা হও—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থ অন্য কিছুর সহিত তুলনা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় না।

৩। হও বা না হও—মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে। স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্ম মনবুদ্ধ্যাদির জ্ঞানের আয়ত্ত নহেন। ( ৯২ সঙ্গীতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )।

৪। নাম তোমার ত্রিসংসারে—ব্রহ্মের বিভিন্ন নাম ত্রিলোকে প্রচারিত আছে ; ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা হয় না বলিয়া তাঁহার নামই সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৩। ওমা কতই তোমার নাম, কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম,
তোমায়, যে ডাকে যে নাম ধ'রে তার পূরাও মনস্কাম;—
তোমার নামের গুণে ধ্রুব, প্রহ্লাদ,
শ্রীমন্ত পায় তোমারে ॥

৪। নামে কি শক্তি আছে, ভক্তি ফিরে তার পাছে,
জ্ঞান, যুক্তি, ভুক্তি, মুক্তি রয় কাছে কাছে;[১]—
হয় ভয় বিমোচন পলায় শমন,
তোমার নামের হুঙ্কারে ॥

৫। নামের মহিমা ভারি, কিছুই বুঝিতে নারি,
নিলে নামের শরণ, দাও মা চরণ[২] যাই বলিহারি,
পরিব্রাজকে দিলে দরশন বিপদ অন্ধকারে ॥
( ও দীনদয়াময়ী মা ) ( বিষম ) ॥ ১০১ ॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। নামে কি শক্তি আছে ইত্যাদি—নামের অচিন্ত্য শক্তিতে ভক্তি (ভগবৎ প্রেম), জ্ঞান ( ভগবৎ সাক্ষাৎকার ) ও মুক্তি ( দেহাত্ম বুদ্ধি ত্যাগ ও ব্রহ্মস্বরূপতা ) প্রভৃতি লাভ হয়।

২। নিলে নামের শরণ দাও মা চরণ—শরণাগত হইয়া ব্রহ্মময়ী মায়ের যে কোনও নাম বিশেষভাবে গ্রহণ করিলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

## রাউলপিণ্ডির কালীদর্শনোপলক্ষে।*

রাগিণী কালাংড়া— তাল কাওয়ালি।

কার বালিকা মা তুমি। ( কালিকা )
যোগিনী সঙ্গিনী সনে নাচিছ উলঙ্গিনী॥

১। যুগল চারু শ্রীপদ, জিনি রক্ত কোকনদ,
চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ, মহেশমনোমোহিনী [১]॥

২। কটিতটে করাবলি, নাভিতে শোভে ত্রিবলী,
পয়োধরে বিম্বাধরে, মদন-মদ-মর্দ্দিনী [২]॥

৩। ব্যাদিত করাল আস্য, তাহে বিকট অট্টহাস্য,
মাঝে তার মৃদুল ভাষ্য, ভক্ত হৃদ্ বিলাসিনী॥

৪। লক্ লক্ রসনায় রুধির ধারা,
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে নয়নতারা,
এলায়িত কেশে আলুথালু বেশে,হুঙ্কার রণরঙ্গিণী॥

---

* ১৮২১ শঃ ( ইং ১৯০০ ) সনে পঞ্জাবে ধর্ম্ম প্রচার কালে বিরচিত।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। মহেশ মনোমোহিনী—শিব যাঁহার চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া ( অন্য পক্ষে, যাঁহার স্বরূপ ধ্যানে শিব তন্ময় হইয়া ) সমাধিস্থ থাকেন।

২। পয়োধরে বিম্বাধরে, মদন-মদ-মর্দ্দিনী—পয়োধর ও অধর মাতৃভাবের উদ্দীপনা পূর্ব্বক কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে।

৫। হাতে খড়্গ সুশাণিত, ছিন্ন শিরঃ করে ধৃত,
বরাভয় সম্বলিত, নৃ-কপালমালিনী ॥

৬। ঘোর রূপা পরাজিতা,[১] মেয়েটীর নাই মাতা পিতা,[২]
পরিব্রাজকেন স্তুতা, নমো জগজ্জননী ॥১০২॥

—oo—

## আটক দুর্গের নিকট সিন্ধু নদের তটে বসিয়া সঙ্গীত।*

রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ।

( "চঞ্চল মানস বিনাশ আশাপাশ"—গানের সুর )

অবনত শিরে, শীতল নীরে,
কল্লোলিত সিন্ধু ধাবিত হে ॥

১। অগাধ সলিলে, প্রচণ্ড প্রবাহ,
গভীর গর্জ্জন নাদিত হে ;—
পুণ্য তোয় তুমি, সমাগত আমি,
তব তটে, সুর সেবিত হে ॥

---

* ১৮২১ শঃ (ইং ১৯০০) সনে পঞ্জাবে ধর্ম্মপ্রচার কালে রচিত।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। অপরাজিতা—শ্রীদুর্গারই মূর্ত্তি বিশেষ শ্রীশ্রীকালীরূপ।

২। মেয়েটীর নাই মাতা পিতা—ব্রহ্মস্বরূপিণী মা অনাদ্যা ও জন্মাদি রহিত। (৯১ সঙ্গীত দ্রষ্টব্য)।

২। অভ্র ভেদি গিরি পর্ব্বতমালা,
তটে তটে তব সজ্জিত হে—
তব নীর নাদে, মিশাইয়া ছিল,
ভারতবীর জয়-সঙ্গীত হে॥

৩। পাঠান মোগল, আফগান কাবুল,
করিল ভারত লুণ্ঠিত হে—
ল'য়ে বীর সেনা, ধাইল বেগে,
বিজয় লভিল বীর রণজিত হে॥

৪। লক্ষ লক্ষ বীর, শির সারি সারি,
আছিল তব তটে পতিত হে—
রুধির ধারা, তোমারি বারি
করিয়াছিল রঞ্জিত হে॥

৫। তব তটে আটকে দুর্জ্জয় দুর্গ,
সম্রাট সেনা ছিল পূরিত হে—
পরে পরে যারা, কোথা গেল তারা
কেহ নাই কেহ নাই জীবিত হে॥

৬। কত জয় পতাকা, উঠিতে পড়িতে,
দেখিলে সিন্ধু তুমি তো হে—
রাজা রাজ্যেশ্বর কে কোথা লুকাইল,
কিন্তু এখনও তুমি প্রবাহিত হে॥

৭। যে পদপরশে, চিরঞ্জীবী তুমি,
সেই পদ তবোদকে প্রার্থিত হে—
তোমারই প্রসাদে দীন পরিব্রাজক
থাকে যেন চির চরণাশ্রিত হে ॥১০৩॥

—oo—

## কুচবিহারের পথে সূর্য্যোদয় দর্শনে রচিত।*

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কে হে তুমি পূরব আকাশ বিনোদ বিকাশ কারী।
তিমির-বারণ অরুণ বরণ, তরুণ কিরণ ধারী ॥

১। ময়ুখমালা প্রসারিলে,
নিশি-তমঃরাশি বিনাশিলে,
জগতের যত জীব জাগাইলে,
জয় জয় তোমারি ॥

২। ধরিবার ধারা প্রেমানুরাগে,
দেখে উষা তাই ধাইছে বেগে,[১]

* ১৮২১ শঃ ( ইং ১৯০১ ) সালে কুচবিহারে ধর্ম্মপ্রচারকালে রচিত।

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। দেখে উষা তাই ধাইছে বেগে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব সময়ই উষাকাল, সুতরাং চিরদিনই সূর্য্য উষার পশ্চাতে গমন করেন। সূর্য্য হইতেই উষার বিকাশ হয় ব'লিয়া উষা সূর্য্যের ( জগৎ প্রকাশক ব্রহ্মার ) কন্যা। এই প্রাকৃতিক ঘটনাই উষা হরণ।

মুখে হাঁসি জাগে, লাজে যায় আগে,
তোমারি কুমারী ॥

৩। অপরূপ রবি, ছবির ছটা,
প্রকৃতি মার মুখে হাঁসির ঘটা,
যেন মা'র ভালে সিন্দুর ফোঁটা,
ভূষিত বলিহারি ॥

৪। তুমি হে পতিত-পাবন-পতি,
তুমিই জগৎ জীবের গতি,
পরিব্রাজক তাই করিছে প্রণতি,
সরসিজ মনোহারী ॥১০৪॥

—oo—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

*প্রণমামি পরমব্রহ্ম, ভক্তভয় ভঞ্জন,
করুণার্ণব দেব-দেব সেবক-জন-রঞ্জন ॥

১। আর্য্যকুলে জন্ম করি গ্রহণ,
আর্য্যরীতিনীতি নাহি স্মরণ,
অনার্য্য আচারে কলুষিত মন,
কুরু কৃপা দীনতারণ ॥

* কুচবিহারে ধর্ম্ম-প্রচার কালে রচিত, ১৮২১ শঃ (ইং ১৯০১)।

২। ভক্তি সরলতা জ্ঞান ধর্ম্মনীতি,
প্রচারি ভারতে হর হে দুর্গতি,
নরনারী বৃদ্ধ বালকে সুমতি,
দাও হে ভুবন পাবন ॥
তব জয়গানে মাতুক ভারত,
তবোদ্দেশে হউক দেশহিতে রত,
পরিব্রাজক ঐ চরণে প্রণত,
জয় জয় হরি জনার্দ্দন ॥১০৫॥১

—oo—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

নারায়ণ, পরমব্রহ্ম, ভক্ত ভয় ভঞ্জন।
করুণার্ণব, দেব-দেব, সেবক জন রঞ্জন ॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। পরিব্রাজক স্বামিমহোদয় প্রচার কার্য্যের প্রারম্ভে ("নমস্তে, ত্রিলোক তারণ, বিশ্ব মনোরঞ্জন! ওহে ভারতে তোমার্ মহিমা প্রচার্ করহে আবার এই নিবেদন" এই ৩য় সঙ্গীতে) যে শুভাশা করিয়াছিলেন, প্রচার কার্য্যের অবসানে তাহা কতক পরিমাণে পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া সকলেই যেন ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে দেশ হিতকর কার্য্যে ব্রতী হয়েন, ইহাই এই সঙ্গীতে প্রার্থনা করিয়াছেন।

১। এসো এসো হরি কমলাকান্ত,
তাপিত প্রাণ করহে শান্ত,
ঘোর আঁধারে আমরা ভ্রান্ত,
ধ্বান্তবিনাশন ॥

২। ডাকিছে দীনদাসগণে,
এসো ব'সো হৃদি কমলাসনে,
তোমারই পূজন তরে আয়োজন,[১]
কুরু কৃপা দীনতারণ ॥

৩। হেরি হরি তব অভয় পদ,
দূরে যায় শোক, রোগ বিপদ,
পরিব্রাজকের সার সম্পদ,
মান-মদ-মোদ-মর্দ্দন[২] ॥ ১০৬ ॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। তোমারই পূজার তরে আয়োজন—ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্যেই দেশ হিতকর ব্রতের অনুষ্ঠান।

২। মান-মদ-মোদ-মর্দ্দন—অভিমান, দর্প, বিষয়ভোগজাত-হর্ষ চূর্ণকারী।

## হরির লুঠ।

( সুর—"হরিনামামৃত পান" )

হরি হরি হরি বোল ব'লে চ'লে আয় ( সবে )।
হরির লুঠের সময় ব'য়ে যায়
(সাধের মানব জনম)( নামের লুঠের সময় )॥

১। যত তপস্বী ঋষি, মুনি যোগী বনবাসী,
অবধূত পরমহংস, সাধু সন্ন্যাসী ;—
হরি-লুঠের লাগি' গৃহত্যাগী, বিরাগী বিষয় মায়ায়
( হরি অনুরাগী যে )॥

২। কৌশল্যা মহারাণী, যশোদা জননী,
হরির লুঠের লুঠ বিহারীর চরণ দুখানি ;
তারা, কমল রেণুর পরমাণু জীব তরাইতে লুটায়,২
( দেবের দুর্ল্লভ পদ ) ( পদ )॥

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। হরিলুঠের লাগি—( সদ্‌গুরু দত্ত নাম-সাধন দ্বারা ) হরিভক্তি লাভের আশায়।

২। হরির লুঠের লুঠ বিহারীর ইত্যাদি—জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত কৌশল্যা ও যশোদা শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের ধূলি জগতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

৩। শচীর কোলেতে ও কে, রাধার কনক রং মেখে,[১]
দুটী বাহু তুলে সদাই বলে হরি বোল মুখে ;—
হরিনাম লুঠাতে এসে সে যে আপনি ধরায় লুটায়
( গৌর ) (ধর ধর ব'লে রে) (হরি হরি ব'লে রে )॥

৪। বাজ্য়ে করতাল খোল, দিয়ে আচণ্ডালে কোল,
পরিব্রাজক প্রেমানন্দে বলে হরিবোল ;
দিন ফুরাইল সন্ধ্যা হ'লো হরির লুঠ কুড়ায়ে খায়[২]
( ওরে গোণা দিন তোর ব'য়ে গেল )
( মধুর ) ( হরি হরি হরি বল ) ॥ ১০৭ ॥

—oo—

সুর—নামামৃত পান সবে কর ভাই।

কেন আর বারংবার ডাকিস্ তোরা ভাই,
মায়ের কোল ছেড়ে কেমনে যাই।

১। মায়ের চরণের লাগি, তোরা বিষয় বিরাগী,
হলি কাঙ্গাল তোরা,কাঙ্গাল সখার প্রেম-অনুরাগী।

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। রাধার কনক রং মেখে—শ্রীরাধার গৌরবর্ণে আবৃত দেহ শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিনাম প্রচার করিবার নিমিত্ত ভক্তভাব ধারণ করিয়াছিলেন।

২। হরির লুঠ কুড়ায়ে খায়—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ সর্ব্বসাধারণে ভক্তিভাব বিতরণ পূর্ব্বক নাম সাধনা দ্বারা ( ৬৬ সঙ্গীত ) জীবনে হরিভক্তি লাভ করেন।

প্রেমের ফলেছে ফল, বিরহানল
নয়নে জল তোদের তাই ( বহে )॥

২। যায় বয়ে যে বেলা,[১] আর ক'রবো না খেলা,
বুঝি সাঙ্গ হলো, বঙ্গ (রঙ্গ) ভূমির শ্রীরাসলীলা[২]।
এখন মার ছেলে মার কোলে ব'সে,
নাচি আর মার গুণ গাই॥

৩। আমি খেলিতে গেলে, তোরা দিস্ ঠেলে ফেলে,[৩]
তাই মা বলেছে, কাজ কি বাছা ও খেলা খেলে।
আমি মা পেয়েছি, মার হয়েছি,
আমাতে আর আমি নাই॥

৪। পরিব্রাজক ডাকে আয়, ওরে দিন যে বয়ে যায়,
আমার হাস্যমুখী মায়ের বাতাস লাগুক গায়[৪]।
ভেঙ্গে মিছে খেলা,[৫] আয় এই বেলা,
মার কাছে খেল্‌বি সবাই।
( নেচে নেচে )॥ ১০৮॥

—oo—

---

সজ্জন-তোষিণী ব্যাখ্যা।

১। যায় ব'য়ে যে বেলা—জীবন প্রায় শেষ হয়।
২। শ্রীরাসলীলা—ভারতে জ্ঞান ও ভক্তি প্রচার কার্য্য।
৩। তোরা দিস্ ঠেলে ফেলে—ধর্ম্মাভিমানীদিগের বিরুদ্ধাচরণ।
৪। মায়ের বাতাস লাগুক গায়—সকলের ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক।
৫। ভেঙ্গে মিছে খেলা—অনিত্য সংসারের অনাবশ্যক কার্য্য ত্যাগ করিয়া।

## (চ)

ঝিঁঝিট—একতালা।

পঙ্কজদলগত-জলমিব চঞ্চলমিহ জীবনম্।
স্থাস্যতি নহি যাস্যতি কিল কুরু হরিপদচিন্তনম্॥
কুসুমোপমং সীদতি তব সুন্দর-যৌবনম্।
গর্ব্বং জহি খর্ব্বং কুরু সর্ব্বং হি ভববন্ধনম্।
স্বপ্নোপম-ধনজনগেহদারাদিক-বান্ধবম্।
সঙ্গং ত্যজ রে ভজ রে হরি-প্রাণবল্লভম্॥
পরিহর রে পাপজনকং ভোগঞ্চ রোগাস্পদম্।
যোগং কুরু যোগেন হি প্রাপ্স্যসি চিরসম্পদম্॥
শৃণু হরিগুণগানমমলং ভবসাগরশোষণম্।
দীন-পরিব্রাজকেন গীতং হরি-কীর্ত্তনম্॥*

—০১—

* এই গানটী কাহার রচিত, আমাদের জানা নাই। ইহাতে "পরিব্রাজক" ভণিতা থাকায় এখানে উদ্ধৃত হইল।

# পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

## প্রথম পরিশিষ্ট।

( ২৬ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যে রচিত। )

রাগিণী মুলতান—তাল কাওয়ালি।*

কি ভাবরে মূঢ় মন, বসিয়া এখন।
(ওরে) নিতান্ত কৃতান্তকরে, প্রাণান্ত সাধন॥
কি হবে সঞ্চিত ধন, লাঞ্ছিত ও মন—(রে),
কিঞ্চিত বিলম্বে হবে, বঞ্চিত সে ধন॥
বাঞ্ছিত যা আছে মনে, ভজ নিরঞ্জনে (মন),
প্রপঞ্চ এ পঞ্চভূত ধারণে,
তঞ্চ মোহমায়া ত্যজ, বৈরাগ্য-কারণ॥ ১॥

—oo—

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা। †

(মনে) ভাবিয়া দেখ, রে জীব, কি হবে তোমার্।
নিশ্চয় ত্যজিতে হবে, অনিত্য ভব সংসার্॥
মান আর অপমান, লজ্জা দম্ভ অভিমান,
হিংসা আদি তমোগুণ, কর নিত্য পরিহার্॥
ত্যজরে বিষয়্-বাসনা, চিরদিন্ এদিন্ রবে না,
কর শ্রীহরি সাধনা, মায়াতে ভুলনা আর॥ ২॥

—oo—

* রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল জৎ।
† রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ধামার।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।*

( যোগেশ্বরী জগদীশ্বরী—এই গানের স্থর। )

ডাকিহে কাতরে, ভব সাগরে,
পড়িয়ে বিপাকে জীবন যায়্।
অকূল কাণ্ডারী, তুমি বিনে হরি,
কিরূপেতে তরি বিষম দায়্॥
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রবল পাপে,
ঘিরিছে আমারে দহিছে তাপে,
সদা প্রাণ কাঁপে, মরিহে বিলাপে,
বিপদ্‌তারণ্ আর্ না দেখি উপায়্॥
শুনেছি বিপদভঞ্জন তুমি,
শরণ তাই হে লইনু আমি,
দীনে দয়া কর, দুস্তরে তার,
রাখহে তোমার, অভয় পায়্॥ ৩॥

—oo—

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা। †

( দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন—এই গানের স্থর। )

কি করিতে এলে মন, মায়ারই অনিত্য ভবে।
মিছা কাজে কাল্ কাটালে, ভাবনা শেষে কি হবে॥

---

* রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।
† রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি জন্য জনম নিলে, মায়ায় কেন রৈলে ভুলে,
কেবল্ মাত্র এলে গেলে, মজিলে বৃথা বিভবে ॥
দেখ দেখ ভুলনারে, যে জন্য আসা সংসারে,
কি হবে সুখ বিহারে, চিরদিন নাহি রবে ॥
ওরে মন তাই বলি, দেহ আপনারে বলি,
সাধনে নিধন হ'লে, সে ধনে পাইবে তবে ॥ ৪ ॥

—oo—

রাগিণী জঙ্গলী—তাল খয়রা।*

(রাম প্রসাদী সুর)

(ওমা) কে জানে তব, মহিমা তারা।
(কভু) সাকারা হও, কভু নিরাকারা ॥
পূরাতে সতত, ভক্ত মনোরথ,
(ধর) রূপ কত শত, সারাৎসারা ॥
(ওমা) তুমি হরিহর, কৃষ্ণ দামোদর,
রাম অবতার, কালী কাল্ হরা ॥
কেহ জোব্[১] জিহোবা[২] ঈশ্বর কেহবা,
(পূজে) ভক্তি সহ কেহ পরাৎপরা।—

* রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল ঢিমে তেতালা।

(১) Jove. (২) Jehova.

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।*

( যোগেশ্বরী জগদীশ্বরী—এই গানের স্থর। )

ডাকিহে কাতরে, ভব সাগরে,
পড়িয়ে বিপাকে জীবন যায়্।
অকূল কাণ্ডারী, তুমি বিনে হরি,
কিরূপেতে তরি বিষম দায়্॥
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রবল পাপে,
ঘিরিছে আমারে দহিছে তাপে,
সদা প্রাণ কাঁপে, মরিহে বিলাপে,
বিপদ্‌তারণ্ আর্ না দেখি উপায়্॥
শুনেছি বিপদভঞ্জন তুমি,
শরণ তাই হে লইনু আমি,
দীনে দয়া কর, তুস্তরে তার,
রাখহে তোমার, অভয় পায়্॥ ৩ ॥

—oo—

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা। †

( দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন—এই গানের স্থর। )

কি করিতে এলে মন, মায়ারই অনিত্য ভবে।
মিছা কাজে কাল্ কাটালে, ভাবনা শেষে কি হবে।

---

* রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।
† রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি জন্য জনম নিলে, মায়ায় কেন রৈলে ভুলে,
কেবল্ মাত্র এলে গেলে, মজিলে বৃথা বিভবে ॥
দেখ দেখ ভুলনারে, যে জন্য আসা সংসারে,
কি হবে সুখ বিহারে, চিরদিন নাহি রবে ॥
ওরে মন তাই বলি, দেহ আপনারে বলি,
সাধনে নিধন হ'লে, সে ধনে পাইবে তবে ॥ ৪ ॥

—oo—

রাগিণী জঙ্গলী—তাল খয়রা।*

(রাম প্রসাদী সুর)

(ওমা) কে জানে তব, মহিমা তারা।
(কভু) সাকারা হও, কভু নিরাকারা ॥
পূরাতে সতত, ভক্ত মনোরথ,
(ধর) রূপ কত শত, সারাৎসারা ॥
(ওমা) তুমি হরিহর, কৃষ্ণ দামোদর,
রাম অবতার, কালী কাল্ হরা ॥
কেহ জোব্[১] জিহোবা[২] ঈশ্বর কেহবা,
(পূজে) ভক্তি সহ কেহ পরাৎপরা।—

---

* রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল ঢিমে তেতালা।

(২) Jove. (২) Jehova.

( ওমা ) দীনে পার্ কর, এভব দুস্তর, (তারা)
শ্রীকৃষ্ণে নিস্তার, ভবদারা ॥৫॥

—oo—

১২৭৬ সনে, বসন্তব্যাধি আক্রমণে রচিত।

রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালি।*

( দাশরথি রায়ের সুর—আমি আছি মা তারিণী ঋণী তব পায় )

কোথা, শীতলে ! বিপদ কাল বারিণী।
( তুমি ) দুঃখ হারিণী, সুখ দায়িনী ;—
(ওমা) কূলদে কূলদে অকূলে, বরদে মা এ আকুলে,
কুল কুণ্ডলিনী—জগৎ জননী ॥
যাতনা সহেনা আর একান্ত,
কৃতান্ত সমান ব্যাধি দীনের প্রাণান্ত,
(অতি) দুরন্ত রোগ মাগো কি করি,—
বসন্তের বলে ক্লেশে শিহরি ,
এ রোগে আক্রান্ত মতি, অশান্ত হয়েছি অতি,
(আমি) নিতান্ত শরণাগত তারিণী ॥

---

* রাগিণী ভৈরবী মিশ্র—তাল কাওয়ালি।

ধরাতে এর ঔষধি না ধরে, বৈদ্য নাহি দেখি,—
সদ্য, বিনাশে এ বিকারে,
না দেখিয়ে সদুপায় ইহার, করিলাম ঐ চরণ সার,
দয়াময়ী কর দয়া, শ্রীকৃষ্ণে রাখ অভয়া,
পদ ছায়া দে মা ভয়হারিণী ॥৬॥

—oo—

রাগিণী ললিত-বিভাষ—তাল আড়াঠেকা।*

( জাগরে নিদ্রিত জীব ঘুমাইবে আরও কত—গানের সুর )

(ব'সে) কি কর অবোধ মন, মায়াতে মোহিত হ'য়ে।
একান্ত অশান্ত ভ্রান্ত, দিন্‌তো গেলরে বয়ে ॥
মজিলে ঘোর সংসারে, পরিবৃত পরিবারে,
না ভাব জগদাধারে, প্রমত্ত হয়ে বিষয়ে ॥
কিন্তু মন এই ভবে, কেবা কার সঙ্গে যাবে,
প্রাণান্তে কে কোথা রবে, দেখ ভাবিয়ে ॥
তাই বলিরে মূঢ় মন, যদি মুক্তি চাও এখন,
ধ্যানে ধর নিরঞ্জন, বৈরাগ্য বিবেকাশ্রয়ে ॥৭॥

—oo—

---

* রাগিণী আলাহিয়া—তাল জৎ।

রাগিণী ললিত-ঝিঁঝিট—তাল আড় খেমটা।*

( ওহে ) কোথা দয়াময়্ দীনের আশ্রয়্,
হওহে উদয়্, এপাপ হৃদে।
( আমি ) কি করিলাম্ হায়্, বৃথাদিন যায়্,
কৃপাময় কৃপা; কর বিপদে.॥
মায়া পাশে বদ্ধ রৈলাম্ চিরদিন্,
কখন না দিলে দীনের সুদিন্,
দিনমণি সুত আসিবে যে দিন্,
(দীন-নাথ হে)
(হরি) সেদিন্ দীনে রেখো, অভয়্ পদে ॥৮॥

—oo—

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল ঢিমে তেতালা। †

( মন তুই মনেরই মত হলিনে,—গানের সুর )

( তুমি ) কি আর দেখিছ মন, এ ধনে—( রে )
এ ধন্ রবে না, তব নিধনে ;
( এখন্ ) সংসারে সাধন বিনা, রক্ষা নাইকো মরণে॥

---

* রাগিণী বসন্ত—তাল একতালা।
† রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

যখন আত্মীয় সবে, শ্মশানে লইয়া যাবে,
এ দেহ দহিবে, অনল সনে।
এ ধন্ বিভবে, তখন্ কি হবে,
(তোমার্) কি কাজে লাগিবে তারা, রহিবে কার্ কারণে॥
তাই বলি মত্তমন ত্যজ বৃথা ধন জন
ভাব নিত্য সনাতন চরণে ;—
যাইবে দুঃখ পাইবে মোক্ষ,
(তখন) কি ভয় অপার-ভব—বারিধি পার্ গমনে ॥৯॥

—oo—

রাগিণী ললিত-বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।*
( সেই পদে, পদে পদে, মজরে মন দিবানিশি—এই গানের সুর )

আর্ কত ঘুমাইবে, মায়ায়্ হ'য়ে অচেতন।
কামনা কল্পনা বশে, দেখিবে কত স্বপন॥
মহা মোহেরই পালঙ্গে, কুমতি যুবতী সঙ্গে,
আর কেন রসরঙ্গে, মোহিত আছরে মন॥
মায়া নিদ্রা পরিহরি, জাগরে জীব ত্বরা করি,
বিবেক বৈরাগ্য ধরি, কররে সাধন্।
দিব্য ষট্ কমল বনে, যোগে জেগে সচেতনে,
ভ্রমরে জীব স্থির মনে, সদানন্দে অনুক্ষণ ॥১০॥

—oo—

* রাগিণী আশাবরী—তাল জৎ।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।*

( তোমার উপমা কেবল মা তুমি—এই গানের সুর। )

( আর্ ) কেন অহঙ্কার্ করিছ মনে।

না জানিলে তত্ত্ব, হ'লে মদোন্মত্ত,

মায়া মোহ আবরণে ॥

ভেবে দেখ মন, দাম্ভিক যে জন

শেষে নাহি সুখী হয় কদাচন;

নত বিন্ধ্যাচল গর্ব্বেরই কারণ,

তুচ্ছ ভাবিয়ে তপনে ( গিরি ) ॥

দেখ অহঙ্কারে হরি' সীতা সতী,

সবংশে মরিল রাজা লঙ্কাপতি,

দর্পেতে দ্রৌপদী প্রকাশে অসতী[১]

কর্ণেরে পতি বাখানে—(সতী)।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বাগ-দর্পের্ তরে,

স্বর্গ না পাইল রহে শূন্য ভরে;

অহঙ্কার ক'রে, শিশুপাল মরে,

শ্রীকৃষ্ণেরে নাহি জেনে ( দুষ্ট ) ॥১১॥

—oo—

---

* ভীম পলশ্রী—তাল আদ্ধা কাওয়ালি।

১। কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

রাগিণী স্থরটমল্লার—তাল ঢিমে তেতালা।*

( ওগো ) হায়্ কি করিলাম্ আমি, সংসারে।
রত নিয়ত, সুখ বিহরে ;—
(আমায়্) কাল্ হ'য়ে দংশেছে কাল্, বিষয় বিষধরে॥
সাতিশয় সুখাশয়ে, মজেছি বিষম্ বিষয়ে,
কিন্তু পরিণামে দেখি দুঃখরে।—
সদা গরলে, অন্তর জ্বলে,
আমার শেষের সম্বল বিনা, বিচরি চরাচরে॥
(আমি) ভাবিয়েছিলাম মনে, সুখী হব ধনে জনে,
ধরিল শমনে আসি, সজোরে ;—
হায়্ কি হবে, কে কোথা রবে,
( তখন ) সবে পলাইবে শেষে, পরিহরি আমারে॥
কোথা রবে মিত্রগণ, পিতামাতা পরিজন,
কেহ কার নহে জানি ভাল রে ;—
গতি কি হবে, কে আর্ তারিবে,
(তখন) শ্রীকৃষ্ণে রেখোহে হরি, ডাকিতেছি কাতরে॥১২॥

—oo—

---

* রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝুমরা।

## ১২৮১ সনের ২৪শে চৈত্র, মঙ্গলবার, দুই প্রহর সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে

রাগিণী-খট্-খাম্বাজ—তাল জৎ।*

( এবার্ আমার্ উমা এলে, আর আমি পাঠাব না—এই সুর। )

আর কি দেখরে মন, সূর্য্য গ্রহণ্, লেগেছে।
আয়ু সূর্য্য কাল রাহু, ক্রমশঃ গ্রাসিতেছে॥
জন্মিয়াছে জীব্-যেদিনে, সেই দিন্ হ'তে দিনে দিনে,
জাননা কি অনুক্ষণে, কত যে ক্ষয়্, হতেছে॥
বুঝ্‌লেনা মন্ তাও কি ভেবে, সর্ব্বগ্রাস হবেই হবে,
এ সংসারে কায্ কি তবে, কালের্ শঙ্খ বাজিছে॥
ত্যজ সর্ব্ব গৃহাচারে, পঞ্চেন্দ্রিয়ে ধৈর্য্য ধ'রে,
চল আত্মা গঙ্গাতীরে, প্রেমলহরী, বইতেছে॥
জপে তপে মগ্নরবে, কালে তবে মুক্তি পাবে,
শ্রীকৃষ্ণের্ মন্ পুরশ্চরণ্, আত্মযোগে রয়েছে॥১৩॥

—oo—

রাগিণী বসন্ত বাহার,—তাল আড়াঠেকা।+

("আর কি আমার হবে সে কপাল" মধুকানের এই গানের সুর।)

ভাবিছ কি, আর এবার্।
ভুলেছ কি ভবনাথে, পাইয়া সংসার্॥

---

* রাগিণী পুরবী,—তাল আড়াঠেকা।

+ রাগিণী হাম্বির তাল—ঢিমে কাওয়ালি।

পেয়ে বহু ধন জন, হয়েছ প্রমত্ত মন,
ভোগসুখ পরায়ণ, আছ অনিবার্ ॥
একবার দেখ ভেবে, কি হবে সব বিভবে,
চিরদিন নাহি রবে, এ সব তোমার্।—
মধুর যৌবন পেয়ে, রঙ্গেতে রমণী লয়ে,
সদারিপু সুখাশয়ে এ কি ব্যবহার্ ॥
যখন শমন এসে, ধরিবে তোমার কেশে,
ভেবে দেখ সবিশেষে, শেষে কেবা কার্।—
অতএব বলি মন, বৈরাগ্যে কর যতন,
আনন্দে গাও হরিগুণ, হবে ভবে পার ॥১৪॥

—০০—

রাগিণী-মূলতান—তাল একতালা।*

( "আয় মা সাধন্ সমরে"—রসিক রায়ের এই গানের সুর। )

মাগো, দেখো এ দাসে।
( ওমা ) কাল্ বশে কাল্, ধরিল এসে ॥
বড় সাধ ছিল আসিয়া সংসার,
মজিব ও রাঙ্গা চরণে তোমার,

---

* বাউল—তাল জলদ একতালা।

ওরে, গেল গেল কাল্, এল অন্তকাল্,
দেখা দিবে কাল্ এখনি ;—
তোমার, এ সব কি হবে, (মনরে) কেবা কোথা রবে,
একা চ'লে যাবে আপনি।
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কটে না দেখে উপায়,
ভগ্ন তনু তরী হ'ল মগ্নপ্রায়,
(এখন) যদি, দীননাথ—এ দীনে—রাখেন্ রাঙ্গাপায়
হব পারাবার পার্ ॥১৮॥

—oo—

রাগিণী—মুলতান, তাল—একতালা।*

( "আয় মা সাধন সমরে"—এই গানের সুর )

দাসে, দাও হে দরশন্।
আমার এ দেহ সন্দেহ, কি হয় কখন্॥
অচেতন মন মায়াতে মগন,
না ভাবে এ ভবে অভয় চরণ ;
আইলে শমন, ( হরি হে ) কি হবে তখন,
তাই ডাকি নিরঞ্জন॥

---

* রাগিণী—বারোঁয়া, তাল – আদ্ধা কাওয়ালী।

আমি শুনিয়াছি সার্, বিহিত বিচার্,
যেবা একবার্ কাতরে
হরি ব'লে ডাকে, ভয়্ নাহি থাকে,
তার কি করে আর্ বিপাকে ;
ভবভয়ে ভীত শ্রীকৃষ্ণ সদাই,
কি হইবে শেষে ভাবি মনে তাই,
(যদি) ঐ পদ পাই ( দীননাথ্ ) কিছু নাহি চাই,
সফল করি জীবন্ ॥১৯॥

—oo—

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী, তাল—ঢিমে তেতালা। *

কি হবে এ ভবে মাগো, কলুষবারিণী।
দুস্তরে ত্রাহিমে তারা, নিস্তার-কারিণী ॥
হইয়া সাধন হীন, গেল চিরদিন (মা)
দিনে দিনে দিন গত পরমায়ু ক্ষীণ ;
কি করিব কি হবে হায়, না দেখি উপায়্ (মা),
চরমে চরণে তারা, রেখো গো আমায় মা,
নৈলে দয়াময়ী নাম, ডুবিবে জননী ।২০॥

—oo—

* রাগিণী—বিভাষ, তাল—ঝাঁপতাল।

ওরে, গেল গেল কাল্, এল অন্তকাল্,
দেখা দিবে কাল্ এখনি ;—
তোমার, এ সব কি হবে, (মনরে) কেবা কোথা রবে,
একা চ'লে যাবে আপনি।
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কটে না দেখে উপায়,
ভগ্ন তনু তরী হ'ল মগ্নপ্রায়,
(এখন) যদি, দীননাথ—এ দীনে—রাখেন্ রাঙ্গাপায়
হব পারাবার পার্ ॥১৮॥

—oo—

রাগিণী—মূলতান, তাল—একতালা।*

( "আয় মা সাধন সমরে"—এই গানের স্থর )

দাসে, দাও হে দরশন্।
আমার এ দেহ সন্দেহ, কি হয় কখন্॥
অচেতন মন মায়াতে মগন,
না ভাবে এ ভবে অভয় চরণ ;
আইলে শমন, ( হরি হে ) কি হবে তখন,
তাই ডাকি নিরঞ্জন॥

* রাগিণী—বারোঁয়া, তাল – আদ্ধা কাওয়ালী।

আমি শুনিয়াছি সার্, বিহিত বিচার্,
যেবা একবার্ কাতরে
হরি ব'লে ডাকে, ভয়্ নাহি থাকে,
তার কি করে আর্ বিপাকে ;
ভবভয়ে ভীত শ্রীকৃষ্ণ সদাই,
কি হইবে শেষে ভাবি মনে তাই,
(যদি) ঐ পদ পাই ( দীননাথ্ ) কিছু নাহি চাই,
সফল করি জীবন্ ॥১৯॥

—oo—

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী, তাল—ঢিমে তেতালা। *

কি হবে এ ভবে মাগো, কলুষবারিণী।
দুস্তরে ত্রাহিমে তারা, নিস্তার-কারিণী ॥
হইয়া সাধন হীন, গেল চিরদিন (মা)
দিনে দিনে দিন গত পরমায়ু ক্ষীণ ;
কি করিব কি হবে হায়, না দেখি উপায়্ (মা),
চরমে চরণে তারা, রেখো গো আমায় মা,
নৈলে দয়াময়ী নাম, ডুবিবে জননী ।২০॥

—oo—

---

* রাগিণী—বিভাষ, তাল—ঝাঁপতাল।

রাগিণী—পিলু খাম্বাজ, তাল—জৎ।*

( রামপ্রসাদী গানের সুর )

( বসন্ পর বসন্ পর বসন্ পর তুমি—এই গানের সুর )

কি আর দেখিছ মন, এ ঘোর মায়ারই ভবে।
কোথা হ'তে আসিয়াছ, কোথা তুমি চ'লে যাবে॥
দিন দুই তিনের তরে, আপন ভাবিছ সবে।
তুমি বা কার্, কেবা তোমার্, একবার দেখ ভেবে॥
কৃতান্ত কিঙ্কর এসে, কেশেতে ধরিবে যবে।
সংসারের ধন জন, চিরদিন নাহি রবে॥
কোথা পিতা মাতা বন্ধু, দারাসুত কোথা রবে।
ভজরে ভয় ভঞ্জনে, ভব ভয় দূরে যাবে॥ ২১॥

—oo—

বাউলের সুর, তাল—জৎ। †

(কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি—এই সুর)

ও মন, জাননা রবে না দেহ, গৃহ চিরকাল্।
নিশ্বাসে বিশ্বাস করো না, নিকটেতে কাল্
( ও তোর শিয়রেতে কাল্ )॥
চৌদ্দ পোয়া এই গৃহে, ন' দিকে ন' দ্বার তাহে,
সদা জোর বাতাস বহে, উড়াইবে চাল্॥

---

* রাগিণী—বিভাষ, তাল—ঝাঁপতাল।

† রাগিণী—রামকেলী, তাল—তিলুয়াড়া।

শ্রীকৃষ্ণের মন্ ত্যজ আশা, শ্যামা পদে লওরে বাসা,
বরষাতে নাই ভরসা ভাঙ্গিবে দেয়াল্ ॥ ২২ ॥

—০০—

বাউলের সুর, তাল—জৎ।*

( কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি—এই সুর )

ভেবনা ভেবনা মিছে, ওরে অবোধ্ মন্।
(ওরে) দিন থাকিতে দীননাথের, লহরে শরণ্ ॥
( এমন্ দিন্‌তো আর পাবি না )
ভুলনা সংসার মায়ায়্, পেয়ে ধন জন্।
( এরা পথের্ পরিচয় সব )
(ওরে) কেহ কারও নয়্ কেবল তিনিই তো আপন্ ॥
অনিত্য জাননা তাকি, জীবের জীবন্।
মোহ নিদ্রা ত্যজে দেখ শিয়রে শমন্
( ও দিন গেল বয়ে ) ॥
মিছা মায়ায় ভু'লে হ'লে, আত্ম-বিস্মরণ্।
ও মন চিন্তরে চৈতন্যরূপী পরম কারণ্
( মিছা মায়ায় ভুলনা রে ) ॥ ২৩ ॥

—০০—

---

* রাগিণী—ভৈঁরো, তাল—জৎ।

বাউলের সুর, তাল—জৎ।*

(কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি—এই সুর)

(ঐ) নীল গগনে এক্‌বার্, চেয়ে দেখ্‌রে মন্।
(হের) ঐ যে কাঞ্চন বরণে শোভিছে তপন্॥
এই মাত্র ছিল যার, অখণ্ড মণ্ডলাকার।
দেখিতে দেখিতে তার, লাগিল গ্রহণ্॥
আসি' রাহু ধীরে ধীরে, গ্রাস করিল ঐ রবিরে,
মলিন হইয়া গেল, সহস্র কিরণ্॥
পরমায়ু দিবাকরে, কাল রাহু গ্রাস করে।
সর্ব্বগ্রাস হ'লে পরে, ফুরাবে জীবন্॥
কোথা রবে অহঙ্কার, (ওরে) দেখ্‌বি সব অন্ধকার,
দারাসুত পরিবার, কে কার তখন॥
তাই বলি মন্ এই সুযোগে, মগ্ন হওরে যোগে যাগে,
মনের্ বেগে অনুরাগে ভাব নিত্যধন॥
মনের মানুষ চিনে নেনা, ঘুচিবে তোর আনাগোনা,
মুক্তি পদ পাবিরে তুই, ছাড়িবে গ্রহণ॥ ২৪ ॥

—oo—

* রাগিণী—ছায়া, তাল—ঢিমে তেতালা।

রাগিণী—আলেয়া, তাল—একতালা।*

মন রে, দুরাশা তোমার্।
ভেবেছ মুদিয়ে নেত্র, দেখিবে কি ত্রিলোকাধার্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, না পায়্ যাঁরে ধ্যান ক'রে,
"অচিন্ত্য" "অব্যক্ত" ব'লে বেদাদিতে আছে প্রচার্॥
শিব, রাম, দুর্গা, কালী, হরি, কৃষ্ণ, বনমালী,
নাম্ রূপ্ মিথ্যা সকলি, তবে চিন্তা করিছ কার্॥
শ্রীকৃষ্ণ তারে চাও যদি, ত্যজ অহং মম আদি,
কর প্রেম-যোগ-সমাধি, আত্মতত্ত্ব কর বিচার্॥২৫॥

—oo—

রাগিণী—সিন্ধুভৈরবী, তাল—আড়খেম্‌টা।†

(ওমা ত্রিনয়না কেমন্ তোর্ করুণা, আমা হ'তে জানা যাবে মা এবার—এই সুর)।

কিসেরই কারণে, নিরানন্দ মনে,
তরুণ কোপেতে অরুণ নয়ন্।
ধর ধৈর্য্য ধর, এ ক্রোধ সম্বর,
অহংতত্ত্ব সার কর বিচারণ্॥

---

* রাগিণী—বেহাগ, তাল—আড়াঠেকা।
† রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—একতালা।

মায়াময় ইহ সংসার নিচয়,
এক ব্রহ্মময় জানিও নিশ্চয়,
এই জগত্রয়, বিভু ভিন্ন নয়,
মুক্তাহারে সূত্র গ্রন্থন যেমন্।
শ্রীকৃষ্ণ সুসার্ কর এই বিচার,
স্বয়ং সর্ব্বময় আত্মা একাকার,
কার্ প্রতি কোপ্ করিবে এবার,
দশনে রসনা করিলে দংশন্॥ ২৬॥

—oo—

রাগিণী—ঝিঁঝিঁট, তাল—মধ্যমান।*
(এমনি কি যাবে দিন, দীনবন্ধু হে—এই সুর)।

তারিণী কাল্ ভয় হারিণী, ভুবন্ মোহিনী।
পড়েছি সঙ্কটে—তারা, তাই ডাকিগো জননী॥
আমি মা অবোধ সুত, মায়াতে ভুলাবে কত,
দিনে দিনে দিন গত, দীন দুঃখ নাশিনী।
দয়াময়ী কর দয়া, ঘুচাও আমার মোহমায়া,
দে মা পদাম্বুজ ছায়া, গতি মুক্তি দায়িনী॥ ২৭॥

—oo—

* রাগিণী—মালকোষ, তাল—ঢিমে কাওয়ালী।

রাগিণী—ললিত বিভাষ, তাল—ঝাঁপতাল।*

(সেই পদে, পদে পদে—এই সুর)।

কি সম্প্রতি এ সম্প্রীতি, দেখরে মন দিবারাতি।
আত্মরতি ভু'লে কেন, রমণীতে সদাই রতি॥
মৃগে মরীচিকা যেন, মায়াতে ভুলিলে কেন,
শুক্তিকায় রজত জ্ঞান, ত্যজরে মন ভ্রান্ত মতি॥
চলরে চিৎরূপ্ নগরে, প্রবেশিব আত্মপুরে,
দুয়েতে এক হ'লে পরে, কামে কর—আত্মরতি।
শ্রীকৃষ্ণের্ মন্ দেখ ভেবে, সে কামে কামনা যাবে,
চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ হবে, নিষ্কাম নির্ব্বিকার গতি॥ ২৮॥

—oo—

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—কাওয়ালী।†

(ওমা) দুর্গে দেহি মে পদ তরণী।
ভবার্ণবে হই মা তবে, এবারে পার্ জননী॥
পাঠাইয়া বারে বারে, মায়াময় এ সংসারে,
দুঃখ দেওগো মা আমারে, হর মনোহারিণী॥
মা যদি মারে পুত্রকে, তবু সে "মা" ব'লে ডাকে,
পুনঃ কোলে লয়্ মা তাকে, তাই ভরসা ভবরাণী॥

* রাগিণী—গারাভৈরবী, তাল—জৎ।

† রাগিণী—সাহানা, তাল—আদ্ধা কাওয়ালী।

দীনে দয়া কর ব'লে, দয়াময়ী তোমায় বলে,
দিন্ দিও মা দিন্ ফুরালে, শ্রীকৃষ্ণে দীন্ তারিণী ॥২৯॥

—oo—

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—ঠুংরি।*

( কতকাল পরে বল ইত্যাদি—স্বর )।

ভয়ে, আকুল হয়ে ডাকি, দানবারি,
রেখ, নিদান কালে, অকূল কাণ্ডারী॥
ধন জন ল'য়ে, ভোগ সুখাশয়ে,
বিষময় বিষয়ে, মিছা মগ্ন হ'য়ে,
( আমার্ ) দিন গেল বিফলেতে হায় কি করি ॥
হ'য়ে সজল আঁখি, বারে বারে ডাকি,
ওহে কমল আঁখি, দিও না হে ফাঁকি,
যেন, দীন্-দয়াল্ নাম ডোবে না শ্রীহরি ॥৩০॥

—oo—

রাগিণী—ললিত বিভাষ, তাল—আড়াঠেকা। †

( জাগরে নিদ্রিত জীব এই—স্বর )।

অশান্ত মানস ভ্রান্ত, কর অনন্তোপাসনা।
নিতান্ত কৃতান্ত করে, প্রাণান্ত কি তাও জাননা ॥
একান্ত প্রণয় ভরে, ভাব যারে নিরন্তরে,
জীবনান্তে সেই প্রেয়সী, তোমার তো সঙ্গে যাবে না ॥

---

* রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—কাওয়ালী।
† রাগিণী—সাহানা, তাল—ঢিমে তেতালা।

অবিশ্রান্ত বিষয় রসে, ক্ষান্ত হও মন্, রও স্ববশে,
ঘুরনা আর্ পান্থ বেশে,
দিন্ তো গেল কায্ হ'ল না ॥
মোহান্তে অন্তরে চিন্ত, শ্রীকান্ত শ্রীপদ প্রান্ত,
শ্রীকৃষ্ণ রবে না প্রাণ্ তো,
(ওরে) মায়ায়্ ভু'লে আর্ ভুলনা ॥ ৩১ ॥

—oo—

বাউলের সুর, তাল—জৎ।*

("কেমনে বলিবে বল"—এই সুর)।

আমি কি করি প্রাণ্ পাখী, আমার্ মন্ তো মানে না।
মিছা মায়ায়্ স্বপন্ দেখে, স্ব—পণ্ পূর্ণ করে না ॥
বল আত্মারাম বলি, হরিনাম গুণাবলি,
শ্রীকৃষ্ণের্ মন্ গাও কেবলই, মন্ তা শুনে না
( মন্ আমার্ শুনেও শুনে না ) ॥ ৩২ ॥

—oo—

রাগিণী—মল্লার, তাল—ঝাঁপতাল। †

(বহুদিন পরে কে, ডাক্‌লে আমারে—এই সুর)।

( ও, মন্ ) দিনে দিনে দিন্ তো, গেল বৃথায় রে।
(কেন) সত্য ভুলিয়া মত্ত, মিথ্যা মায়ায় রে ॥

---

* রাগিণী—আলাহিয়া, তাল—দাদরা।

† রাগিণী—বাউল, তাল—দাদরা।

বিষয় বাসনা বশে, ভু'লে অহং তত্ত্ব,
ভাব সদা জ্ঞান তত্ত্ব, ভেব না অনর্থ,
সত্ত্ব গুণেতে চিত্ত, থাক চেতনায় রে ॥
এদিন কি চিরদিন রবে ওরে ভ্রান্ত,
করাল কৃতান্ত দূত নিকট নিতান্ত;
হবে জীবনান্ত, তোরে, বলি তাই একান্ত,
"আমি" ও "আমার" বলা, হইবে রে ক্ষান্ত;
কিছুতে নিস্তার নাই, হইবে প্রাণান্ত,
এই বেলা কর তার, উচিত উপায়্ রে ॥
কেবল উপায় এক সে বিপদে হরিনাম,
পদে পদে তৎপদে সুসম্পদ অবিরাম;
যে পদ মাহাত্ম্যে ধ্রুব, পায়্ পদ নিত্য,
সেই পদে মজ মন, ভাব তাঁর তত্ত্ব;
শ্রীকৃষ্ণ তৎপদে, লয় পাবে সত্য,
(সে দিন্) যেমন জীবন বিশ্ব, জীবনে মিশায়্ রে ॥৩৬॥

—oo—

রাগিণী—পুরবী, তাল—আড়াঠেকা।*
( দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন—এই সুর )।

কেন ওরে ভ্রান্ত মন, মিছা মায়ায়্ অচেতন,
তুমি বা কার্, কেবা তোমার্, বৃথা দ্বন্দ্ব পর্ আপন ॥

* রাগিণী—শঙ্করা, তাল—একতালা।

বিষয়্ মদে হ'য়ে মত্ত, ভাব্‌লি না মন্ অহং তত্ত্ব,
ভোগে ভোলা হ'লি চিত্ত, ভু'লে রইলি নিত্যধন ॥
এক্‌বার্ মন দেখ ভেবে, এদিন্ তোমার্ ক'দিন্ রবে,
এ দেহ ত্যজিতে হবে, ভাব ব্রহ্ম সনাতন ॥ ৩৪ ॥

—oo—

বাউলের স্থর, তাল—সংকীর্ত্তনীয় লোফা।*

(ওরে) এই হরিবোল্ বল্‌রে সবাই, আনন্দ ভরে ;
হরি নামের্ গুণে যম যন্ত্রণা হরে ।
যত পাপী তাপী কাঙ্গাল্ জনে, সবে ত্রাণ পাবিরে ॥
( হরি নামের গুণে রে ) ( এযে স্থধাময় নাম্ রে )
তোরা আয়্‌রে ভাই সবে, মিলে আনন্দোৎসবে,
(ওরে) ধন জন শেষে বল কে কোথায়্ রবে,
(সেই) জীবনান্তে জীবের্ সনে ও সব্‌তো যাবে নারে,
( এ দিন ফুরালে রে মন্ ) ( সেই নিদান কালেরে ) ॥
মিছা ভু'লে বিষয়ে, দিন গেল রে ব'য়ে,
জান না কি যেতে হবে শমনালয়ে ;—
(তবে) দিন্ থাকিতে কর উপায়্, (ও ভাই) যেন ভুলনাকো রে
( ত্যজ এ মায়া জীব রে ) ॥

---

* কীর্ত্তন।

এই যে ভব জলধি, পার হবিরে যদি,
নিরবধি ভাবরে মন সেই গুণনিধি,
এক্‌বার্ আনন্দে দুই বাহু তুলে, হরি বলরে
(যে নাম্ শিব জপেরে) (এ নাম্ দেবের দুর্লভ্ রে) ॥৩৫॥

—oo—

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—রূপক। *

( কত দিন ওরে মন, রবি আর অচেতন—এই সুর )।

মন কি বনফুলে, তুলসী গঙ্গাজলে,
ভেবেছ জগদীশে তুষিবে।
বৃথা এ আশা তব, নহে তো সম্ভব,
সিন্ধুকে বালির বাঁধে বাঁধিবে ॥
যে জন ব্রহ্মাণ্ড স্বামী, অনন্ত অন্তর্য্যামী,
কি ধনে তাঁরে তুমি পূজিবে।
আয়োজন্ কর বৃথা সেত নয়্ কথার্ কথা,
স্বপ্নে কি সাম্রাজ্য লাভ্ করিবে ॥
মুখে জপ্ স্তুতি বাক্য, মন্ আত্মায়্ নাহি ঐক্য,
তবে কিরূপে মোক্ষ পাইবে।
শ্রীকৃষ্ণ মূঢ় মতি, বিনা চিদাত্মরতি,
মিথ্যা এ সকলে কি হইবে ॥ ৩৬ ॥

—oo—

* রাগিণী—ঝিঁঝিঁট, তাল-একতালা।

রাগিণী—জঙ্গলী, তাল—খয়রা।*

( রামপ্রসাদী স্বর )

(আমার) মনরে তোর্ মিথ্যা ভাবনা।
(ওরে) অনিত্য দেহ মন, জেনেও কিরে তাও জান না॥
দারা পুত্রে এত স্নেহ, সঙ্গেতে যাবে না কেহ,
প'ড়ে রবে মায়ার্ দেহ, এক্‌বার্ কি ভেবে দেখ না॥
বৃথা ধন জন ল'য়ে, চিরদিন তো গেল ব'য়ে,
কি হবে নিদান সময়ে, তাকি এক্‌বার্ ভাবিলে না॥
অভিমানে হ'য়ে মত্ত, ভাবিলে না পরমার্থ,
মানব্ দেহ হ'ল ব্যর্থ, এমন্ জনম্ আর্ হবে না॥
সে আপন এই পর, এই বিচার পরিহর,
বৈরাগ্য সুমতি ধর, কর আত্ম বিচারণা॥ ৩৭॥

—oo—

রাগিণী—আলেয়া, তাল—একতালা।†

(একবার) এস আর্য্যগণ দেখে যাও
এ ভারত্-ভূমির্, কি দশা হয়েছে এখন্।
পুণ্য ভূমি এ ভারত, আছে কি আর্ পূর্ব্ব মত,
নাম্ মাত্র আছে কেবল্, প্রাণশূন্য শব যেমন্॥

---

* রাগিণী—বাউল, তাল—জলদ একতালা।

† রাগিণী—দরবারী-তোড়ী, তাল—জৎ।

আৰ্য্যভূমি আছে শোনা, লোকে বলে এই ঠিকানা,
চিহ্নে নাহি যায় যে চেনা, ভাব্‌লে কেবল্ ঝরে নয়ন্॥
কোথা সে বাল্মীকি ব্যাস, বশিষ্ঠ শুক্ আঙ্গিরস,
জৈমিনি জাবালি ভৃগু, ভরদ্বাজ শমীক সারণ্॥
কোথা সে বেদ্ আলোচনা, সামগান্ আর যায়না শোনা,
নাহিক যাগ্-যজ্ঞ নানা, কেবল্ পশু পক্ষী হনন্॥
কোথা নল নহুষ ধীর, কোথা জনক যুধিষ্ঠির্
ভীষ্ম ভীম সে পার্থবীর্, কর্ণ দ্রোণ্ ভারত ভূষণ্॥
লুপ্ত হ'ল পূর্ব্বকীর্ত্তি, কলুষিত মনোবৃত্তি,
নীচকার্য্যে নাই নিবৃত্তি, আৰ্য্যভাব আর্ হয়না স্মরণ্॥
ভারত্ ভূমি আর্ শোভেনা, আৰ্য্য নাম তো আর্ রহেনা,
সেই জ্ঞান বীর্য্য বিনা, কারও আরত নাইকো চেতন্॥
শিখাও তোমাদের শাস্ত্র, ভারত দুর্দ্দশা গ্রস্ত,
দেও ভারতে শৌর্য্য বীর্য্য, হউক পূর্ব্বে ছিল যেমন্॥৬৮॥

—০—

রাগিণী—ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ, তাল—জলদ লোফা *

(সংকীৰ্ত্তনের সুর)।

কর, হরিপদ সার এ সংসারে।
যাবে শোক তাপ দুঃখ, পাপ দূরে॥

* রাগিণী—ভৈরবী, তাল—কাওয়ালী।

কায়া কি পুত্র জায়া, সকলই মিছা মায়া,
(মনে) ভেবে দেখ রে।
এ সব্ চিরদিন্ রবে না, সঙ্গে তো কেউ যাবে না,
(তোমার) প্রাণান্তে হবে কি তাই ভাবরে॥
(ও ভাই) সকলে কেবল হরি হরি বল, পথের সম্বল,
ক'রে রাখ ভাই।
(হরি) প্রেম নিকেতন, কাঙ্গালের ধন,
দীন্ দেখে দয়া করেন সদাই॥
ভাসিবে আনন্দ নীরে,
(ভাবিলে) আনন্দময়ের রূপরাশিরে।
(ওরে) তাই বলি ভাই, বদন ভ'রে হরি বলরে
( এমন্ দিন্ আর হবে না )
দিনে দিনে ( দীনের দিন্ দিন্ গেল রে )
(হরি) দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু, ভক্তাধীন রে॥ ৩৯॥

—oo—

# পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

## দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

বা

## সঙ্গীত-মুঞ্জরী।

তেয়াগিয়া নীরমল অংশ নিরমল।
পয়োমাত্র পান করে যথা হংস দল ॥
দোষার্থ বর্জ্জন করি' তথা বুধ গণ।
করিবেন স্বগুণেতে সুগুণ গ্রহণ ॥

—oo—

পরব্রহ্মণে নমঃ।

## মঙ্গলাচরণ।

যে দেব জগৎ প্রিয় অখিলের পতি।
চরাচরে যে বিভুর চিন্ময় মূরতি॥
অব্যয় অক্ষয় সর্ব্ব-দেবের দেবতা।
যাঁহার করুণা বল প্রকাশে সর্ব্বথা॥
অচিন্ত্য অব্যক্তরূপ ত্রিগুণ রহিত।
সত্য নিত্য নিরঞ্জন জ্ঞানের অতীত॥
করুণা বরুণালয়, যাঁর কৃপাবল।
বিকশিছে সুরপুর, মর্ত্ত্য, রসাতল॥
নির্ব্বিকার নিরাকার ত্রিলোক ঈশ্বর।
সমস্ত জগদাধার দেব অনশ্বর॥
প্রভাকর প্রায় প্রভা প্রভূত প্রভায়।
স্নিগ্ধকর শশধর আলোক বিধায়॥
অজস্র নিয়ম যাঁর করিতে পালন।
চরাচরে বিচরিছে জগৎ জীবন॥
অগ্নিতে উত্তাপ ধরে সলিল শীতল।
যাঁহার করুণা বল করে এ সকল॥

যে দেব মঙ্গলময় মুকতি-কারণ।
যিনি অগতির গতি ত্রিলোক তারণ॥
সেই ব্রহ্ম পরাৎপর উদ্দেশে তাঁহার।
একান্ত অন্তরে করি কোটি নমস্কার॥
অসাধ্য সাধন হয় কৃপা হয় যদি।
কীটেতে অগাধ-নীর শোষে সলিলধি॥
মূক মুখে স্পষ্ট কথা, বধিরে শ্রবণ।
করে যে, পঙ্গুতে গিরি করে উল্লঙ্ঘন॥
তোমার কৃপায় অন্ধ দেখিবারে পায়।
অশিবে বিধাহ শিব নিরুপায়োপায়॥
তব কৃপা-কল্পতরু মূলে আমি রই।
সুফল প্রদান দীন দাসে কর কই॥
করি যে প্রার্থনা এই পূরে যেন সাধ।
নিরাশে না হয় যেন হরিষে বিষাদ॥

—oo—

## সরস্বতী বন্দনা।

শ্বেতাব্জ বাহিনী দেবী শ্বেতাব্জ বরণী।
নমো মাতঃ বাগীশ্বরী বিদ্যা বিধায়িণী॥
কৃপা করি' মম কণ্ঠে উর গো জননী।
দুরাশা পূরাও বহু ভাব বিকাশিনী॥

আশার সাগর গর্ভে ওমা বীণাপাণি।
ভাষাতে কল্পনা করি' কবিত্ব-তরণী ॥
অভিলাষ-পাল্ বাঁধি' যত্ন-রজ্জু দিয়া।
তব কৃপা-বায়ু ভরে যাইব বাহিয়া ॥
লহরী যে হেরি ভীম সাগরে অকূল।
উজায়ে যাইব যথা বায়ু অনুকূল ॥
মনে করি করী করি অনন্ত যে আশ।
তুরঙ্গ করিতে দেখি কু-রঙ্গ প্রকাশ ॥
কোনরূপে নাহি দেখি আশায় সুসার।
ভীম জলধির মাঝে তরী রাখা ভার ॥
সাগরে তুফান দেখি' মন উচাটন।
কি করি কি করি পাছে ঘটে বিঘটন্ ॥
কুমতি অজ্ঞান অতি না জানি উপায়।
ভগ্নতরী মম পাছে মগ্ন হোয়ে যায় ॥
কি আর ভাবিব মাতঃ। ভাবিবারে নারি।
যেন ভীম নীরধিতে পাড়ি দিতে পারি ॥

—oo—

# সঙ্গীত-মুঞ্জরী।

## ললিত—আড়াঠেকা।

ধবল কমল দলে দুলিছ সীত বরণে।
আকিঞ্চন পূরাও গোমা দয়া করি' অকিঞ্চনে॥
নিবেদি পদ পঙ্কজে, তেয়াগি' ও শ্বেতাম্বুজে,
কৃপা করি' মা তনুজে, বোস এ রসনাসনে॥
শুনিছি মা আরাধনে, পায় যে বাঞ্ছিত ধনে,
তাই ভিক্ষা ওচরণে, চায় দীন জনে।
নমো নমো নারায়ণী, বরদে গো বীণাপাণি,
শ্রীকৃষ্ণ কহে জননী, আশা পূরাও কৃপাগুণে॥ ১॥

—oo—

## বিভাষ—আড়াঠেকা।

এখন জীবন আছে ভাব সে শ্যামা চরণে।
কেন রে কুরঙ্গ-মন কুরঙ্গ কর ভুবনে॥
শৃঙ্গ-শাখা রিপুছয়, সতত করে আশয়,
কুমতি লতিকাচয়ে, বদ্ধ করিতে বন্ধনে॥
তখন কৃতান্ত-ব্যাধে, যদি মৃত্যু-শরে বেঁধে,
বল তবে সে বিপদে, তরিবে কেমনে।
আছয়ে প্রান্তরে ভয়, আশা মরীচিকা রয়,
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নে কয়, পাছে ভ্রম হয় জীবনে॥ ২॥

—oo—

মল্লার—আড়াঠেকা।

বিষয় ধন-বিঘোরে পশিল মানস করী।
নিত্য সুখে মিথ্যা ভাবি অনিত্যে বিহরে, মরি ॥
তৃপ্তি রজ্জু বোধ আলানে, বাঁধি দুর্ব্বার বারণে,
প্রীতি-খাদ্য সুভোজনে, তবু না রহে ঈশ্বরি ॥
নিবৃত্তি-মাহুত গেল, প্রবৃত্তি হোয়ে প্রবল,
বাসনা কুপথে খল, চালায় কি করি ॥
সদুপায় হোয়ে হত, শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল মাতঃ!
ওপদ শরণাগত, হয়েছি মা ক্ষেমঙ্করি ॥৩॥

—oo—

দেশ—জলদ তেতালা।

কেন রে এত অহঙ্কার।
ভুলিলে কি ভ্রান্তি বশে ভবে অহংকার ॥
না বুঝিলে অহং তত্ত্ব, মিছাভ্রমে মদোন্মত্ত,
না ভাব পদার্থ সত্য, মিছা এ বিকার ॥
দেখিছ ভব সংসার, সকলই জান অসার,
আমি যে নহি আমার, ভাব একবার ॥
কি কারণে দম্ভ তব, হবে এ শরীর শব,
বিলাস-ধন-গৌরব রবে কি তোমার ॥ ৪ ॥

—oo—

আলেয়া—ঢিমে তেতালা।

মনোরমা রমা বামা কালিকায় ( হের )।
কেন হায়, ভুল তায় (মন),
সে পদ না ভেবে, মিছা ঘোর ভবে,
অনিত্য সুখ-অনুভবে, সদা ধায়॥
সকল অগতির গতি কালান্তে,
সে নাম স্মরণে ভয় কি ভীম কৃতান্তে ;
সুতত্ত্বভাব ভাব সে পদে,
দুর্ব্বৃত্ত কেন মজ বিপদে ;
এলে পরে দণ্ডধর এ ঘোর মণ্ডলাকার,
তারিবে হ'তে সংসার কে তোমায়॥
রুদ্রের রমণী ধনী সুভীমা
একাগ্র নিশ্চিত চিতে পূজিবে সে শ্যামা ;
কি হবে ভবে বল এ সব,
প্রাণান্তে যাবে তোমার বিভব ;
সদা যোগে ধ্যান কর, পঙ্কজ পদ সুন্দর,
শ্রীকৃষ্ণে অন্তিমাশ্রয় যেন পায়॥ ৫॥

—oo—

আলেয়া—ঢিমে তেতালা।

মরি মা শঙ্করী করি কি উপায় ( আমি )।
প্রাণ যায়, ঘোর দায়।
এসে, ভৌতিক ভবনে, জীবামূল্য ধনে,
এখন শমন দূতে ল'য়ে যায়॥
সংসার অম্বুধি তলে ডুব্‌লাম্‌,
জলধিতে তারা নাম রত্ন নিতে ভুল্‌লাম,
অনর্থ ভবে ভেবে সুধন, সে অর্থ করি আমি গ্রহণ,
সে সব প'ড়ে রহিল, কিছু নাহি সঙ্গে এলো,
সহগামী, ধন এখন বা কোথায়॥
কাতরে অন্তিমে করি মা'র নাম,
করুণা করিয়া তারা পূর্ণ কর মনস্কাম,
সুসিদ্ধ হব যাব হরিষে, অবাধ্য হোয়ে শমনে শেষে,
অধীনে, তব কিঙ্করে, কিঙ্করে কাল কিঙ্করে,
রাখ এবে শ্রীকৃষ্ণরে রাঙ্গা পায়॥ ৬॥

—oo—

ললিত—ঝাঁপতাল।

করুণা কটাক্ষে মাগো দেখ দীনে দাক্ষায়ণী।
নিস্তার দুস্তর-দুখ-পারাবার নিস্তারিণী॥

আমি মা কুমতি অতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দয়াকর মা শিবে গতি, ভগবতী দশপাণি ॥
প'ড়েছি ভব সাগরে, সতত ডাকি কাতরে
ও পদ তরণী তরে, শ্রীকৃষ্ণের ইষ্টমণি ॥ ৭ ॥

—oo—

ললিত—ঝাঁপতাল।

পূরাহ সুতের সাধ শ্যামা শিবসোহাগিনী।
সময় শেষে শমন এসে, স্বকার্য্য সাধে আপনি ॥
যদি সুতের অশ্রু ঝরে, মা অমনি সুতৎপরে,
শান্ত করেন সন্তানেরে, ব্যাকুলা হোয়ে জননী ॥
পড়িছি বিপাক ঘোরে, বাঁধিয়া করুণা ডোরে,
পাপ কূপ হোতে উপরে, তোল গো মা নিস্তারিণী ॥৮॥

—oo—

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

হবে মা আশ্রয় দিতে যুগল পঙ্কজ পদে।
অভাজন আমার মত তারিলে কত বিপদে ॥
না পারি ও পদ চিন্তে, করি না মুকতি চিন্তে,
যূথ হারা মৃগের মত, ভ্রমি ভবে পদে পদে ॥ ৯ ॥

—oo—

খাম্বাজ—একতালা।

নমো নিস্তারিণী হরকান্তে।
তুমি কাল হরা, ব্রহ্মময়ী তারা,
জগত জননী শিবানী শান্তে॥
ভব ঘোরে ঘুরি, না পূজিনু তোমা,
অজ্ঞানে ভাবিনা চরণ মহিমা,
জানি না বর্ণিমা, মুক্তকেশী বামা,
মুক্ত কর উমা, শ্রীকৃষ্ণে রেখ মা ও পদ প্রান্তে॥১০॥

—oo—

ললিত—আড়াঠেকা।

প্রভাত সময় হোল দেখি' নিশি অবসান।
তমোহর তারাপতি করিল এবে প্রয়াণ॥
চন্দ্রিমা হোলে উদিত, কুমুদিনী প্রফুল্লিত,
এবে শশী বিরহিত, মুদিল সে যে বয়ান॥
জাগ জীব ত্বরান্বিত, মোহ নিদ্রায় অভিভূত,
কৃতঘরে পঞ্চভূত, আছ রে শয়ান।
কেন দেহে যত্ন আশ, জান না এ পান্থ-বাস,
পাথেয় করি প্রয়াস, উঠিয়া কর বিধান॥ ১১ ॥

—oo—

মল্লার—আড়াঠেকা।

সগর সংসার কুম্ভে ধাইল মন মধুকরী।
উপরে কুসুমাবৃত বিষম বিষল হেরি' ॥
মানস ভ্রমর ভ্রান্ত, কিছুতে না হয় শান্ত,
চপল অতি দুর্দ্দান্ত, মিছা ঘোরে হে শঙ্করি ॥
সে কুম্ভে পড়িলে পরে, বিজড়িত অতঃপরে,
মরিবে দুরাশা তরে লোভে বিচরি'।
দেহ তারা এ বিপদে, তব ও পঙ্কজ পদে,
শ্রীকৃষ্ণের মন ষট্‌পদে, ভ্রমিবে যাহে বিহরি' ॥ ১২ ॥

—oo—

সিন্ধু—ঠেকা।

জগত জননী তারা জানি তোমায় যোগেশ্বরী।
যোগমায়ার মায়াবলে ভুবনে যোগাযোগ হেরি ॥
তুমি মা করুণাময়ী, কর মা করুণা কই,
না কর তায় ক্ষতি নাই, কলঙ্ক রবে তোমারি ॥
সুত হ'য়ে সই কেমনে, মাতৃ-নিন্দা স্বশ্রবণে,
শ্রীকৃষ্ণে রাখ চরণে, যাচি তাই যমজিৎনারী ॥১৩॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভ্রান্ত ভাব সে ধন ( ওরে মন আমার )।
অনায়াসে ত্রাণ পাবে ভাব নিত্য নিরঞ্জন ॥

প্রোথিত মোহপঙ্কেতে, কলঙ্কিত পাপাঙ্কেতে,
রাখিবে কে অন্তিমেতে, এলে সে ভীম শমন ॥
জ্ঞান হারা পাগলের মত, মিছা কাজে অনুরত,
কালে কালে কাল গত, কাল এবে দিবে দর্শন ॥১৪॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভুলিলে কি এখন ( ওরে অবোধ মন )।
ব্যর্থ হোল ভবে আসা বৃথা আশা কি কারণ ॥
ব'লেছিলে জঠরেতে, গিয়া এবার সংসারেতে,
পূজিব তারা বিহিতে, সার করিব সে চরণ।
রিপুর বশে মুচ্ছ হোলে, বদ্ধ হোয়ে মায়াজালে
পরমার্থ ভু'লে গেলে, অশেষ দুঃখ কারণ ॥ ১৫ ॥

—oo—

ললিত—ঝাঁপতাল।

হৈমবতী করি স্তুতি কর মা দীনের গতি।
অকূল পাথারে ভাসি আঁখি ঝরে অবিরতি ॥
আমি মা! তব তনয়, কভু অন্য মত নয়,
করি মা এই অনুনয়, তার গো তনুজে সতি ॥১৬॥

—oo—

আলেয়া—আড়খেমটা।

বাছাধন, কিসে হয় তবে শোন, এ দুঃখ মোচন।
নরের অসাধ্য এ যে নহে এত সাধারণ॥
দণ্ড দিলে নরপতি, কে করে বল মুকতি,
যে জন্যে বনে বসতি, ওরে দুঃখিনীর নন্দন।
আছেন সেই দানবারি, পদ্মপলাশাক্ষ হরি,
বর্ষিলে করুণাবারি, ঘুচিবে মনো বেদন॥ ১৭॥

—oo—

খাম্বাজ—একতালা।

স্বর্ণভাতি সতী কে অরণ্যে।
নয় সামান্য নারী, হবে বা কিন্নরী,
বা কৈলাসেশ্বরী, গিরিবর কন্যে।
পদনখে শোভা কোটীশশী প্রভা,
চরণ কমল মুনি মনোলোভা,
একাকিনী কাঁদে কাননেতে কেবা,
সনীর নয়না সুধনী ধন্যে।
আলুলায়িত আপাদ লম্বিত,
কেশ মেঘ তাহে বদন তড়িত,
হৃদয়তাপিতা ধূলায় লুণ্ঠিত,
অনাথিনীপ্রায়া কেবা কি জন্যে॥ ১৮॥

—oo—

ললিত—ঝাঁপতাল।

এসো মা শ্রীরামপ্রিয়ে জানকি ক্ষিতি-তনয়ে।
পবিত্র করহ আসি' সবিত্রী সেবকালয়ে॥
পতিত-পাবনী সতী, ব্রহ্মময়ী কর গতি,
কৃপা কর ভগবতী দয়াময়ী দুরাশয়ে॥ ১৯॥

—oo—

বিভাষ—আড়াঠেকা।

এ প্রাণ রহে না গিরি না হেরি' মা উমাধনে।
নয়নতারা সারা হোল তারামুখ অদর্শনে॥
বৎসর অতীত হয়, গিয়াছেন মা শিবালয়,
আশায় মন প্রাণ রয়, পার্ব্বতীর চন্দ্রাননে॥
তুমিহে কঠিন হোলে, উমারে রহিলে ভু'লে,
যাইয়া কৈলাসাচলে, আন হিমনিকেতনে॥
যে অবধি হৈমবতী, করেছেন কৈলাসে গতি,
আছি যে ক্লেশেতে অতি, দিবানিশি শূন্যমনে॥২০॥

—oo—

বিভাষ—আড়াঠেকা।

সাধে কি ভাবি না রাণী ভবানীর কারণে।
বরদায় বিদায় দিতে সদা শিব দায় গণে॥

পাগল সে পঞ্চানন, না শুনে কারু বচন,
নিরন্তর উমাধন, রাখে নয়নে নয়নে ॥
সতত শ্মশানে ফিরে, ত্রিনয়নী সঙ্গে কোরে,
কে বল বুঝাবে তাঁরে, পাঠাইতে মম সনে ॥
পতিপ্রাণা সে পার্ব্বতী, শিবাদেশ বিনা সতী,
হিমালয়ে সমাগতি করিতে পারে কেমনে ॥২১॥

—oo—

বিভাষ—আড়াঠেকা।

মেনকা কোর না চিন্তা জগচ্চিন্তাময়ী তরে।
কি ভয় অভয়ার কর পূজে যে শঙ্কর হরে ॥
আমি চলিলাম ত্বরা, আনিতে তনয়া তারা,
দুর্গমে দুর্গতি হরা, সেবিতা নর অমরে ॥
কাঞ্চন ভূষণ ধন, নাহি চান পঞ্চানন,
লক্ষ্মী আজ্ঞায় অনুক্ষণ, কুবের ভাণ্ডারী ঘরে ॥
দেহ গো বিদায় রাণী, আনিব তব ভবানী,
ভক্তি ধনে শূলপাণি, যদি পারি তুষিবারে ॥২২॥

—oo—

আলেয়া—আড়খেমটা।

কি কারণ, সজল দেখি নয়ন, কহ গো বচন।
উতলা হোয়না রাণী আসিবে গো উমাধন ॥

গিরি সে গিরিশে তুষি', ত্রিনয়নী তারাশশী,
সঙ্গেতে লইয়া আসি, দিবে হেথা দরশন ॥
সে যে মহামায়া তারা, দুখ পাপ তাপহরা,
দেখা দিয়া নির্ব্বাকারা, জুড়াবে তব জীবন ॥২৩॥

—oo—

বিভাষ—আড়াঠেকা।

মা বোলে এ দুঃখিনীরে উমা কি প'ড়েছে মনে।
কোলে আয় মা "মা" "মা" বোলে সুধাংশুচারু বদনে॥
তোমাধনে নাহি দেখে, ছিলাম যে মা কি অসুখে,
কি বলিব এক মুখে, শূন্য সব হেরি নয়নে।
চেয়ে তব আশা পথ, করিছিনু আশাব্রত,
বৎস হারা গাভী মত, রত পথ নিরীক্ষণে॥
ক্ষণ না এলে শিবানী, মরিত তব জননী,
মৃতে যেন পেলাম প্রাণী হৃষ্ট তব আগমনে॥ ২৪ ॥

—oo—

আলেয়া—আড়খেম্‌টা।

কি কারণ, কাঁদিতেছ মা এখন, সজল নয়ন।
আমি কি ভুলিতে পারি, তোমাদের শ্রীচরণ ॥

দেখে তব চক্ষের জল, ফাটে মম বক্ষঃস্থল,
হৈও না গো চঞ্চল, পেয়ে অঞ্চলের ধন ॥
কৈলাস-ভবনে থাকি, হৃদয় মন্দিরে রাখি,
সদা তোমাদেরে দেখি, থাকি উচাটিত মন ॥ ২৫ ॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

চাই না অর্থ বিলাস ( এ সংসারে রে )।
মায়া মোহের প্রলোভন মিছা মাত্র অভিলাষ ॥
কিছু নাহি সঙ্গে যাবে, নিজ স্থানে সকল রবে,
কিছু দিন থাকিবে রবে, পরেতে হবে বিনাশ ॥
যে ধন হবেনা ক্ষয়, কালা কালে সমান রয়,
চিরদিন রবে অব্যয়, সে ধন করি প্রয়াস ॥ ২৬ ॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন কাশী যাব ( তীর্থ কারণে )।
ভবেতে ভ্রমিলে মিছা দেখ্‌তে কি ভবে পাব ॥
দেখ্‌বো নিজ দেহে বসি' আছে মনোবারাণসী,
তীর্থ ফল অবিনাশী, অনা'সে পাব সব ॥
যাব ভক্তি পর্য্যটনে, অন্নপূর্ণার নিকেতনে,
দেখ্‌বো সে রাঙ্গা চরণে, বিশ্বেশ ভবধব ॥ ২৭ ॥

—oo—

ভৈরবী—একতালা।

সে দিন দীনের কি হবে ( জননী )।
দিন মণি সুত, যে দিন পঞ্চভূত,
দীনাসুর এ দিন হরিয়া লবে ॥
ভবের ললনা দানব দলনা,
ভবের সাধনা, হোল না হোল না,
ও মা গিরিবালা ভু'ল না ভু'ল না,
দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রবে ॥ ২৮ ॥

—oo—

আলেয়া—ঢিমে তেতালা।

রাখ মা রুদ্রাণী গিরি নন্দিনী।
( আমার ) শুম্ভনাশিনী, বিন্ধ্যবাসিনী,
এ মা কৃপাবিন্দু পাতে, রাখ দীন সুতে,
অন্তিমে পদারবিন্দে জননী ॥
মায়া মোহে মুগ্ধ হ'য়ে, বরদে,
অসার সংসারে মিছা মাতিনু মা মোক্ষদে,
এ দুর্গে নিরুপায় কি করি,
শ্রীদুর্গে বলি' কালবিহরি,
ঘুচা গো মা রণকালী, শ্রীকৃষ্ণের মনোকালী,
অন্তকালে কালে বারি তারিণী ॥২৯ ॥

—oo—

বিভাষ—আড়াঠেকা।

অন্তরে ধর রে মন সে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র কত যে জন্যে ত্যজিল প্রাণি॥
ভাবিলে অভয়ার পদে, ভয় কি থাকে বিপদে,
ভবার্ণবে পদে পদে, তারিবেন নিস্তারিণী॥
ভবে মিথ্যা ধন জন, যথা স্বপ্ন দরশন,
কিছু না রহিবে মন, ত্যজিলে ধরণী॥
সেই পদ কর সার, পাইবে ভবে নিস্তার,
তারা নামের রত্নহার, পর রে দিন যামিনী॥ ৩০॥

—oo—

আলেয়া—আড়খেম্‌টা।

তারিণী, চ'লে যায় অমনি, দিনযামিনী।
ভবেতে খেলিতে এলাম অনর্থ নারায়ণী॥
ঘোর মোহময় ভবে, শত্রুগণে মিত্র ভেবে,
যাই মা জ্ঞান অভাবে, অন্তিম নাহি জানি॥
রিপু করে বাঁধা থাকি, তারা তারা বোলে ডাকি,
তারা মা দিও না ফাঁকি, এ বিপাকে জননী॥৩১॥

—oo—

ভৈরবী—একতালা।

আমি কি আর সুদিন পাব ( তারিণী )।
গৃহ দুর্গ ত্য'জে, যাব বন মাঝে,
কালী কালী বোলে কাল কাটাব॥
ত্রিলোকের কর্ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী,
অগতির গতি, সংসার সবিত্রী,
ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষপদদাত্রী,
পূর্ণকাম তারা কবে মা হবে॥ ৩২॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কাজ কি বন্ধু জনে ( মুগ্ধ মন রে )।
পিতামাতা দারাসুত কেবা কার এ ভুবনে॥
সামান্য বিপদ তরে, মিত্রগণ তত্ত্ব করে,
পিতা মাতা রত ঘরে, মিছা দেহ পোষণে॥
তরিতে বিপদ সিন্ধু, ভাবনা সেই দীনবন্ধু,
নিত্য সুখ যাঁর কৃপা বিন্দু দিতে পারে নির্ধনে॥৩৩॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

গেল ব্যর্থ জীবন ( ভবে এসে রে )।
হোল না ভবে ভবানীর আরাধন॥

ছিল মনে যে বাসনা, কিছু না হোল সাধনা,
কেবল অনুশোচনা, হোলরে হোল এখন ॥
ভবের ভাবনা ভেবে, তারা না বলিনু রবে,
যে জন্যেতে আশা ভবে, অনর্থ দেহ পতন ॥৩৪॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আয় রে চিত্ত চপল ( আমার সনে রে )।
যদি রে তরিতে চাহ ভাব সে পাদপদ্মদল ॥
বল মন কালী কালী, ঘুচে যাবে মন কালী,
তরিবার সুপ্রণালী, বিচিত্র অতি বিমল ॥
চাই না স্নিগ্ধ গঙ্গাজল, তুলসী, পুষ্প, বিল্বদল,
একান্তে ভাব নির্ম্মল, পাবে তাঁর পদ কমল ॥৩৫॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখ্‌বো দয়া কেমন ( দয়াময় হে )।
করুণা নিধান তোমায় বলে শুনি জগজ্জন ॥
বুঝিব সে দিন এলে, কৃতান্ত দর্শন দিলে,
দয়া হয় কি দীন বোলে, ঘুচাতে যম পীড়ন ॥
ধনাঢ্যে যে ধন দানে, না দেয় দরিদ্রগণে,
প্রশংসি তারে কেমনে, সে দয়ায় কি প্রয়োজন ॥৩৬॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নাই কি ভ্রান্ত স্মরণ ( ওরে মন আমার )।
চিরদিন না রবে ভবে হবে এ দেহ পতন ॥
ভাস্করতনয় এসে, ধরিবে তোমার কেশে,
কালাকাল দেখিবে না সে, করিবে ত্বরা গমন ॥
কেন কায়ে মমতা তবে, শেষে ধূলি সার হবে,
সুখ শয্যা কোথা রবে, শ্মশানে হবে শয়ন ॥৩৭॥

—oo—

আলেয়া—আড়খেম্‌টা।

প্রভুহে, এবার মরি জীবনে, ভুবন বনে।
এভব কাননে পশি' ভাবি যে মনে মনে ॥
প্রেমরজ্জু সন্তোষ ধনু, বিশ্বাসের তূণ হারাইনু,
ভক্তিবাণ বিহীনে তনু, বিপদ দরশনে ॥
সম্মুখে শমন হরি! নয়নে আমারে হ'রি,
নিরুপায় কিরূপ করি, রাখহে শ্রীচরণে ॥ ৩৮ ॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

চিন্তা কার তরে ( মুগ্ধ মন রে )।
কেন মিছে ধন আশা কি হবে সব পরে ॥

সদা অভিলাষ ধনে, পিতা পুত্র পরিজনে,
একবার না হয় মনে, সে ধন ভবেশ্বরে ॥
কি জন্য সঞ্চয় ধন, পরিচ্ছদ বিভূষণ,
কিছু কি রবে আপন, গেলে সে যম ঘরে ॥ ৩৯ ॥

—oo—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আপন বল কারে ( ও জীব জগতে )।
অসময় এলে পরে রাখিবে কে তোমারে ॥
যাহাকে প্রিয় বচনে, সতত তোষহ মনে,
না দেখি' নয়নে ক্ষণে, নিরত হাহাকারে ॥
তোমায় কালে ল'য়ে যাবে, সেই প্রেয়সী দেখ ভেবে,
স্নান করিয়া শুদ্ধ হবে, ঘৃণিবে সবে শবেরে ॥ ৪০ ॥

—oo—

বাউলের স্থর।

বল্‌নারে মন হরি হরি।
হবে যে ভবেতে পার,
পেলে রে তাঁর (ও ভোলা মন) চরণ তরী॥
পরের ঘরে মিছা ঘোর,
করিলে হে নিশি ভোর,
আপন গৃহে ছ'জন চোর,
নিল যে ধন (ও ভোলা মন) সকল হরি' ॥

তব ঘরে ন'দ্বার মুক্ত,
তুমি মোহ নিদ্রা সক্ত,
হবে জ্ঞান নয়ন যুক্ত,
দেখনা কেমন করি' ॥
উঠ উঠ সাবধানে,
থাকরে অনুসন্ধানে,
দণ্ড দেওরে সুবিধানে,
সেই ছ'জনে (ও ভোলা মন) বলে ধরি' ॥৪১॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

মন মায়ের নিকটে যাবি।
গিয়া মনের মত সাধ পূরাবি ॥
শ্যামা মায়ের রাঙ্গা চরণ দেখিয়া নয়ন জুড়াবি।
তোর যাবে দুর্গ, হবে স্বর্গ,
চতুর্ব্বর্গ পড়ে পাবি ॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম, সে পায় জলাঞ্জলি দিবি।
যখন আস্‌বে শমন, শ্রীকৃষ্ণের মন,
সেই চরণ দিয়া ঠেলিবি ॥ ৪২ ॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

মা আমায় কত ভুলাবি।
আমি কচি ছেলে কি ভয় দেখাবি॥
কাঁদলে পরে কত ছলে সন্তানে শান্ত করিবি।
এখন বুঝেছি সার, শুন্‌বো না আর,
মিছা বিকার তুই না দিবি॥
বিপদে সম্পদ দেয়, যে ও পদপঙ্কজ ছবি।
শ্রীকৃষ্ণে বলে, নেব বলে,
কোন্ ছলে, দেখি রাখিবি॥ ৪৩॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

তারা গো আর দিস্‌নে ব্যথা।
লোকের পোষাপাখী পিঞ্জরে যথা॥
ভবের খাঁচায় পূরেছ মা বদ্ধ মোহ-দুয়ার তথা।
এখন এই মিনতি, শিবে গতি,
শোন মা সতী, দাসের কথা॥
মোহ দুয়ার মুক্ত কর মা মুক্তকেশী দয়ান্বিতা।
আমি দেখবো ও পদ, ঘুচ্‌বে বিপদ,
শ্রীকৃষ্ণের পদ হবে অন্যথা॥ ৪৪॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

দে মা আমায় জমীদারী।
পরের দাসত্ব আর কেন করি॥
ক্ষণস্থায়ী কি হবে মা এ পঞ্চভূতের চাকরি।
আমি চাই তু মহল চরণ যুগল,
কোরবো দখল কাল বিহারী॥
জমীদারের ছেলে হ'য়ে মা আমি কেন হই ভিখারী।
তোর এ কোন্ বিচার শ্রীকৃষ্ণে মার,
আইনানুসার দেশান্তরী॥ ৪৫॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

মা আমায় দোলাবি কত।
ঘরের টানা পাখা টাঙ্গানর মত॥
টানিছে মায়া রজ্জুতে এগুই পেছুই ক্রমাগত।
আমায় কর্ গো দয়া, যোগমায়া,
এ ঘোর মায়া, হউক নিহত॥
গৃহ ছেড়ে যাব "মা" বলে মনে করি অবিরত।
আমি কোরবো সাধন, ও চরণ ধন,
শ্রীকৃষ্ণের মন পণ সতত॥ ৪৬॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

মন তোর এ কোন্ বাসনা।
গিরে, অঞ্চলে তোর ফেলে সোণা॥
রত্ন ভেবে যত্ন কর এ রত্ন কাজে লাগবে না।
তোর গুরু দত্ত, সত্য তত্ত্ব,
কর তত্ত্ব, দুখ রবে না॥
তারা নাম অমূল্য রত্ন তাহা কি দেখেও দেখ না।
শ্রীকৃষ্ণে বলে, তারা ব'লে,
কাল কাটালে, কাল আসে না॥ ৪৭॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

এই কি রে মন মুক্ত মালা।
নিতে এই মালা কি হও উতলা॥
নয়ন পীরিতিপ্রদ ইহা কি এত উজ্জ্বলা।
ও মন দেখরে ভেবে, এ ঘোর ভবে,
কোন্ ভাবেতে কোচ্চো খেলা॥
রবে না রবে না এ হার প'ড়ে রবে যাবার বেলা।
যদি, মুক্ত হবে, মুক্তকেশীর
নামের মুক্তা গলায় দোলা॥ ৪৮॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

আর কেন মন এ সংসারে।
মিছা সুখ ভাব আহার বিহারে ॥
মায়া পাশে বাঁধা কেন ঘোর মোহ অন্ধকারে।
তোমার যাবে মায়া যোগমায়ার,
প্রলয় মায়া, বুঝলে পরে ॥
তারা তারা বল বদনে প্রবেশ বন মাঝারে।
সদা, কররে সাধন, শ্রীকৃষ্ণের ধন,
মায়ের চরণ, অধিকারে ॥ ৪৯ ॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

মন আমার নয় মনের মত।
মিছা বিষয় বাসে সদাই রত ॥
বুঝালে যে বুঝিবে না তাহারে বোঝাব কত।
কেবল, নিধন কারণ, অনিত্য ধন,
করে যতন, এই যে ব্রত ॥
ভাবে না, ভবানীর পদ ভু'লে থাকে বুঝাই যত।
আমার, কি দুর্গতি হবে মা সতী,
হোলে কাল করগত ॥

দুর্গমে দুর্গতি হরা তারা বলে ত্রিজগত।
মা অভয়া থাক্‌তে কেন,
তনয়ের ভয় সতত ॥ ৫০ ॥

—oo—

বৈরবী—একতালা।

মিছা আর কেন ভাব (মন)।
দেখ দেখ ভেবে, মহাসাগর ভবে,
অগাধ সলিলে কবে পারে যাব ॥
ত্যজ না ত্যজ না বিষয় বাসনা,
চিরদিন এদিন রবে না রবে না,
ওরে ভ্রান্ত মন ভাব না ভাব না,
কেমনে পার হবে বারিধি ভব ॥ ৫১ ॥

—oo—

ভৈরবী—একতাল।

দীনে কি দয়া করিবি (মা)।
আছে যত আশ পূর্ণ অভিলাষ
কোরে তারা সুতে ভবে তারিবি ॥
আমি মা একান্তে না পারিনু চিন্তে,
চিন্তাময়ী শিবে তুমি মা অচিন্ত্যে,
সচিন্ত অন্তর ও পদ না চিন্তে,
কি হবে কি হবে ভাবি যে ভাবি ॥

কালে কাল শেষে যখন সে এসে,
ধরবে তোমার দীন সন্তানের কেশে,
যেন তারা তারা বলি গো হরিষে,
শ্রীকৃষ্ণে ওপদ পদ্মে রাখিবি ॥ ৫২ ॥

—oo—

ভৈরবী—একতালা।

কত দিনে কৃপা হবে ( মা )।
এ ভবের মায়া, ঘুচাও মহামায়া,
সংসার বন্ধনে মুক্ত করিবে ॥
মিছা ধন মন ক'রে অন্বেষণ,
না ভাবিল তব পঙ্কজ চরণ,
কি হবে তখন রবিজ শমন,
এসে কেশে আমায় ধরিবে যবে ॥
দেহ গো মা তারা মোহ অন্ধকারে,
জ্ঞানরূপ দীপ কৃপাতে আমারে,
বিরাগে যাই বন ত্যজিয়া সংসারে,
ও পদারাধনে জীবন যাবে ॥ ৫৩ ॥

—oo—

### ললিত—আড়াঠেকা।

যাইতে বাসনা বনে কি কার্য্য ধনে ভবনে।
রবে না রবে না আমার যাবে না অনুগমনে ॥
এ সংসার কারাগারে, মায়ার শৃঙ্খল হারে,
রেখেছ বেঁধে আমারে, পিতা মাতা পরিজনে ॥
নাহি বল বিভুভক্তি, না ভজিনু আদ্যাশক্তি,
কেমনে পাইব মুক্তি, যুক্তি কি এক্ষণে ॥
ও পদ পঙ্কজ ছায়া, দে মা তারা মহামায়া,
ত্বরিতে সংসার মায়া, শ্রীকৃষ্ণের ইষ্ট সাধনে ॥ ৫৪ ॥

—oo—

### আলেয়া—আড়খেমটা।

শঙ্করী, সদুপায় কি করি, বিঘোরে মরি।
ভবের ভবনে এসে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী ॥
আশা ছিল মনে মনে, পূজিব তব চরণে,
বিপক্ষ যে রিপুগণে, ভক্তি-ধন লয় হরি' ॥
যদি গো মা দয়া কর, দুরন্ত বিপক্ষে হর,
এ দীন সন্তানে তার, ঘুচে দুঃখ লহরী ॥ ৫৫ ॥

—oo—

ভৈরবী—একতালা।

অকূলে আকুল কি করি ( তারাগো )।
দেখি' অম্বুরাশি, মনে ভয় বাসি,
দিবা নিশি ভাসি দুখে কালহরি ॥
বিভীষিকা গণি, না দেখি তরণী,
বিপদে বিষাদে মরিগো তারিণী,
ওমা দশপাণি, জগৎ জননী,
দীন সুতে তারা দেহ পদ তরী ॥ ৫৬ ॥

—oo—

আলেয়া—একতালা।

ওহে ভবধব, কি করিব স্তব,
পতিত পাবন, তোমারে বলে।
আমি হীন শক্তি, শূন্য মতি ভক্তি,
পাব ওহে মুক্তি, ভবে কোন্ বলে ॥
গেল গেল দিন, তনু হয় ক্ষীণ,
বাসনা কমে না বাড়ে দিন দিন,
হ'য়ে মত্ত মদে তত্ত্বজ্ঞানহীন,
ভবে দহে দেহ দুখ অনলে ॥

পাপরূপ কূপ মাঝে নিপতিত,
রয়েছি আমি হে ত্রিগুণ রহিত,
কৃপায় কেশে ধরি', করহে উত্থিত,
তার হে পতিত দীন বিফলে ॥ ৫৭ ॥

—oo—

বাউলের সুর।

তার মা আমায় নিস্তারিণী।
প'ড়েছি ভবঘোরে, রাখ মোরে,
দীন দুখ ( ওমা তারা ) নিবারিণী ॥
দহে প্রাণ পাপানলে, তাপেতে অন্তর জ্বলে,
তব পদ-কৃপা জলে, কর শীতল (ওমা তারা)
আমায় প্রাণী ॥
অবিশ্বাসী হীন ভক্তি, কিসে গো মা পাব মুক্তি,
পার কর আদ্যাশক্তি, ভবে দুস্তারিণী ॥
শ্রীকৃষ্ণে কর সারাৎসারা, হৃদয় আমার পাপে ভরা,
দেহি মে চরণ তারা, কখন কি হয় ( ওমা তারা )
নাহি জানি ॥৫৮॥

—oo—

ললিত—ঝাঁপতাল।

আয়রে সবে, সমভাবে যাবে যদি ভবপারে।
অনর্থ লালসা অর্থে ত্যজ সবে অবিকারে॥
ধন জন যত ভবে, মিথ্যা সবই দেখ ভেবে,
ভাবনা, যাবে রে কবে, পারে ভব পারাবারে॥
ছোট বড় নাহি তথা, রাজা প্রজায় অভিন্নতা,
সকল জাতি একতা, যাবে এক তরী ভ'রে॥
ত্যজ বৃথা গৃহ দ্বন্দ্ব, বিহীন সর্ব্ব সম্বন্ধ,
ভাব রে সেই পূর্ণানন্দ, সদানন্দে ডাক তাঁরে॥
কি ভয় ভব সাগরে, নিরন্তর একান্তরে,
ডাকরে পারের তরে, সাগরের কর্ণধারে॥ ৫৯॥

—oo—

ললিত—ঝাঁপতাল।

কি ভাব অভাবে মিছা ভাবিছ ভব ভবনে।
বিপদ সম্পদ হবে ভবপদ আরাধনে॥
এই যে বিভব সব, রবে না রবে না তব;
মিছা ভ্রমে অনুভব, সতত সুখদ মনে॥
সংসার বাসনা যত, ত্যজ ত্যজ অবিরত,
পরম পদানুরত, থাকরে থাক যতনে॥

ভাব সেই দয়াময়, ঘুচিবে শমন ভয়,
পাপতাপ নাহি রয়, ধর অভয় চরণে ॥ ৬০ ॥

—oo—

খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

হের পূর্ণ শশধরে ( মন ) ।
নাহি অনুরূপ, ও যে অপরূপ, কিরূপ সেরূপ স্বরূপ ধরে ॥
দেখ কাল গতি মনরে দুর্ম্মতি,
দ্বিতীয়া তৃতীয়া ক্রমে অমাতিথি,
শশিকলা হ্রাসে শেষে কুমুদপতি,
একেবারে অস্তগ্রহের তরে ॥
আসিয়া এ ধরা, এ জীবন ধরা,
সতত আশঙ্কা মৃগাঙ্কের ধারা,
ভবজলধিতে গতি শতধারা,
কুধারা শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টি করে ॥ ৬১ ॥

—oo—

রামকেলী—আড়াঠেকা।

একবার ভাবনা মন সে কাল শমন।
মিছা কাজে প্রধাবিত বল কি কারণ ॥
এত যে দেখিছ ভবে, বল এ সব কোথা রবে,
তুমি শব হোলে সবে, হবে অদর্শন ॥

জনক জননী সুত, প্রিয় দারা আদি যত,
এলে দিনমণি-সুত, কি হবে তখন ॥
যে যার স্থানেতে রবে, তুমি কোথা চ'লে যাবে,
কেহ না সন্ধান পাবে, করিবে গমন ॥ ৬২ ॥

—০০—

জয়জয়ন্তি—ধামাল।

কি ভু'লে রয়েছ মন বারেক ভাবনা।
নিত্যধন রৈল কোথা দেখনা দেখনা ॥
কি ধন করিছ তত্ত্ব, না ভাবিছ তাঁর তত্ত্ব,
কেন এ ধনে অনর্থ, মলিনা বাসনা ॥
ত্যজ মিথ্যা অভিলায, অনিত্য সুখ বিলাস,
ভবের অভয় পদে, পূজ না পূজ না ॥ ৬৩ ॥

—০০—

জয়জয়ন্তি—ধামাল।

বিপদে বিষম পিতা কি করি এখন।
সুত সঙ্গে নাহি দেখা একি বিড়ম্বন ॥
আমারে আনিলে তুমি, দেখালে হে ভব ভূমি,
ভয়েতে আকুল আমি, গেল হে জীবন ॥
মায়া মোহে হ'য়ে অন্ধ, থাকি সদা নিরানন্দ,
দীনে কর পূর্ণানন্দ, কৃপা বিতরণ ॥

খুলিয়া দেহ জ্ঞানাক্ষ, যাবে পাপ তাপ দুঃখ,
নয়নে হেরি প্রত্যক্ষ, তব শ্রীচরণ ॥ ৬৪ ॥

—oo—

জয়জয়ন্তি—ধামাল।

কবে গো সে দিন পাব জুড়াবে জীবন।
সংসার বন্ধনে আমি পাইব মোচন ॥
সাধ মা আছে যে মনে, কালী বোলে এ বদনে,
জীবন গঙ্গা জীবনে, করিব অর্পণ ॥
নিরুপায় কি করি কালী, না ঘুচিল মনের কালী,
দিন করি আজি কালি, করিল গমন ॥
রসনা রসে না ভুলে, মুখে নাহি কালী বলে,
করাল কালকবলে, কি হবে তখন ॥
আমি মা অজ্ঞান অতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
হ'য়ে প্রীত সুত প্রতি, দিও গো চরণ ॥ ৬৫ ॥

—oo—

ভৈরবী—একতালা।

মিছা কি আর কর মন (আমার)।
কেন রে যতন, কর অকারণ,
বিষয়ে বিহরি' হইলে পতন ॥

কি কর ভাবনা বিবিধ কামনা,
এধন স্থধন নহে কি জান না,
ভবে নাহি ভাব্ ভব আরাধনা,
ভবার্ণবে কিসে পাইবে তারণ ॥ ৬৬ ॥

—oo—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কাহারো ত নয় ( তুমি )।
জনক জননী কেবা কে কার তনয় ॥
মায়া বশে আপন আপন, বলি' মন কর যতন,
কোথায় রহিবে স্বগণ, যবে হবে লয় ॥
এত যে সঞ্চয় ধন, বল এসব কি কারণ,
এ তনু ত্যজিলে মন, কেবা কার রয় ॥
প্রেয়সী প্রেম পাশেতে, অভিলাষ প্রাণ সহিতে,
অন্তিমে তব স্ব-হিতে, কি ফল উদয় ॥
মিছা আশা, অহঙ্কার, না জানিলে অহং কা'র,
এলে কাল ভয়ঙ্কর, ঘুচিবে নিশ্চয় ॥
অতএব শুন মন, অবশ্য হবে মরণ,
কর তার আয়োজন, উচিত যা হয় ॥ ৬৭ ॥

—oo—

আলেয়া—একতালা।

আর কেন মন, ভাব অকারণ,
সে দিন ভীষণ, দেখ না কেমন ॥
গেল গেল কাল, দেখ অন্তিম কাল,
রবিসুত কাল দিবে দরশন ॥
ধন জন মন পরিহর সব,
রবে না এসব হোলে তুমি শব,
মিছা সুখ ভাব বিপুল বিভব,
কি হবে তোমার ভাব না তখন ॥
সে যে ভীম বেশে, সেজে শমন এসে,
করিবে বন্ধন ধরিবে রে কেশে,
ভাব না ভাব না কিবা শেষে,
কোথায় রবে তোমার আত্মীয় আপন ॥ ৬৮ ॥

—০০—

আলেয়া—একতালা।

আর কত দিন, রহিবে রে দীন,
এ দিন চিরদিন রবে কি তোমার ॥
তারা পদ ধন, কর রে সাধন,
তারা তারা বল ঘুচিবে বিকার ॥

একমনে তারা তারা নাম ধ্বনি,
কর মুখে সুখে হইবে রে ধনী,
রাখিবেন শেষে করালবদনী,
দিনমণিসুত কি করিবে আর ॥
তারা তারা সদা বল যাবে ভ্রান্তি,
অন্তিমে দুঃখেতে পাইবে রে শান্তি,
ভবে যাওয়া আসা হইবে রে ক্ষান্তি,
চির দিনের মত ভবে হবে পার ॥ ৬৯ ॥

—০০—

আলেয়া—একতালা।

কার অন্বেষণ, করিতেছ মন,
বিদেশ ভ্রমণ, কর কি কারণ।
ভাব নিরন্তরে একান্ত অন্তরে,
অন্তরবাসী জনে নির্ধনের ধন ॥
বনফুল হার চন্দনাদি আর,
গঙ্গা জলে বলি কি কার্য্য তাঁহার,
এসব আসার দিয়া সারাৎসার,
ভুলাতে কি পার ত্রিলোকতারণ ॥
ভক্তি ভাবে যে বা কাতরেতে ডাকে,
অন্তর অন্তরে সে যে বেঁধে রাখে,

তারেন ত্রাতা তারে বিপদে বিপাকে,
তা'র কি থাকে ভয় আইলে শমন ॥ ৭০ ॥

—oo—

আলেয়া—ঢিমে তেতালা।

করে অসি আসি শশী ভালে রে ( কে রে )।
হুঙ্কারে, ঘোর সমরে ;
এ যে, করে টল মল, এ মহী মণ্ডল,
চোকে আখণ্ডল জ্যোতি যে ধরে ॥
সমর তরঙ্গে রঙ্গে নাচিছে,
মার মার শব্দে মুখে যেন অভ্র গর্জ্জিছে ;
অনঙ্গহর হর হৃদি পর,
উলঙ্গ বেশে অট্ট হাস্যাধর ;
কিবা শোভা সে চরণে,
ভক্তের বাঞ্ছিত ধনে,
কৃতার্থ হৃদয়ে শম্ভু রাখে রে ॥
নরমুণ্ডমালা দোলে যে গলে ;
এলোকেশে নাশে দৈত্য, হাঁসে ত্রিদশ দলে ;
সে দৈত্যকুল মূলনাশিনী,
কে তত্ত্ব পায় মত্ত যোগিনী ;
নর-কর কটিদেশে,

মায়ের নাভি-সরসে,
দ্বিরদ ত্রিবলী বেশে, যায় রে ॥
প্রশংসি দনুজ পতি তোমারে,
দেবারির ভাবে ভবে পাইলে হে মায়েরে,
প্রেমান্ধ রণে মায়ে পূজিলে সানন্দে,
সুরধামে চলিলে ;
অদৃষ্ট বিগুণে তারা,
শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া সারা,
ওপদে রেখ মা শেষে দাসে রে ॥ ৭১ ॥

—oo—

ললিত—একতালা।

কি ভাব কি ভাব, কর অনুভাব,
ভবে কোন্ ভাব, করেছ ধারণ।
মায়ের, শ্রীপদ সুঁন্দর, নাহি চিন্তা কর,
দেখ মন পামর, নিকট মরণ ॥
মায়া মোহ পরিহর এ সংসারে,
গলে শোভা কর তারা নাম হারে,
শ্রীকৃষ্ণের মন ভাব রে তাঁহারে,
এই বেলা তাঁর লওরে শরণ ॥ ৭২ ॥

—oo—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ভাব রে ও মন ( তাঁরে )।
যদি বা নিস্তার পাবে আইলে শমন ॥
ভাবিছ ধন বিভবে, না ভাব ভবানী ভবে,
শঙ্কটে কেমনে তবে পাইবে মোচন ॥
মনে বল কালী কালী, ঘুচে যাবে মনোকালী,
হয় হবে আজি কালি, কাল আগমন ॥
মিছা কাজে গেল কাল, জাননা করাল কাল,
না মানিবে কালাকাল, দিবে দরশন ॥৭৩॥

—oo—

বিভাষ—আড়াঠেকা।

এ দেহ কুটীরে মন জ্বলিছে যে দীপ প্রাণ।
প্রলয় পবন এসে করিবে এ যে নির্ব্বাণ ॥
আছে রিপু ছয় জন, বপু-বাসে অনুক্ষণ,
এরা যে নহে আপন অহিত করে সন্ধান ॥
এবে যুক্তি কর সার, ধন জন গৃহ আর,
মিছা পুত্র পরিবার, ত্যজিয়া ভাব নিদান ॥
মঙ্গল চাহ রে যদি, মঙ্গলার সাধনা বিধি,
নির্ব্বাণ নির্ব্বাণাবধি অমঙ্গল না পাবে স্থান ॥৭৪॥

—oo—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কি ভাবিছ মন ( এখন )।
বিষয় বাসনা হ্রদে হোলে কি মগন॥
যোগেশ বাঞ্ছিত ধনে, বঞ্চিত যে সে চরণে,
কি হবে সঞ্চিত ধনে, আইলে শমন॥
জিজ্ঞাসিলে মুখে বল, প্রাণে প্রাণে আছি ভাল,
কিন্তু প্রাণের কুশল, কোথা অনুক্ষণ॥
দিনে দিনে যায় কাল, নিকটে রবিজ কাল,
না মানিবে কালাকাল, করিবে বন্ধন॥
বিষয় বাসনা ত্যজ, অম্বিকার পদাম্বুজ,
নিয়ত অন্তরে ভজ, পাইবে মোচন॥৭৫॥

—oo—

মল্লার—কাওয়ালি।

আর মা দুখ দিবি কত ভুবনে।
আমি মরি গো এবার প্রাণে॥
আমার ভবে আসা বৃথা হোল নরদেহ ধারণে॥
দেখ নয়নে, ও মা এ দীনে,
দীনদয়াময়ী তুমি দয়া কর এ দীনে॥

কারে করি আপনাপন, মায়াতে হই যে বন্ধন,
অপার মহিমা তোমার কে জানে ॥
করি মিনতি, দে মা সুমতি,
নহিলে ডুবি গো ভব সাগরের জীবনে ॥
চাইনা মা ধন জন, এ সকল অকারণ,
কি করিব রমণীয় ভবনে ॥
আছে অন্তরে, ত্যজি' সংসারে,
যাইব বনেতে তারা তারা ব'লে বদনে ॥
চিরদিন আছে মন, করিব মায়ের সাধন,
জীবন ত্যজিব তাহে গহনে ॥
কর করুণা, নিদয় হোয়ো না,
শ্রীকৃষ্ণের যাবে কষ্ট, রেখ ইষ্ট চরণে ॥৭৬॥

—oo—

মল্লার—কাওয়ালি।

ভাবনা আর ভবে নাহি রবে রে।
যদি অন্তরে, ডাক মায়েরে,
তোমার কি ভাব অভাব ভবে ভাবনা কার তরে রে॥
মূঢ় মন রে, একবার ডাকরে,
তোমার সুখ দুখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সমভাব হবে রে ॥

কি করিবে বুদ্ধি বল, মিছা ধনের সম্বল,
কাল-করে বল কিবা হবে রে।
সব রবে রে, কেবল রবে রে,
তুমি একাকী এসেছ শেষে একা চ'লে যাবে রে॥
হৃদয়ের সরোবর, ভক্তি জলে পূর্ণ কর,
বাঞ্ছিত পঙ্কজ পাবে ভবে রে।
আমার মন রে, কথা শুন রে,
সংসারের মিছা মায়ায় আর নাহি ভু'ল রে॥
রাখ রাখ বিভু ভক্তি, অনায়াসে পাবে মুক্তি,
নহিলে যাতনা বড় পাবে রে।
বিনা বিকারে, ত্যজি' সংসারে,
তারা মায়ের শ্রীচরণে ভেবে বনে চল রে॥৭৭॥

—oo—

বিভাষ—আড়াঠেকা।

দেখ মন দিব্য জ্ঞানে তোমার শেষে কি হবে।
সুখ শয্যা ত্যজি' তুমি শ্মশানে শয়ন করিবে॥
এই দিবা এই রাতি, এই বার এই তিথি,
স্বভাবের এই গতি, চিরকাল যে রহিবে॥

নয়ন নিমেষ গেলে, তোমারে সব যাবে ফেলে,
ঘৃণিবে রে শব বোলে, প্রিয়জন সবে॥
ভাব ভাব অনিবার, অভয়ার পদ সার,
অবশ্য করিবেন পার, ভবানী এ ভবার্ণবে॥৭৮॥

—oo –

আলেয়া—ঢিমে তেতালা।

দেখ না তরুণারুণ কিরণে (মন)।
মায়ের চরণে, রাঙ্গা বরণে,
কিবা, শোভা সমুদ্ভব, তাহে উমাধব,
শব ভব রাখে হৃদি আসনে॥
চারি হস্তে চতুর্দ্দিক বেপেছে,
এবার দলিতে দুষ্টে কালী মূর্ত্তি ধ'রেছে,
কৃতান্ত-কর যার করি' ভয়,
অশান্ত হোয়ে চরণে লুটায়;
ওপদে যার আছে ভক্তি
চিন্তা কি তার পেতে মুক্তি,
আদ্যাশক্তি চিন্তিছেন তা'র কারণে॥
বিশ্বাস সলিলে ধু'য়ে ও পদ,
শ্রদ্ধার কুসুম চয় দিয়া পূজ অবোধ;

সামান্ত বলি বলি কি দেহ,
প্রসন্না হয়েন তারা সন্দেহ ;
কঠোর তপস্যা অসি,
দিয়া নিছ প্রাণ নাশি
শ্রীকৃষ্ণে কয় পাবে স্থান ও চরণে ॥৭৯॥

—oo—

আলেয়া—আড়খেমটা।

আমারে তারিণী কে নিস্তারে, ভব দুস্তরে।
মিছা মোহে মহীতলে রত সুখ বিহারে॥
জননী জঠরে ভাবি, ভবের এ ভাব ভাবি,
মায়ের চরণ সেবি, ঘুচাব সব বিকারে॥
কোথা গেল সে সব চিন্তে, মায়েরে না পারি চিন্‌তে,
মায়াতে জগৎ ভ্রান্তে চিন্তাময়ী তারা রে॥
শ্রীকৃষ্ণ এ দীন দাসে, পতিত মা ধরাবাসে,
পতিত পাবনী শেষে, রেখ ও পায় পামরে ॥৮০॥

—oo—

আলেয়া—আড়খেমটা।

বিপদে, আমায় কে রাখে এখন, তারা বরদে।
প্রমোদে পঙ্কিল হ্রদে প'ড়েছি মা প্রমাদে॥

তোমার চরণ ভু'লে, ভ্রমে ভবে বেড়াই খেলে,
আমি মা অবোধ ছেলে, হ'ল না মা মোক্ষদে ॥
শুনিছি অজ্ঞান সুতে, মায়ের মায়া অধিক তাতে,
তাই ডাকি মা কাতরেতে, স্থান দিও গো শ্রীপদে ॥৮১॥

—০০—

আলেয়া—আড়খেমটা।

দয়াময়, পাপ-কূপে ডুবে রয়, দুর্ব্বল তনয়।
পদে পদে বিপদে দেখি' পেতেছি প্রাণেতে ভয় ॥
মিছা কাজে সদাই রত, সাধ না পূরিল তাত,
বুঝি এ জনমের মত, বৃথা এ জীবন যায় ॥
না জানি তোমার স্তব, কি সে পরিত্রাণ পাব,
দয়াময় নামে তব, যদি দীনে দয়া হয় ॥
তব নামের মধুর সুধা, না সেবিনু যায় না ক্ষুধা,
সংসার মায়াতে বাঁধা, দহিছে দুখে হৃদয় ॥ ৮২ ॥

—০০—

আলেয়া—আড়খেমটা।

এ কেমন, প্রভু করি দরশন, শ্রীমধুসূদন।
বিপদে পড়িয়া ডাকে কাতরে দীন নন্দন ॥

তুমি অনাথের নাথ, কর কৃপা দৃষ্টিপাত,
বলে তোমায় ত্রিজগত, দীনের দুখ-বারণ ॥
ঐ দেখি দণ্ড করে, ধরে আমায় দণ্ডধরে,
তাই তোমার ডাকি কাতরে, কর হে দুঃখ মোচন ॥৮৩॥

— oo—

আলেয়া—আড়খেমটা।

কেন আর, মিছা বলিছ আমার, বল তুমি কার।
মায়াতে আপন বলি' আমারে ভাবিছ সার ॥
এসব চিন্তা দূর কর, মিছা মায়া পরিহর,
ভুলিবে কি নিরন্তর, জিজ্ঞাসি তাই একবার ॥
মায়ায় ভু'লে মা'য় হারালে, সে পদ তরী না পেলে,
ভবে এসে না ভাবিলে, কেমনে মন হবে পার ॥ ৮৪॥

—oo—

ললিত—আড়াঠেকা।

ভাব রে ভবানী পদ ভবসিন্ধু তরিবারে।
কত কাল আর মিছা মায়ায় ভু'লে রবে এ সংসারে ॥
দেখ দেখ জীব সূর্য্য, সাধি' সংসারের কার্য্য,
হোয়ে হীন শৌর্য্য বীর্য্য, যাইছে অস্ত ভূধরে ॥

ভেবে দেখ ওরে মন, পরিবার ধনজন,
কি হবে হোলে নিধন, ত্যজিবে তোমারে ॥
তাই বলি ত্যজ সবে, তারাপদ ভাব ভবে,
বিপদে সম্পদ হবে, যাইবে ভবের পারে ॥ ৮৫ ॥

—oo—

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

নিদানে দীনের কি হবে ( মা )।
কি করি কি করি, মিছা ঘোরে ঘুরি,
না পূজি শঙ্করী, এসে ভবে ॥
মহামায়ার মায়া জালে বদ্ধ হোয়ে,
ভুবনেতে ভ্রমি ভ্রম-ভার ল'য়ে,
বৃথা দিন গেল মজিয়া বিষয়ে,
শেষের বিশেষ না পাই ভেবে।
ভব ভয়ে ডাকি ওমা ভব-জায়া,
নিজ গুণে দীন দাসে কর দয়া,
ত্বরায় গো অভয়া দে মা পদ ছায়া,
শ্রীকৃষ্ণের এ দিন কি হয় কবে ॥ ৮৬ ॥

—oo—

মল্লার—আড়াঠেকা।

তারিতে ভব দুস্তারে হবে মা দুঃখ বারিণী।
নাম তোমার শুনেছি যে দয়াময়ী দুস্তারিণী ॥
চিরদিন এসে ভবে পাপী কি পতিত রবে,
পতিতপাবনী তবে, কেন বলে নিস্তারিণী ॥
চিন্তে নাহি পারি মন, না চিন্তে তব চরণ,
পেয়ে বহু ধনজন, ভুলিল তারিণী ॥
দে মা রাঙ্গা চরণ তরী, এ ভব সাগরে তরি,
নহিলে ডুবিয়া মরি, তারা কালনিবারিণী ॥ ৮৭ ॥

—oo—

বাউলের সুর।

নিদ্রা ভেঙ্গে উঠ ত্বরায় এখন আর কি দেখরে।
কাল দণ্ড করে ধ'রে শমন ব'সে শিয়রে ॥
ছাড়রে সংসার মায়া,
ধনজন পুত্র জায়া,
কোথায় রবে কোমল কায়া,
যখন যাবে কালের ঘরে ॥
আমার বোলে মর ভেবে,
পরিবার আর বিভবে,

তোমার শেষের দিনে ( মন রে ) কি যে হবে,
সম্বল কিছু রাখ রে ॥
কার জন্যে বিষয় চিন্তে,
না পারিলে মায়ে চিন্‌তে,
এখন চিন্তামযীর পদ চি'ন্তে,
তারা বোলে ডাকরে ॥ ৮৮ ॥

— ০০—

রামপ্রসাদী স্থর।

মন কেন রে জ্ঞানহারা।
তুই ভু'লে রৈলি সারাৎসারা ॥
অসার সংসার ঘোরে ঘুরিতেছ এ কোন্ ধারা।
তুই, পরম গতি পাবিরে যদি,
সদাই রে বল তারা তারা ॥
শ্রীকৃষ্ণে কয় ও মূঢ় মন সে যে শমন-সংহারা।
তোর কাজ কি এ সব, তুচ্ছ বিভব,
সেই চরণে সব সুধারা ॥ ৮৯ ॥

—০০—

রামপ্রসাদী স্থর।

মন তুমি মাঝি আনাড়ী।
এমন মানব তরী পেয়ে
তুমি না পারিলে দিতে পাড়ী ॥

অকূল ভব সাগরে
হাল দেখি যে দিলে ছাড়ি'।
তুমি অনায়াসে নিদ্রাগত,
বিশ্বাসিয়া ছ'জন দাঁড়ী ॥
প্রবল-বাণে ভেসে যায় মন
ধর তরী শীঘ্র করি'।
শ্রীকৃষ্ণে কয় রাখ মা তারা
প্রাণ গেল বিপদে পড়ি' ॥ ৯০ ॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

মা দীনে কি দিন দিবিনে।
দীন দয়াময়ী নাম ধর্‌বিনে ॥
দাসের দশা কি হবে মা
তোর ও পদ ছায়া বিনে।
বিষম বিষয় গরল, পান কোরে মা
প্রাণে বুঝি আর বাঁচিনে ॥
মহামায়ার মায়া নাই মা
দীন ব'লে কি দেখিবি নে।
এখন, ঐ চরণে, রাখ মা দীনে,
মায়ায় যেন মা'য় ভুলিনে ॥

তারা নামের সুধা বিনে
যেন কিছু আর সেবিনে।
শ্রীকৃষ্ণের মন ঐ চরণে
কালের ভাবনা আর ভাবিনে ॥ ৯১ ॥

—০০—

রামপ্রসাদী সুর।

মা মা বোলে ডাকি তারা।
আমায় কোন্ দোষে তুই দিস্‌নে সাড়া ॥
পতিতে তারিতে মাগো হোলি কি এত কাতরা।
তোর, পতিত-পাবনী নামের
গুণ কি গো মা এমন ধারা ॥
ধন জন চাই না আর মা বিষয়েতে বিষ পোরা।
এখন, বৈরাগ্যের ভিখারী আমি
ঐ পদ চাই সারাৎসারা ॥
শ্রীকৃষ্ণের মিছা কাজে দিন গেল মা নিরাকারা।
আমার, শমন ভবন কোরে স্মরণ,
প্রাণ কাঁপে ভবভয়-হরা ॥ ৯২ ॥

—০০—

রামপ্রসাদী সুর।

দেমা আমায় তোর চাকরী।
আমি বেকার বোসে রৈতে নারি ॥
পাঁচটী নিয়া ঘর করি মা
রাখ্‌তে তাদের আর না পারি।
আমার ঘরের ছ'জন, বাদ কোরে মা
সাধ পূরাতে দেয় না মরি ॥
অন্য কর্ম্ম চাইনা তারা
কাতরে এই ভিক্ষা করি।
যেন, ছেড়ে সকল, ঐ চরণ মা
সেবা করি কাল বিহরি ॥
শ্রীকৃষ্ণের মন কি হয় কথন,
কৃপা কর ত্রিলোকেশ্বরী।
ত্বরায় কোরে দে মা তারা
ঐ রাঙ্গা পদ শিরে ধরি ॥ ৯৩ ॥

—oo—

রামপ্রসাদী সুর।

মা আমার কি হবে শেষে।
আমার ভবের ভাবনা ভেবে তারা
দিন গেল দীন দুখাবেশে ॥

সাধনা জানি না আমি
ভক্তি নাই মা তরি কিসে।
তোর, দয়াময়ী নাম শুনেছি,
তাই ডাকি মা তোর উদ্দেশে ॥
কৃপা ক'রে রাখিস্ গো মা
তোর রাঙ্গা চরণ পাশে।
নৈলে দয়াময়ী নাম জগতে
কেউ লবে না মধুর ভাষে ॥
শ্রীকৃষ্ণরে দয়া কর মা
দীনহীন চির দাসে।
আমায়, ঐ চরণে স্থান দিও মা
যখন কালে ধ'র্‌বে এসে ॥ ৯৪ ॥

—oo—

ললিত—একতালা।

কি ভাব এ ভবে, বিষয় বিভবে,
নিজ অনুভবে, ভাবিছ মায়ায়।
মন, দেখরে বিশেষ, হোতে হবে শেষ,
কেন শ্লেষ দ্বেষ, বেশভূষা গায় ॥

ভব পারাবারে যদিরে তরিবে,
তারা পদ হৃদে যতনে রাখিবে,
মায়ায় না ভুলিবে, কখন যে কি হবে,
ধূলায় মিশাইবে, শ্রীকৃষ্ণের এ কায় ॥ ৯৫ ॥

—oo—

পূরবী—আড়া।

ভব পারাবারে পারে যাবে যদি ওরে মন।
মায়ার সংসার ঘোরে কি কর তবে এখন ॥
দিন দিন আয়ুক্ষয়, কি জানি কখন কি হয়,
তাই বলি দুরাশয়, কর উপায় অন্বেষণ ॥
ত্যজিয়া সংসার মায়া, ভাব যোগে মহামায়া,
পাবে তাঁর পদ ছায়া, ভবে আসা যে কারণ ॥ ৯৬ ॥

—oo—

জয়জয়ন্তি—ধামাল।

নিতান্ত যদি রে মন হইবে সন্ন্যাসী।
তবে কেন যেতে আশা বৃন্দাবন কাশী ॥
বিভূতি কেন শরীরে, জটা কেন ধর শিরে,
কি হবে জাহ্নবী নীরে, কেন ভ্রম দিবানিশি ॥

সংসার আবাস যত, দেখরে শ্মশান মত,
ভাব ধ্যানে অবিরত, পুরুষ অন্তর বাসী ॥
হইয়া বিষয় ভোগী, শ্রীকৃষ্ণের মন না হও যোগী,
ছেড়ে সকল হও বিরাগী পাবে তারা পদ শশী ॥৯৭॥

—০০—

ললিত—আড়াঠেকা।

কেন আর বিলম্ব কর, পাইতে মা তারা ধনে।
নয়ন মুদিলে শেষে রবে না এ সব মনে ॥
হইয়া সাধনহীন, বৃথা গেল গেল দিন,
দিনে দিনে আয়ুক্ষীণ, হোল মিছা অকারণে ॥
তাই বলি ওরে মন, ত্যজ সব ধন জন,
ভাবরে তারা চরণ, সদা মনে মনে ॥
শোক রোগ মনস্তাপ, দূরিত হবে বিলাপ,
পলাইবে ঘোর পাপ, পরশিবে না শমনে ॥ ৯৮ ॥

—০০—

আলেয়া বিভাষ—রূপক।

দীন দেখে আমায় দে মা দরশন (জগত্তারিণী)।
দে চরণ তরী, ভবসিন্ধু তরি,
আমি কাল বিহরি হেরি শ্রীচরণ ॥

আমার কুমতি দুরাশয়ে, আছি মা পতিত হোয়ে,
ব্যাকুল হৃদয়ে,
দেখি পতিত বোলে কর কি তারণ ॥
আমি, ভক্তিহীন অবিনয়ী, আছি মা ধরাশায়ী,
দয়াময়ী গো।
এবার দেখ্‌বো মায়ের করুণা কেমন ॥
আমি না জানি পূজার ধারা, কেবল কই তারা তারা,
কালহরা গো ;
যেন দাসে শেষে নাশে না শমন ॥ ৯৯ ॥

—oo—

আলেয়া বিভাস—রূপক।

আর কবে দয়া হবে দয়াময় ( দীনবন্ধু হে )।
দীন দুখাবেশে ভ্রমি দেশে দেশে,
তোমার চরণ স্মরণ ভু'লে নাহি হয় ॥
আমার সতত যে দুর্ম্মতি, তুমি অগতির গতি,
কর গতি হে।
বিষম, বিষয় বিষ পানে যায় তনয় ॥

আমার, ভয়েতে আকুল প্রাণী, সদাই যে বিপদ গণি
গুণমণি হে।
ভয় ভঞ্জনে তুমি ঘুচাও ভবভয়॥
আমি নাহি চাই হোতে ধনী, জ্ঞানী বা গুণী মানী,
চিন্তামণি হে।
দেও দীনে কৃপায় অভয় পদাশ্রয়॥ ১০০॥

—oo—

সম্পূর্ণ।

# অক্ষরানুক্রমিক সূচী

## ( ১ )

## পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

—

## অক্ষরানুক্রমিক সূচী

( ২ )

## প্রথম পরিশিষ্ট।

## অক্ষরানুক্রমিক সূচী

## (৩)

## দ্বিতীয় পরিশিষ্ট বা সঙ্গীত-মুঞ্জরী।

---

# বিষয়সূচী

( ১ )

## পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

| বিষয়। | গানের সংখ্যা। |
|---|---|

## প্রথম পরিশিষ্ট ।

# দ্বিতীয় পরিশিষ্ট বা সঙ্গীত-মুঞ্জরী।